ভূমিকা

ভিক্তর মারি হুগো ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক—কবি এবং ঔপন্যাসিক। 'লে মিজেরাবল্' তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের সমাজ-ব্যবস্থায় ও রাজকীয় বিধানে নিপীড়িত যে সকল দীনদরিদ্রের চিত্র ইহাতে তিনি আঁকিয়াছেন তাহাদের প্রধান চরিত্র—জাঁ ভাল্জাঁ।

এই চরিত্রটীকে কেন্দ্র করিয়া বহু ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে গ্রন্থখানি যেমন বিরাট, তেমনি বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃত। যাহাতে সকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে ইহার রসাস্বাদন করা সহজ হয়, এই উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থে মূল কাহিনীটির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, মূল গ্রন্থের কোন চরিত্রই ইহাতে বাদ দিই নাই। এবং পাঠকের পক্ষে গল্পের ধারা অনুসরণের সুবিধার জন্য প্রয়োজন-মত ফরাসী ইতিহাসের কিছু কিছুও উল্লেখ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় হুগো নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা কাহিনীটির মূল উদ্দেশ্যকে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"যতদিন রাজকীয় আইনে ও সমাজ-প্রথায় এমন সমস্ত দুর্নীতি বিদ্যমান থাকিবে, যাহার ফলে সভ্যতার অভ্যন্তরে

অস্বাভাবিক উপায়ে নরক-সৃষ্টি চলিতে থাকিবে, ফলে মানব-জীবনের পবিত্র পরিণতিকে বিপর্যস্ত করিবে,—মানুষকে যথার্থ মানুষ হইতে দিবে না; এবং যতদিন অর্থাভাবে পুরুষের অধোগতি, ক্ষুধার তাড়নায় স্ত্রীলোকের সর্বনাশ, জ্ঞানের অভাবে বালক বালিকার পঙ্গু হইয়া যাওয়া,—বর্তমান যুগের এই তিন প্রবল সমস্যার সমাধান না হইবে, এবং সমাজ-জীবনের একস্তরে এই প্রকারের শ্বাসরোধ চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ মোটের উপর বলিতে গেলে, যতদিন পৃথিবীতে দুর্দশা এবং জ্ঞানের অভাব থাকিবে ততদিন এইপ্রকার পুস্তক অপ্রয়োজনীয় হইবে না।”

পাঠকেরা যাহাতে এই মনীষীর জীবনের সঙ্গে কিছু পরিচিত হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিলাম।

ভিক্তর হুগো ১৮০২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লিওপোল্ড হুগোর তৃতীয় পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সোফী ত্রেবুশে। পিতা, নেপোলিয়নের সৈন্যবিভাগে চাকরি করিতেন, পরে তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন।

পিতা সৈন্যবিভাগে চাকরি করার জন্য ছেলেবেলায় তাঁহাকে পিতার সহিত বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ১৮১৪ হইতে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত তিনি স্কুলে শিক্ষালাভ করেন।

স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার কতক তিনি ফরাসী আকাদেমীতে পাঠান। লব্ধপ্রতিষ্ঠ

লেখক ও কবিদের সংস্থা এই আকাদেমী। এখানকার খ্যাত
সাহিত্যিকদের অনেকেই এই বালকের কবিতার ভূয়সী প্র
করেন।

স্কুল ছাড়িয়াই তিনি পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যসেবায় লাগিয়া যা
সাহিত্যকেই জীবিকা অর্জনের পেশারূপে গ্রহণ করেন। ১৮
সালে "সাহিত্য রক্ষক" নামে একটি পত্রিকা এবং ১৮২৩ সা
"ফরাসী বিদ্যাদেবী" নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ ক
এবং কবিতার পর কবিতা প্রকাশ করিয়া যান। কবিতা
তাঁহার লেখা সীমাবদ্ধ ছিল না—তিনি অনেক নাটক ও উপন্য
লিখিয়া গিয়াছেন। কবি হিসাবে তাঁহার যেরূপ খ্যাতি, নাটক
ও উপন্যাস-লেখক হিসাবেও তাঁহার তেমনি খ্যাতি। ১৮
সাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অবিসংবাদীরূপে একজন শ্রেষ্ঠ
ফরাসী কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন।

বাল্যাবস্থায় পিতার সহিত ঘুরিয়া নেপোলিয়নের প্রতাপ ও
আধিপত্যয় বিমুগ্ধ হইয়া তিনি রাজভক্ত ও ক্লাসিক কবি হিসাবে
জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু রাজকীয় প্রতাপ ও যুদ্ধজয়ের
পিছনে কত গরীব অসহায় ব্যথিতের ক্রন্দন লুকাইয়া থাকে, তাহা
তিনি ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন তাঁহার সাহিত্যও
হইয়া উঠিল এই মানবতাবোধে উদ্দীপিত। দেশবাসীরাও প্রতিদানে
তাঁহাকে একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ব্যতীত, জাতীয় কবি বলিয়া
অভিহিত করিল। রাজভক্ত ও ক্লাসিক ভিক্তর হুগো হইলেন
উদারপন্থী ও রোমান্টিক।

১৮৪১ সালে তিনি ফরাসী আকাদেমীর সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৪৫ সালে তাঁহাকে ফ্রান্সের "পিয়ার" করা হয়। তাঁহার উদার মানবপ্রেমিক মনোভাবের জন্য তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের বিরাগভাজন হন ও ফ্রান্স হইতে বহিষ্কৃত হন। ১৮৪১ হইতে ১৮৫১ পর্যন্ত, এই দশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে তিনি কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু নির্বাসনের পর হইতে তিনি আবার লিখিতে আরম্ভ করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত লিখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার অনেক লেখা অপ্রকাশিত থাকে। ঐসব লেখা ১৯০২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে থাকে। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের পর, ১৮৭০ সালে, তিনি জনসাধারণের বিরাট আনন্দোচ্ছ্বাস ও সংবর্দ্ধনার মধ্যে প্যারিতে ফিরিয়া আসেন।

১৮২২ সালে তিনি আদেল ফুশেরকে (Adile Foucher) বিবাহ করেন। দুই কন্যা ও দুই পুত্র জন্মিবার পর ১৮৩২ সালে তাঁহার স্ত্রীর সহিত বিচ্ছেদ হয়। পর বৎসর ভিক্তর হুগো জুলিয়েৎ ড্রুয়ে (Julette Drouet) নাম্নী একটি রমণীর সংস্পর্শে আসেন এবং এই মহিলা সেই সময় হইতে তাঁহার লেখার প্রেরণা জোগাইয়াছেন। ১৮৮৫ সালে ২২শে মে ভিক্তর হুগো পরলোক গমন করেন এবং ১লা জুন তাঁহাকে ফরাসী জাতির শ্রেষ্ঠ সম্মানের সহিত সমাধিস্থ করা হয়।

বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও প্রত্যেক সমালোচকই মানিতে বাধ্য হন যে তিনি ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাই নয়, তিনি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসাধারণ—গীতিকাব্য ও

মহাকাব্যেও যেমন, নাটক ও উপন্যাসেও তেমন, আবার ভ্র
কাহিনী ও রাজনৈতিক রচনাতেও তেমনি ক্ষমতাশালী। যে
অসাধারণ ছিল তাঁহার পর্যবেক্ষণ শক্তি, তেমনি অসাধারণ ছি
তাঁহার ভাষাজ্ঞান। যেমন লেখা, তেমনি মৌখিক কথাবার্তা।
গম্ভীর বিষয়, প্রেম, কৌতুক, ব্যঙ্গ প্রতিটিতেই সমান। তিনি
ফরাসী ভাষার সাহিত্য-সম্রাট ছিলেন। তাঁহার পুস্তকের সংখ্যা
এক শতেরও অধিক।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

॥ এক ॥

ফ্রান্সের একটি ছোট শহর। সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এসেছে। একজন পথিক শহরে প্রবেশ করল। তার চেহারা দেখলেই মনে হয় অনেক দূর থেকে সে হেঁটে আসছে—অত্যন্ত ক্লান্ত। এরকম বিশ্রী চেহারার লোক বড় একটা দেখা যায় না। সর্বাঙ্গে ধুলো, গায়ের নোংরা জামাটা শতছিন্ন, প্যাণ্টালুনে অজস্র তালি, মাথার রুক্ষ চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া, কাঁধে একটা ভারী বোঁচকা, হাতে একগাছা মোটা বেতের লাঠি। প্রকাণ্ড তার শরীর—যেন একটা দৈত্য। হঠাৎ দেখলে ভয় হয়।

লোকটি বড় ক্লান্ত—বড় ক্ষুধার্ত। আজ রাত্রের মত একটা মাথা গুঁজবার জায়গা, আর কিছু খাবার জিনিস তার চাই। শহরের পথ তার জানা নেই। কিছুক্ষণ এপথে-ওপথে ঘুরে সে মেয়রের অফিসে হাজির হ'লো। এ দেশের নিয়ম,— নতুন লোক শহরে এলেই তাকে মেয়রের অফিসে গিয়ে নিজের পরিচয়পত্র দেখাতে হয়।

মেয়রের অফিস থেকে বেরিয়ে, লোকটি একটা হোটেলে গেল। হোটেলের মালিক তার অমন লক্ষ্মীছাড়া চেহারা দেখে ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা করল—কি চাই ?

—কিছু খাবার জিনিস, আর আজ রাত্রের মত শোবার একটা জায়গা।

—দাম দিলে এ তো খুবই সোজা ব্যাপার।

লোকটি পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করল। হোটেল-ওয়ালা ভেবেছিল লোকটার যে চেহারা, নিশ্চয়ই দাম-টাম দিতে পারবে না। কিন্তু, তার কাছে অতগুলো টাকা-পয়সা দেখে সে একটু অবাক হয়ে গেল। যাই হোক, এরপর হোটেল-ওয়ালার আর আপত্তির কিছু রইল না।

লোকটি কাঁধের ঝোলাটা দরজার পাশে নামিয়ে রেখে একটু আরাম পাবার জন্য আগুনের ধারে গিয়ে বসল। তার চেহারা এবং চালচালনে হোটেল-ওয়ালার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। সে একটা চিরকুট লিখে হোটেলের একটা চাকরকে দিয়ে মেয়রের অফিসে পাঠিয়ে দিল—লোকটির পরিচয় জানতে। চাকরটা ফিরে এলে সে আস্তে আস্তে লোকটির কাছে এগিয়ে এসে বলল—

—শুনছ? তোমাকে আমি আমার হোটেলে জায়গা দিতে পারব না।

লোকটি অন্যমনস্কভাবে মাথা হেঁট ক'রে কি ভাবছিল। হোটেল-ওয়ালার কথা শুনে তার দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর বললে—

—কেন দেবে না? এটা যখন একটা হোটেল, আমার খিদে পেয়েছে, আর খাবার-থাকবার দাম দেবার মত টাকাও

আমার কাছে আছে, তখন তুমি আমাকে খেতে এবং থাকতে দিতে বাধ্য।

হোটেল-ওয়ালা এ কথায় রেগে উঠল। বলল—বেরিয়ে যাও, এক্ষণি বেরোও এখান থেকে! মেয়রের অফিস থেকে তোমার পরিচয় জানতে পেরেছি। তোমার নাম কি শুনতে চাও?—জাঁ ভাল্‌জাঁ। তুমি একজন জেলফেরত দাগী আসামী।

লোকটি আর কোন কথা বলল না, নিঃশব্দে তার ঝোলাটা তুলে নিয়ে মাথা নীচু ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকের মুখে-মুখে রটে গেল, জেলফেরত একটা ভয়ানক লোক শহরে এসেছে—সকলে খুব সাবধান।

জাঁ হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল। পা তার আর চলতে চায় না। আসন্ন শীতের রাত। মাথা গুঁজবার মত একটা জায়গা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলে, একটা ফটকের সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল—এখানে রাত্রের মত একটু থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে?

জাঁ এটা লক্ষ্য করেনি যে, যে-জায়গাটাতে সে আশ্রয় চাইছে সেটা হচ্ছে শহরের জেলখানা; আর যাকে সে জিজ্ঞাসা করছে সে হচ্ছে একজন সিপাই,—জেলখানার ফটক পাহারা দিচ্ছে। জাঁর প্রশ্ন শুনে সে বলল—

বাপু হে, এটা তো হোটেল নয়—জেলখানা। পুলিস দিয়ে

আগে তোমাকে গ্রেপ্তার করাব, তারপর এখানে জায়গা দেব।

এ কথা শুনে জ্যাঁর আর বলবার কিছু সাহস হ'লো না। সে আবার চলতে শুরু করল। চলতে চলতে দূরে একটা ছোট সুন্দর বাড়ী তার চোখে পড়ল। তার কাছে গিয়ে একটা জানলা দিয়ে সে দেখতে পেল, ভিতরের একটী ঘরে আলো জ্বলছে, আর একটা টেবিলের উপর খাবার সাজানো রয়েছে। এবার সে জানলাটার খুব কাছে গিয়েই দাঁড়াল। দেখলে, একজন ভদ্রলোক একটি শিশুকে তাঁর হাঁটুর উপর বসিয়ে আদর করছেন। সেই শিশুর কলহাস্যে আর লোকটির উচ্চহাস্যে, মাঝে মাঝে ঘরটা মুখরিত হয়ে উঠছে—আর ঠিক পাশে একজন মহিলা স্মিতহাস্যে চুপটি ক'রে বসে আছেন। জ্যাঁ ভাবল, এঁরা নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী, আর শিশুটী এঁদের সন্তান। জ্যাঁর মনে একটু আশা হ'লো। এমন আনন্দের সংসার, এখানে নিশ্চয়ই সে একটু জায়গা পাবে! কিন্তু জ্যাঁ এখানেও আশ্রয় পেল না। এঁরাও এরই মধ্যে খবর পেয়ে গেছেন, শহরে কে একজন জেলফেরত লোক এসেছে। এখন জ্যাঁর সঙ্গে এক-আধটা কথা ব'লে এঁরা বুঝতে পারলেন, এই সেই জেলফেরত দাগী লোক। অমনি ভদ্রলোকটী বন্দুক উঁচিয়ে হাঁকলেন—

ভালয় ভালয় সরে পড়—নইলে গুলি করব।

জ্যাঁ আর কি করবে, সেখান থেকে ফিরে এল। তার শরীর ও মন এত ক্লান্ত যে আর এক পাও তার চলতে ইচ্ছে করছে না।

তবুও তাকে আশ্রয় খুঁজতে হবে। শীতের রাত, রাস্তায় রাস্তায় সে আর কতক্ষণ ঘুরে বেড়াবে! কিছু দূরে একটা গির্জার ঘড়িতে আটটা বাজল। গির্জার উঠানের একদিকে একটা ছাপাখানা—তার বাইরে বসবার জন্য বেঞ্চির মত একটা পাথরের জায়গা করা আছে। জঁা অতিকষ্টে সেখানে এসে সেই বেঞ্চিটার উপর বসল। আশ্রয় তো কোথাও পেল না—সে-আশাও নেই! পয়সা থাকলেও কেউ তার কাছে খাবার জিনিস বেচবে না। নিরুপায় হয়ে সে পাথরের বেঞ্চিখানার উপর শুয়ে পড়বার জোগাড় করছে, এমন সময় গির্জা থেকে এক বৃদ্ধা উপাসনা ক'রে ফিরছেন। তিনি এই অবস্থায় একটি লোকটিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

কি করছ বাছা তুমি এখানে?

জঁা একটু রেগেই জবাব দিল—

দেখতেই পাচ্ছেন একটু ঘুমোবার জোগাড় করছি।

শীতের রাত্রে একটা লোক এই রকম বাইরে পড়ে ঘুমোবে! বৃদ্ধার দয়ালু মন। সস্নেহে বললেন—

—তা' সরাইখানা বা কোনও একটা হোটেলে যাও না কেন?

কথা সংক্ষেপ করবার জন্যে জঁা জবাব দিল,—পয়সা নেই।

—তাই তো, আমার কাছেও তো মাত্র গোটা চারেক সো* আছে!

—তাই দিন।

* 'সো' ফরাসী মুদ্রা,—প্রায় দুই পয়সার সমান

বৃদ্ধা তাকে সো-চারটে দিয়ে বললেন—চার, সো'তে তো কোথাও খাওয়া-থাকা পাবে না। যে শীত, বাইরেও তো আর রাত কাটানো সম্ভব নয়। একটু চেষ্টা ক'রে দেখনা, কেউ যদি দয়া ক'রে অমনিতেই একটা রাত থাকতে দেয়।

—সে চেষ্টা করেছি, কেউই দিল না। সকলেই দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিল।

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর একটা বাড়ী দেখিয়ে বললেন—ঐ বাড়ীতে গিয়েছিলে ?

—না।

—তবে ওখানে একবার গিয়ে দেখ।

॥ দুই ॥

জাঁ ভাল্‌জাঁর বাবা ছিলেন গরীব কাঠুরে। ছেলেবেলায় জাঁর লেখাপড়া শেখার সুযোগ-সুবিধে হয়নি। একটু বয়েস হ'লে সেও সেই কাঠুরের কাজই আরম্ভ করল। অল্পবয়সেই, আগে মা, পরে তার বাবাও মারা যান। এক বিধবা বোন ছাড়া আর তার কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। বাবা মারা যাবার পর জাঁ সেই বোনের কাছে চলে গেল। বোনের ছিল সাত ছেলেমেয়ে। জাঁ এই সাতটি ভাগ্নে-ভাগ্নীর ভার নিয়ে বোনের সংসার দেখতে লাগল। তখন জাঁর বয়স হবে পঁচিশ। জাঁ সাদাসিধে মানুষ, ভালমন্দর

বড় ধার ধারে না। সমস্ত দিন খাটে, তারপর খিদের মুখে যা' পায় খায়। অসাড়ে ঘুমিয়ে তার রাত কেটে যায়। পৃথিবীতে আর যে কিছু দেখবার বা ভাববার আছে, জাঁর তা' মনেও আসে না। তা' হ'লেও সে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ভালই বাসে। কিন্তু অভাবের সংসারে অশান্তি আছেই। তাই বোনের মেজাজ সকল সময় ভাল থাকে না—একটুতেই রেগে সে ছেলেমেয়েদের মারধর করে। জাঁ মাঝে প'ড়ে তাদের সামলে রাখে। তাদের দোষ-ত্রুটি সব সময়ই সে তার বোনের চোখের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে।

জাঁ কিন্তু কিছুতেই রোজগারের কিছু ব্যবস্থা করতে পারে না। ক্রমে ক্রমে এদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। শেষে এমন হয় যে, একদিন সারাদিন এদের উপোস ক'রে কাটে। সাতটি অপোগণ্ড শিশু অনাহারে চোখের উপর তিল-তিল ক'রে মরে যাবে! জাঁর তা অসহ্য হ'লো। সে কারুকে কিছু না ব'লে রাত্রে রাস্তায় বেরিয়ে একটা রুটির দোকানের শার্সি ভেঙে একখানা রুটি চুরি করলে।

দোকানের মালিক শুতে যাবে, এমন সময় জানলার কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পায়। মালিক অমনি বাইরে বেরিয়ে চোরকে তাড়া করল। জাঁ ধরা পড়ল, পুলিস এবং আদালতের কায়দা-কানুন মত যথারীতি বিচার হ'লো। প্রতিবেশীর ঘরে জানলা ভেঙে চুরি করার অপরাধে তার পাঁচ বছরের জেল হ'লো। এই পাঁচ বছর তাকে গ্যালিতে খাটতে হবে।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, সে সময় জাহাজ পাল তুলে চলত। সরকারী যুদ্ধের জাহাজের সঙ্গে আরও অনেকগুলো জাহাজ থাকত, এইগুলোকে বলা হ'তো গ্যালি। গ্যালির পালখাটানো, দাঁড়টানা প্রভৃতি সমস্ত কাজ কয়েদীদের দিয়ে করানো হ'তো। এই সমস্ত কয়েদীদের উপর সরকারী কর্মচারীরা ক্রীতদাসের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করত। এই কাজের জন্য বন্দরে বন্দরে কয়েদীদের চালান ক'রে দেওয়া হ'তো। সেখানেই তাদের অতি দুঃখে দিন কাটত। সেখানে কেউ তাদের আর মানুষ ব'লে মনে করত না, তারা হয়ে যেত 'এত নম্বরের' কয়েদী। লম্বা এক সারি কয়েদীর সকলকেই একটা লোহার শিকলের সঙ্গে পায়ে বেড়ী দিয়ে জুড়ে দেওয়া হ'তো। তারা সেই শিকল-বেড়ী পরা অবস্থাতেই দাঁড় টানত ; আর, একজন সরকারী লোক লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত তাদের কাজ তদারক করবার জন্য। একটু কিছু এদিক-ওদিক হ'লেই বেদম মার দেওয়া হ'তো। জাহাজের বোঝাই মাল বন্দরে নামিয়ে দেওয়া, আবার বন্দর থেকে মাল জাহাজে বোঝাই করা তাদের দিয়ে করানো হ'তো। তখন একজন সিপাই বন্দুক নিয়ে তাদের পাহারা দিত—কেউ যাতে না পালাতে পারে।

জাঁকে কয়েদীর পোশাক পরিয়ে চালান দেওয়া হ'লো। ক্ষুধার্ত সাতটি শিশু এবং তার বোনের কি হ'লো সে-কথা আর কে ভাবে! কুকুরের গলায় লোকে যে রকম বক্‌লস্ পরিয়ে থাকে, প্রত্যেক কয়েদীর গলাতেও সেই রকম লোহার বক্‌লস্ আর তার সঙ্গে শিকল লাগানো। এই অবস্থায় ঘোড়ার গাড়ীতে সাতাশ

দিন চলবার পর সে তুলোঁ বন্দরে এল একখানা রুটি চুরির অপরাধের শাস্তি ভোগ করবার জন্য।

১৭৯৬ সালে সে তুলোঁতে আসে। তখন তার মনের কষ্টই ছিল বড় কষ্ট—শরীরের কষ্টকে সে কোনও দিনই আমল দেয়নি। বেশীর ভাগ সময় সে মনমরা হয়ে চুপচাপ থাকত, কখনও কখনও তাকে কাঁদতেও দেখা যেত। এ ভাব ক্রমে কেটে গেল। আর দশজন কয়েদীর সঙ্গে মিশে সেও আস্তে আস্তে তাদের মত হয়ে উঠল। গায়ে তার অসুরের মত শক্তি হ'লো। ছলচাতুরী, ফন্দিবাজি, দুঃসাহসিকতা, সব তাতেই সে সমান পারদর্শী হয়ে উঠল।

একসঙ্গে থাকতে থাকতে পুরোনো কয়েদীদের মধ্যে ক্রমে দল গড়ে ওঠে। জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়া ধুরন্ধর পাকা কয়েদী মাত্রেরই লোভনীয় ব্যাপার। তুলোঁর জেলখানায় এই পালানোর ব্যাপারে কয়েদীদের মধ্যে মাঝে মাঝে লটারি হয়। যে-কয়েদীর নাম লটারিতে ওঠে, আর সকলে নানা প্রকারে তাকে পালাতে সাহায্য করে। কয়েদী-জীবনের চতুর্থ বৎসরে জঁার এই রকম ভাবে পালিয়ে যাবার সুযোগ হয়। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত পালাতে পারল না। ধরা পড়ে গেল। মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা সে জেল-খানার বাইরে ছিল। এই ছত্রিশ ঘণ্টা না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, মাঠের মধ্যে ঝোপেঝাপে সে লুকিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যের সময় ধরা প'ড়ে আবার জেলে এল। এই অপরাধে তার আরও তিন বছর কারাদণ্ড হ'লো। এবার মোট মেয়াদ দাঁড়াল আট

বছর। আরও একবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাতে আরও পাঁচ বছর। এমনি ক'রে মেয়াদের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে জানলার কাঁচ ভেঙে একখানা রুটি চুরি করার অপরাধে তার শাস্তির পরিমাণ দাঁড়াল উনিশ বছর।

১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসে জাঁ ভাল্‌জাঁ ছাড়া পেল— তখন তার বয়স ছেচল্লিশ।

জেলে থাকবার সময় জাঁ সামান্য কিছু লিখতে পড়তে শেখে। তুলোঁতে পাদরীদের একটা ইস্কুল ছিল। কয়েদীরা ইচ্ছে করলে সেখানে পড়তে যেতে পারত। চল্লিশ বৎসর বয়সে জাঁ এই ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করে।

॥ তিন ॥

জাঁ যে-শহরে এসে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই শহরের বিশপের নাম শার্ল ফ্রাঁসোয়া বিয়াঁভেনু মিরিয়েল। তিনি অত্যন্ত সাধুলোক। বয়স পঁচাত্তরের কাছাকাছি। সংসারে তাঁর এক বোন আছেন, তাঁর নাম মাদ্‌মোয়াজেল বাপ্তিস্তিন, বিশপের চেয়ে দশ বছরের ছোট। আর আছেন বাড়ীর কাজকর্ম দেখবার জন্য একজন মহিলা, তিনিও বাপ্তিস্তিনের বয়সী, নাম মাদাম মাগ্লোয়ার।

বিয়াঁভেনু মিরিয়েল পূর্বে সাধারণ এক গ্রামের পাদ্‌রী

ছিলেন। পরে বিশপের পদ পেয়ে এই শহরে আসেন। বিশপের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ীখানা মস্ত একটা প্রাসাদের মত। তার আসবাব-পত্র, শোবার ঘর, খাবার ঘর, বৈঠকখানা, ফুলের বাগান, সমস্তই সম্ভ্রান্ত রাজা-রাজড়ার মত। সমস্ত ব্যবস্থাই ফরাসী সরকার থেকে করা। এখানে এসে বিশপ বিয়ঁাভেনু তাঁর প্রাসাদের পাশেই একটা ছোট হাসপাতাল পরিদর্শন করতে যান। তিনি দেখেন, সেখানে জায়গার অভাবে বেশী রুগী ভর্তি করা যাচ্ছে না। তাঁরা হলেন তিনজন মাত্র মানুষ, তার জন্যে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, তার এতগুলো ঘর, অথচ তারই পাশে হাসপাতালটাতে জায়গার অভাবে রুগীদের চিকিৎসা হচ্ছে না। বিশপ বিয়ঁাভেনু নিজের সরকারী প্রাসাদ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে নিজে উঠে গেলেন হাসপাতালের বাড়ীতে। কারণ, তাঁর মনে হ'লো, বিশপের জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদটাই হওয়া উচিত ছিল হাসপাতাল, আর হাসপাতালের ছোট বাড়ীটা হওয়া উচিত ছিল বিশপের থাকবার বাড়ী। এতদিন থেকে সরকারী ব্যবস্থায় এই যে ভুল চলে আসছিল, বিশপ মিরিয়েল এখন তা' সংশোধন ক'রে নিলেন।

বিশপের পৈতৃক বা ব্যক্তিগত বলতে কোন সম্পত্তি ছিল না। সরকার থেকে তিনি বছরে পনের হাজার ফ্রাঁ * মাইনে পেতেন। এই পনের হাজার ফ্রাঁর এক হাজার ফ্রাঁ নিজের জন্য রেখে বাকী চোদ্দ হাজার গরীব দুঃখীদের দান ক'রে দিতেন। এ ছাড়া মাদ্‌মোয়াজেল বাপ্তিস্তিন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি থেকে

* এক ফ্রাঁ প্রায় দশ আনা।

বছরে পাঁচশো ফ্রাঁ পেতেন। মোট এই পনেরশো ফ্রাঁতে এঁরা তিনজন অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে জীবনযাপন করতেন। রাত্রে তিনি খুব কম সময় ঘুমোতেন। তবে, যতক্ষণ ঘুমোতেন, ততক্ষণ তাঁর বেশ গাঢ় ঘুম হ'তো। ভোরে উঠে ঘণ্টাখানেক উপাসনার পর, মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে যাওয়া ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস।

বিশপের জীবনযাত্রা ছিল যেমন সহজ, তেমনি সরল। তাঁর ভিতর কোথাও কোন আড়ম্বর ছিল না। আশপাশের গরীব বাসিন্দা আর প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেওয়া, তাদের সুখদুঃখের কথা শোনা এবং তাদের নানা সদুপদেশ দেওয়া ছিল তাঁর প্রতি-দিনের কর্মতালিকার একটা বড় অংশ। তাঁর বাড়ীর দরজা কখনো খিল বা ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করা থাকত না। যে-কোন লোক, যে-কোন সময় দরজা ঠেলে বাড়ীতে ঢুকতে পারত।

তাঁর আহার্য ছিল অত্যন্ত সাধারণ—রুটি, কিছু শাকসব্জী আর দুধ। অতিথি অভ্যাগত কেউ উপস্থিত থাকলে সেদিন এক আধটা অন্য রকমের ভালো খাবার রান্না হ'তো—সেটাই ছিল বাপ্তিস্তিনের বিশেষ সখ।

কয়েকটি বিষয়ে বিশপের বিলাসিতা ছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, সমস্ত ঘর মাঝে মাঝে চূণকাম করা ; আর ঘরের মেঝে, বিছানা-পত্র, সামান্য যে দু'একখানা আসবাবপত্র সে-সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখা। একাজ অবশ্য মাদ্‌মোয়াজেল বাপ্তিস্তিন আর মাদাম মাগ্লোয়ারই করতেন।

বিশপ বলতেন, এই হচ্ছে একমাত্র বিলাসিতা—যার জন্য গরীবকে বঞ্চনা করতে হয় না। অন্য যে-কোন বিলাসিতা করতে যাও, তাতেই গরীবকে বঞ্চনা না ক'রে করতে পারবে না।

এছাড়া, তাঁর আর একটা ছেলেমানুষী সখ ছিল। তাঁর দিদিমার কাছ থেকে তিনি ছ'খানা রূপোর ডিস, ছ'টা রূপোর চামচ পেয়েছিলেন; আর পেয়েছিলেন ভারী হু'টো রূপোর বাতিদান। ধব্‌ধবে সাদা চাদর-পাতা খাবার টেবিলে রূপোর এই ঝক্‌ঝকে ডিস্‌ চামচ সাজিয়ে দিলে তিনি ছেলেমানুষের মত আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতেন; তাঁর চোখেমুখে এক অপূর্ব পরিতৃপ্তি ফুটে উঠ্‌তো। রাত্রে খাবার টেবিলে কোন বিশেষ অতিথি উপস্থিত থাকলেই এই ডিস্‌ চামচ টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হ'তো, আর সেই রূপোর বাতিদানে হু'টো নতুন বাতি জ্বেলে দেওয়া হ'তো।

বিশপ মিরিয়েল সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়—যে লোক তাঁকে একবার মাত্র দেখেছে, সেই তাঁর স্নিগ্ধ, শান্ত, পবিত্র মূর্তিতে মুগ্ধ হয়েছে। আপনা থেকেই তার মনে হবে, এমন ভাল মানুষ আর হয় না। তারপর, কিছুক্ষণ তাঁর কাছে থাকলে মনে হবে, ইনি অতি মহানুভব ব্যক্তি—ক্রমে আরও মনে হবে, বিশপ এ জগতের মানুষ নন—ইনি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দেবদূত!

॥ চার ॥

রোজকার মত রাত আটটা পর্যন্ত লেখাপড়া ক'রে বিশপ মিরিয়েল খেতে এসে শোনেন মাদাম্ মাগ্লোয়ার কিছু উত্তেজিত হয়ে মাদ্-মোয়াজেল বাপ্তিস্তিনকে কি যেন বলছেন। মাগ্লোয়ার বলছিলেন, তিনি দোকানে গিয়ে শুনে এসেছেন শহরে কে একটা জেলফেরত লোক এসেছে। সকলের সাবধানে থাকা উচিত। এ বাড়ীর জানলা দরজা ত বন্ধ করা যায় না। একজন মিস্ত্রী ডেকে হুড়্কো ক'টা ঠিক ক'রে নেওয়া দরকার।

মাগ্লোয়ারের মন্তব্যের কতক অংশ বিশপের কানে যেতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

ব্যাপার কি?

মাদাম মাগ্লোয়ার যা শুনে এসেছিলেন সবিস্তারে ব'লে গেলেন—

দোকানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে শুনে এলাম, একটা বদলোক—গায়ে ছেঁড়া জামা, বিশ্রী নোংরা চেহারা, ভবঘুরে, চোর কি ডাকাত কে জানে, শহরে আজ সন্ধ্যের সময় এসেছে। আমাদেরও সাবধানে থাকা উচিত। এ বাড়ীর কোন ঘরেই তো হুড়্কো, ছিটকিনি নেই। একটা মিস্ত্রী ডেকে অন্ততঃ আজকের রাতটার মত দরজাগুলো বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা দরকার—

মাগ্লোয়ারের কথা শেষ হয়নি, এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় বেশ জোরে ঘা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। বিশপ তাঁর অভ্যাসমত বললেন—আসুন, ভিতরে আসুন।

যে লোকটি ভিতরে এল, সে-ই জঁা ভাল্‌জঁা। চেহারা দেখেই তো মাদাম মাগ্লোয়ারের চক্ষুস্থির, আর-একটু হ'লেই তিনি চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। ভাগ্যে মাদ্‌মোয়াজেল বাপ্তিস্তিন পাশে ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেলে সামলে নিলেন। লোকটাকে দেখে বাপ্তিস্তিনও কম অবাক হননি। কিন্তু তাঁর দাদার নিঃশঙ্ক শান্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে তিনি চুপ ক'রে গেলেন। দাদার উপর তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস।

বিশপ কোন প্রশ্ন করবার আগেই জঁা মরিয়া হয়ে বেশ জোরে জোরে ব'লে গেল—

দেখুন, আমার নাম জঁা ভাল্‌জঁা,—দাগী জেলখাটা লোক। উনিশ বছর গ্যালিতে কয়েদী ছিলাম। চারদিন হ'লো ছাড়া পেয়েছি। তুলোঁ থেকে এই চারদিন সমানে হাঁটছি। আজ ছত্রিশ মাইল পথ হেঁটে, সন্ধ্যেয় এখানে পৌঁছেছি। একটা সরাই-খানায় গিয়েছিলাম—আমি জেলখাটা লোক ব'লে তারা আমাকে তাড়িয়ে দিল। এক ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয় চাইতেই তিনি বন্দুক নিয়ে গুলি করতে এলেন। জেলখানার দরজায় গেলাম, ভিতরে নিল না। নিরুপায় হয়ে মাঠে শুয়ে থাকব ভাবছি—আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। আবার শহরে ফিরে এলাম ; এক বাড়ীর দরজার পাশে শুতে যাচ্ছি, এমন সময়

একজন মহিলা আমাকে এই বাড়ী দেখিয়ে এখানে আসতে বললেন, তাই এসেছি। এটা কি সরাইখানা? আমার কাছে কিছু টাকা আছে। উনিশ বছর ধ'রে গ্যালিতে খাটবার সময় আমি যা পেয়েছি তার বেশীর ভাগই জমিয়েছি। যা খরচ লাগে দেব,—আমার যেমন খিদে পেয়েছে, তেমনি আমি ক্লান্ত।—আমাকে আজ রাত্রের মত থাকতে দেবেন কি?

জঁার কথা থামতেই বিশপ মাদাম মাগ্লোয়ারের দিকে চেয়ে বললেন—

আর একখানা প্লেট টেবিলে সাজিয়ে দাও।

কোনও লোক তাকে জেলফেরত জেনেও এত সহজে খেতে বা থাকতে দেবে, জঁার তা' বিশ্বাসই হতে চায় না। সে ভাবল, তার কথা হয়তো এই বৃদ্ধ লোকটি ভাল ক'রে শোনেন নি বা বুঝতে পারেন নি। সে টেবিলের দিকে আরও এগিয়ে এসে বলল—শুনুন, আমার কথা হয়তো আপনি বুঝতে পারেন নি। আমি জেলফেরত দাগী লোক। দিন-কয়েক মাত্র ছাড়া পেয়েছি। যেখানে গিয়েছি, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু খেতে পাব কি?—আর একটু শোবার জায়গা?—তা আস্তাবল-টাস্তাবল হ'লেও হবে—পয়সা যা লাগে দেব—এটা কি সরাই-খানা?

বিশপ আবার মাদাম মাগ্লোয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন—

পাশের ঘরের বিছানায় একটা পরিষ্কার চাদর পেতে দিয়ে এস।

জঁ'ার তখনও বিশ্বাস হতে চায় না যে এমন কেউ থাকতে পারে যে তাকে সত্যই খেতে-থাকতে দেবে। সে আরও একটু এগিয়ে এসে আবার বলল—

দেখুন, আমার কথা বুঝতে পেরেছেন ত। এই দেখুন আমার হল্‌দে রঙের ছাড়পত্র—আর এই দেখুন, এতে লেখা আছে "অতি ভয়ানক চরিত্রের লোক।"

বিশপ বললেন—আপনি ভাল হয়ে বসুন, আপনার খাবার এক্ষুণি আসছে। খাওয়া হতে হতেই বিছানা ঠিক ক'রে রাখছে।

বিশপের ব্যবহারে জঁ। আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। এরকম সসম্ভ্রমে কেউ তার সঙ্গে কথা বলবে তা' তার কল্পনাতেই আসে না। যতদিন গ্যালিতে কয়েদী খেটেছে, সমস্ত কর্মচারীরা তার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে। সেখান থেকে ছাড়ান পেয়ে এখন সে স্বাধীন হ'লেও সকলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, যার কাছে যাচ্ছে সেই রাস্তার কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

খাবার এল। জঁ। আর কোন কথা না ব'লে গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করল। খিদেয় তার পেট জ্বলে যাচ্ছিল, এতক্ষণে কিছু খেতে পেয়ে সে প্রকৃতিস্থ হ'লো। সে যখন খাচ্ছিল, বিশপের ইঙ্গিতে মাদাম মাগ্লোয়ার অতিথির সম্মানে খাবার টেবিলে রূপোর বাতিদান দু'টোয় বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। খাওয়া শেষ হ'লে, জঁ। তার দুঃখময় জীবনকাহিনী এক এক ক'রে বিশপকে ব'লে যেতে লাগল।

তার কথা শেষ হ'লে, বিশপ বললেন,—

আপনি খুব ক্লান্ত, বিছানা হয়েছে শুতে যাবেন চলুন—ব'লে, বিশপ তাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিতে উঠে দাঁড়ালেন। জঁা তাঁর পিছু পিছুন চল্‌ল। বিশপের ঘরের পরেই একটা ঘরে জঁার বিছানা হয়েছে। যখন তারা বিশপের ঘর পার হয়ে যাচ্ছে, জঁা দেখল, বিশপের খাটের মাথার কাছে একটু উপরে একটা দেয়াল-আলমারিতে মাদাম মাগ্লোয়ার রূপোর কাঁটা-চামচগুলো তুলে রাখছেন। জঁাকে শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে, বিশপ তাকে রাত্রের মত বিদায় অভিবাদন জানালেন। জঁাও তাঁকে নমস্কার জানাল। হঠাৎ জঁার মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে যে জেলখাটা দাগী ভয়ানক চরিত্রের লোক! উত্তেজিত হয়ে বলল,—আপনি কি করছেন তা কি ভেবে দেখেছেন? পাশের ঘরেই আমাকে জায়গা দিলেন! কি ক'রে জানলেন, আমি খুনে-বদমাইস নই! আপনাকে খুন করবো না!

বিশপ শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—

এ সমস্ত ভাবনা ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়েছি।

তারপর তিনি নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করলেন, শেষে উপাসনা ক'রে শুয়ে পড়লেন। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তিনি পরম শান্তিতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

জঁা ভাল্‌জঁাও শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। অনেককাল সে এমন আরামে ঘুমোয় নি। একটা সাধারণ বিছানায় পর্যন্ত শোওয়া তার ভাগ্যে জোটে নি।

গির্জার ঘড়িতে ঠং ঠং ক'রে দুটো বাজতেই জ্যাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এত ভাল বিছানায় তার পক্ষে ঠিক মত ঘুম না হবারই কথা। ঘুম ভাঙতেই তার মাথার মধ্যে এলোমেলো চিন্তার আর বিরাম রইল না। যতদূর তার শৈশবের কথা মনে পড়ে, সেই থেকে আজ পর্যন্ত তার ভাগ্যে কি না দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা ঘটেছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সে বিছানার উপর উঠে বসল। বিশপের ঘর দিয়ে আসবার সময় সে যে রূপোর বাসন-পত্রগুলো তাঁর মাথার কাছের দেওয়াল-আলমারিতে রাখতে দেখেছিল, তাও মনে পড়ে গেল। সেকেলে জিনিস—একেবারে নিরেট—দাম কমপক্ষে দু'শো ফ্রাঁ হবে—উনিশ বছরের কারা-জীবনে যা উপার্জন করতে পেরেছে, তার অনেক বেশী।

ঘণ্টাখানেক এই ভাবে বিছানায় বসে সে চিন্তা করল। সারা জীবন নির্যাতন ভোগ ক'রে মানুষের উপর আর সমাজের উপর তার একটা দুর্জয় বিদ্বেষ জন্মে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ কারাজীবনে চোর-জুয়াচোর-ডাকাত প্রভৃতি মন্দ লোকের সংসর্গে এসে সে তাদের মত স্বভাবই অর্জন করেছে। রূপোর ঐ কাঁটা-চামচ-গুলো চুরি করবার ইচ্ছা ক্রমেই তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। রাত যখন তিনটে বাজল, সে আস্তে আস্তে উঠে নিঃশব্দে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে চেয়ে দেখে আকাশে চাঁদ, যদিও এক-একবার মেঘে ঢাকা প'ড়ে চারিদিক মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। বাইরের চাঁদের আলোর কিছুটা এসে ঘরের মাঝেও পড়েছে, তাতে

ঘরের ভিতরটাও অস্পষ্ট রকম দেখা যাচ্ছে। জাঁ পরীক্ষা ক'রে দেখল, জানলায় সিক নেই—অনায়াসেই বাইরের বাগানে বেরিয়ে যাওয়া যায়। বাগানের চারধারের পাঁচিলও উঁচু নয়, সহজেই পার হতে পারবে। পাঁচিলের পরই এক সারি গাছ। গাছগুলো রাস্তার ধারের গাছ, তাই ওখানে গেলেই রাস্তা পাওয়া যাবে।

জাঁ পা থেকে জুতো খুলে, অতি সন্তর্পণে বিশপের ঘরের দিকে গেল। দরজায় কোন খিল ছিল না। ভেজান দরজা, আস্তে আস্তে ঠেলা দিতেই কবাট ফাঁক হয়ে গেল। অতি সন্তর্পণে কবাট ঠেলে দরজা আরও ফাঁক ক'রে দিল। এবার সে এক পা ঘরের ভিতরে বাড়িয়ে দিল।

সমস্ত ঘরটায় অপূর্ব শান্তি বিরাজ করছে। জাঁ এবার বিশপের খাটের দিকে এগিয়ে গেল—তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছেন আর তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের ধীরস্থির উত্থানপতন নিস্তব্ধ ঘরখানাকে এক স্বর্গীয় ছন্দে ভরে দিচ্ছে। সে আরও এগিয়ে বিশপের মাথার কাছে দেওয়াল-আলমারিতে যেখানে বাসনগুলো আছে, সেইখানে এসে দাঁড়াল। আলমারির তালা ভাঙ্গবার জন্য একটা লোহার ডাণ্ডাও সঙ্গে এনেছে। এটা তার বোঁচকার মধ্যে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল তার চাবিটাও আলমারির গায়ে লাগানো রয়েছে। একটুও দেরি না ক'রে আলমারি খুলে চুবড়ি সমেত বাসনগুলো বের ক'রে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর নিজের লাঠিটাকে হাতে নিয়ে, বোঁচকাটা কাঁধে

ফেলে, জানালা দিয়ে বাগানের মাঝে লাফ দিয়ে পড়ল। এইখানে বাসনগুলো বোঁচকায় পুরে, চুবড়িটা মাটিতে ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাগান পার হয়ে পাঁচিলের কাছে গেল। পাঁচিল টপ্‌কে রাস্তায় পড়ল। তারপর নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা বাঘ চোখের পলক পড়তে না পড়তে শিকার ধরে নিয়ে যেমন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যায়, জাঁও ঠিক সেইরকম দক্ষতার সঙ্গে এবং ক্ষিপ্রগতিতে বাসনপত্রগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

রোজ সকালে বাগানে যেমন কিছুক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ান, পরদিন সকালেও বিশপ বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মাদাম মাগ্লোয়ার ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বিশপকে এসে বললেন—

কাঁটা-চামচ-প্লেটগুলোর চুব্‌ড়িটা কোথায় জানেন?—সেটা ত খুঁজে পাচ্ছিনে—

জাঁ বাসনপত্রগুলো নিয়ে চুব্‌ড়িটা বাগানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। সেটা সেইখানেই পড়েছিল। বিশপ চুব্‌ড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—

ঐ তো চুব্‌ড়ি ওখানে পড়ে রয়েছে।

মাদাম মাগ্লোয়ার খালি চুব্ড়ি পড়ে আছে দেখে, আরও ব্যস্ত হয়ে বললেন—

চুব্ড়ি তো খালি। ওর ভিতরের রূপোর জিনিসপত্তর কোথায় গেল?

তাই বল, রূপোর বাসনগুলো কোথায় সেই খোঁজ করছ—তা' তো আমি বলতে পারলাম না।

মাদাম মাগ্লোয়ার ব'লে উঠলেন—

এ কালকের সেই লোকটার কাণ্ড। সমস্ত চুরি ক'রে পালিয়ে গেছে। ব'লে, তিনি বিরক্তিতে গজ্গজ্ করতে করতে চলে গেলেন। বিশপ তখন হেঁট হয়ে বসে দেখছেন, চুবড়িটার চাপে একটা ফুলের গাছ নুয়ে পড়েছে। সেইখানটার মাটিতে পায়ের দাগ রয়েছে। সেই পায়ের দাগ বাগানের পাঁচিল পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

টেবিলে খেতে বসে বিশপ বললেন—

রূপোর ঐ জিনিসগুলো লোভীর মত অধিকার ক'রে বসে থাকা আমার অন্যায় হয়েছিল। ওগুলো দরিদ্রের প্রাপ্য—আমার নয়। ভালই হ'লো, এখন থেকে আমরা কাঠের কাঁটাচামচ ব্যবহার করব।

বিশপের এই মন্তব্যে মাদ্মোয়াজেল বাপ্তিস্তিন কিছু আর বললেন না। কিন্তু মাদাম মাগ্লোয়ার রাগে বিরক্তিতে মনে মনে জ্বলছিলেন। শ্লেষ ক'রে শুধু বললেন—

তারই বা দরকার কি! দুধের মধ্যে তো রুটি ভিজিয়ে খাওয়া—তা' কাঁটারই বা কি দরকার, চামচ দিয়েই বা কি হবে!

ঠিক এই সময় বাইরের দরজায় ঘা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। বিশপ তাঁর অভ্যাস মত বললেন, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

দুইজন পুলিসের লোক দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। তারা জাঁ ভাল্‌জাঁকে পথ থেকে পাকড়াও ক'রে এনেছে।

বিশপ জাঁকে দেখেই, তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন—

এই যে, তুমি! বেশ, বেশ, এসেছ দেখে ভারী খুশী হলাম। এই বাতিদান দু'টোও তো তোমাকে দিয়েছি, ও দু'টোও রূপোর, ওতেও দু'শ ফ্রাঁ পেতে পারবে, প্লেট চামচের সঙ্গে বাতিদান দু'টো নিয়ে যাওনি কেন?

বিশপের এই কথায়, জাঁ একবার তাঁর মুখের দিকে তাকাল। সে মুখ শান্ত উদার। করুণা ভিন্ন বিদ্বেষ-বিরক্তির লেশমাত্র তাতে নেই। জাঁর মনে যে তখন কি হচ্ছিল ভাষা দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। এমন অভিজ্ঞতা জীবনে তার কখনও হয়নি।

পুলিসের লোক, যারা জাঁকে ধরে এনেছিল, তারা বিশপের কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দৌড়ে পালাতে দেখে জাঁকে তারা পাকড়াও করে। তার কাছে, বিশপের নাম লেখা কাঁটাচামচ পেয়ে, শেষে বিশপের কাছে ধরে এনেছে। জাঁ অবশ্য কৈফিয়ত স্বরূপ বলেছিল ওগুলো সে চুরি ক'রে আনেনি। যে সদাশয় পাদরী তাকে রাত্রে আহার ও আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি ওগুলো তাকে দিয়ে দিয়েছেন। পুলিসের লোকেরা সে-কথা বিশ্বাস

করেনি। এখন বিশপের কথা শুনে, তারা অপ্রস্তুত হয়ে বলল—

তাহলে, একে আমরা ছেড়ে দিতে পারি ?

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তাহলে আপনারা এখন যেতে পারেন।

পুলিসের লোকেরা বিশপকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে চলে গেল।

মাদ্‌মোয়াজেল বাপ্তিস্তিন ও মাদাম মাগ্লোয়ার দু'জনেই নির্বাক। তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলেই চুপ, কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে প্রথমে কথা বললেন বিশপ—জাঁ ভাল্‌জাঁকে সম্বোধন ক'রে—

বন্ধু, এবার কিন্তু বাতিদান দু'টো নিয়ে যেতে ভুলে যেও না। আর দেখ, এর পর যখনই তুমি আসবে, এই সদর দরজা দিয়েই এসো, এ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে না, ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

তারপর, তার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—

ভাই জাঁ ভাল্‌জাঁ, ভুলে যেও না, এগুলো বিক্রি ক'রে যে টাকা পাবে, তাই দিয়ে এখন থেকে তুমি ভাল হয়ে চলবে। আমাকে কথা দিয়েছ, মনে থাকে যেন! জাঁ বিশপকে এমন কোন কথা দিয়েছে ব'লে মনে করতে পারল না—সে সেই ভাবেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বিশপ আবার তাকে বললেন—

আজ, এই মুহূর্ত থেকে তুমি আর অ. দিকে মুখ তুলে
তোমার আত্মাকে আমি আজ কিনে নিলাম। নি.
ভগবানে সমর্পণ করলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি অন্ধ হয়ে যান্। দিয়ে
সেজন্য তাঁর কোন দুঃখবোধ হয়নি। বোন মাদ্‌মোয়া
বাপ্তিস্তিন একান্তভাবে তাঁর সেবা করতে থাকেন।

॥ ছয় ॥

জাঁ ভাল্‌জাঁ মন্ত্রমুগ্ধের মত বাতিদান দু'টো হাতে নিয়ে চলতে
আরম্ভ করল। তার মনের মধ্যে আজীবনের চিন্তাধারায়
ভয়ানক ওলটপালট আরম্ভ হয়ে গেল। মানুষের কাছ থেকে
নির্যাতন পেয়ে পেয়ে, তার মনে মানুষ মাত্রের উপরই স্তূপাকার
বিদ্বেষ জমা হয়েছিল। গ্যালিতে কয়েদী থাকবার সময় কেবলই
ভেবেছে, মুক্তি পেলে সে তাদের এই অত্যাচারের প্রতিশোধ
নেবে। সঙ্গী কয়েদীদের সঙ্গে মিশে সে তাদের দুষ্ট কলাকৌশল
ভালভাবেই আয়ত্ত করে নিয়েছে। লেখাপড়া যা শিখেছে তাও
সদ্ভাবে জীবন যাপন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়—মানুষের উপর
তার বিদ্বেষবুদ্ধি আরও দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পাররে ব'লে।
কিন্তু এক রাত্রের ঘটনায় তার সমস্ত সঙ্কল্প ভেঙ্গেচুরে গেল—বিশপ
মিরিয়েলের আদর্শে নতুন ধারায় তার জীবন গড়া আরম্ভ হ'লো।

করেনি। এখন বিশজ্ঁা খোলা মাঠ পার হয়ে গ্রামের দিকে চলল।
বলল— ্র অন্যমনস্কভাবে এখানে সেখানে পায়চারি করল,
তাহলে, সন্ধ্যের দিকে একটা ঝোপের ধারে পাথরের উপর ব'সে
হ্যাঁ—র্‌-পাতাল ভাবতে লাগল। সকাল থেকে খাওয়া হয়নি,
পারেন। খা মনেই আসেনি।

যেখানটায় বসে বসে সে ভাবছিল, সেইদিক দিয়ে একটা ছোট ছেলে, বছর বারো বয়স হবে, মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে চলেছিল। আর সে তার হাতের পয়সাগুলো দিয়ে গানের তালে তালে লোফালুফি খেলছিল। পয়সাগুলো একবার উপর-মুখো ছুঁড়ে দিচ্ছিল, আবার বেশ কায়দা ক'রে সেগুলো পড়বার আগেই লুফে ধরে ফেলছিল।

জ্ঁা ভালজ্ঁার কাছাকাছি এসে ঐরকম ক'রে পয়সাগুলো যেমন ছুঁড়ে দিয়েছে, অমনি একটা চল্লিশ সো হাত ফস্‌কে মাটিতে পড়ে গেল। প'ড়ে, গড়াতে গড়াতে জ্ঁার পায়ের কাছে এল। জ্ঁা তার ভারী জুতো সমেত একটা পা সেই চল্লিশ সো-টার উপর চাপিয়ে দিল। এ ব্যাপারটা জ্ঁা ঠিক ইচ্ছে ক'রে করেনি, কেমন ক'রে যেন হয়ে গেল। কাজেই সে এর কিছুই জানল না। জানল সেই ছেলেটি—কেননা ওটা কোথায় পড়ল, কোন্ দিকে গেল, সে তা লক্ষ্য রাখছিল।

ছেলেটি জ্ঁার কাছে এগিয়ে এসে ছেলেমানুষী আব্দারের সুরে বলল—

দিন না, মশায়, আমার চল্লিশ সো-টা।

জ্যাঁর মন ছিল অন্যদিকে, সে ছেলেটির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—

কে—রে ?

আমি পেতি (অর্থাৎ ছোট) জের্‌ভে, চল্লিশ সো-টা দিয়ে দিন ?

জ্যাঁ হাঁ-না কোন জবাব দেয় না দেখে, জের্‌ভে রেগে জ্যাঁর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল—

বেশ ত! দিন না আমার চল্লিশ সো-টা ? কই পা-টা তুলুন ! তুল্‌ছেন না কেন ! আমার চল্লিশ সো—আমার রূপোর চক্‌চকে চল্লিশ সো—

জ্যাঁর এবার রাগ হয়ে গেল, কটমট ক'রে তাকিয়ে বলল,—

আচ্ছা ছোকরা তো ! পালা, পালা বলছি।—তার হাতের লাঠিখানা মারবার মত ক'রে উঁচিয়ে ধরল।

জ্যাঁর রকমসকম দেখে জের্‌ভের ভয় হ'লো। একে তো নির্জন জায়গা, অন্ধকার হয়ে এসেছে, তার উপর ঐ ষণ্ডামর্ক চেহারা আর ঐ লাঠি। সে আর টুঁ শব্দ না ক'রে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে গেল। জ্যাঁ চুপচাপ সেই ভাবেই বসে রইল।

এর পর যখন সে উঠে দাঁড়াল, পা তুলতেই চোখে পড়ল পেতি জের্‌ভের সেই চল্লিশ সো-টা। সেই মুহূর্তে কে যেন তার পিঠের উপর সজোরে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিল।

চল্লিশ সো-টা তুলে নিয়ে, জের্‌ভে যেদিকে দৌড়ে পালিয়েছে সেই দিকে সে দৌড়ল। কোথায় জের্‌ভে ! যতদূর দৃষ্টি চলে,

কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। জঁ৷ তখন "জেব্ভে, জেব্ভে, পেতি জেব্ভে" ব'লে কত ডাকল—কে সাড়া দেবে? জেব্ভে কি তখন আর তার'ধাবের কাছে আছে যে সাড়া দেবে!

একজন পাদবী পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, জঁ৷ তাঁকে জিজ্ঞেস কবল, "পেতি জেব্ভে ব'লে একটা ছোট ছেলেকে পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন?"

তিনি বললেন—"না।"

জঁ৷ পকেট থেকে পাঁচটা ফ্রঁ৷ বের ক'বে বলল—

দেখুন পাদরী মশায়, এই নিন, এটা গবীবকে দান কববেন। যে-ছেলেটির কথা জিজ্ঞেস কবছি, তার বয়স বছর দশেক হবে। বেশ ফুর্তিবাজ ছেলেটি, নাম বলল পেতি জেব্ভে, চেনেন কি?

পাদ্রী বল্লেন—"না।"

এই নিন আরও পাঁচ ফ্রঁ৷। দয়া ক'রে পেতি জেব্ভের যদি সন্ধান ক'রে দেন?

বল্তে বল্তে সে পাগলের মত চীৎকার করে উঠল, "শুনুন ধর্মাত্মা পাদরী মশায়, আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিন, আমি চোর, —বদমায়েস, ডাকাত!"

পাদবী ভাবলেন, ভাল এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে—গতিক ভাল নয় দেখে, ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি দৌড় দিলেন। জঁ৷ "পেতি জেব্ভে, পেতি জেব্ভে" ব'লে অনেকক্ষণ ধরে চীৎকার করল। শেষে সে কেঁদে ফেলল। চোদ্দ বছরের মধ্যে এ তার প্রথম চোখ দিয়ে জল পড়ল—সে শিশুর মত কাঁদতে

লাগল। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে মনটা খানিক হালকা হ'লে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল।

এই ঘটনার পর জাঁ ভালজাঁ কোথায় গেল—কেউ সে-খবর জানত না।

॥ সাত ॥

ফ্রান্সের আর একটি শহরের কথা। শহরের মেয়রের নাম মঁসিয়ে মাদলিন। প্রাচীন কাল থেকে এখানকার অধিবাসীরা এক রকম নকল জেট্ পাথরের নানা রকম অলঙ্কার তৈরি ক'রে থাকে। আসলে, জেট্ হচ্ছে এক রকম কালো রংএর দামী পাথর।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে একটি নতুন লোক এই শহরে আসে। লোকটির বেশভূষা কথাবার্তা সাধারণ মজুরের মত।

[illegible]রন্ধ্যের দিকে লোকটি পিঠে একটা বোঁচকা, আর হাতে এক-গ'[illegible]বাঁকাচোরা লাঠি নিয়ে শহরে ঢোকে, ঠিক সেই [illegible] তাঁর ব[illegible] এক অংশে আগুন লাগে। লোকটি নিজের জী[illegible] তা[illegible] নি[illegible] ক'রে আগুনের মধ্যে থেকে ছ'টি অল্পবয়স্ক বালককে সদাশয় করে। ছেলে ছ'টি এখানকার পুলিসের সর্বপ্রধান কর্ম-থেকে[illegible]। অগ্নিকাণ্ডের সোরগোল এবং তার মধ্যে থেকে দুইটি প্রাণরক্ষা হওয়া নিয়ে হর্ষধ্বনি অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা

প্রকাশের মাঝে, তার ছাড়পত্র পরীক্ষা করা কোন পুলিস কর্মচারীর খেয়াল হয়নি, বা কেউ তা প্রয়োজন মনে করেনি লোকটি এই শহরেই থেকে গেলেন এবং ভালোমানুষ ব'লে খ্যাতিও লাভ করলেন। সকলে তাকে ফাদার মাদ্‌লিন ব'লে ডাকত। ফাদার মাদ্‌লিনের বয়স পঞ্চাশের কাছে। সাদাসিধে ভাল মানুষ। তাঁর কাছে সাহায্য চাইলেই লোকে সাহায্য পায়। কিন্তু কারও সঙ্গে বড় একটা মেশেন না—যেন সব সময়ই কোন একটা চিন্তা নিয়ে আছেন।

এই ফাদার মাদ্‌লিনও এখানে এসে নকল জেট্‌ তৈরি আরম্ভ করলেন। তৈরি করার পদ্ধতি সামান্য রকম পরিবর্তন করাতে তাঁর জিনিস ভাল হ'লো, আবার তৈরি করবার খরচাও কম পড়ল। অল্পদিনেই তাঁর প্রচুর লাভ হ'লো। বছর দুই হতে-না-হতে, ফাদার মাদ্‌লিন নকল জেট্‌ তৈরির মস্ত কারখানা বসিয়ে ফেললেন। এই সময় থেকেই তিনি শহরের একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি।

কারখানায় যে-কেউ কাজ করতে চায়, তাকেই কাজ [illegible]ওয়া প। তারা অসুস্থ হ'লে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালও হ[illegible]ছে গতিক[illegible]রের রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের উন্নতির দিকেও তাঁর দৃষ্টি [illegible] "পে[illegible]সজন্যও মাদ্‌লিন অনেক টাকা খরচ করেন। তিনি মস্ত ধ[illegible] ক প্যারি শহরের ব্যাঙ্কে তাঁর জমা টাকার পরিমাণ সাড়ে ছয় লক্ষ[illegible] ব এত টাকার মালিক হয়েও, নিজে তিনি অত্যন্ত গরীবয়ানা[illegible] থাকেন, এবং একা একা থাকতেই ভালবাসেন। কত[illegible]

বাছা বাছা বইএর একটা লাইব্রেরী আছে, ...র জানাশুনো ...য়
পড়াশুনো নিয়ে কাটিয়ে দেন—শহরের আড্ডা[য়] সাহায্যও হয়তো
যান না। ক'রে দিল।

এ শহরে আসা থেকে তাঁর পাঁচ বছর কেটে গে[ছে।] কোলে
সময়ের মাঝে কেবল যে শহরেরই অনেক পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, তাঁর নিজের চালচলন, শিক্ষা ও রুচিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মজুর; এখন একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট নাগরিক। শহরের যাবতীয় লোকের কাছে তিনি ম'শিয়ে মাদ্‌লিন নামে সুপরিচিত। তাঁর নানাবিধ সৎকাজের জন্য ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা তাঁকে মেয়র পদে নিযুক্ত করেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে খবরের কাগজে সংবাদ পাওয়া গেল, বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যু হয়েছে। এই সংবাদে ম'সিয়ে মাদ্‌লিন শোকবস্ত্র ধারণ করেন। তাতে কারও কারও মনে হয়েছিল বিশপের সঙ্গে হয়তো ম'সিয়ে মাদ্‌লিনের কোন রক্তসম্বন্ধ আছে। কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন, পরলোকগত বিশপের সঙ্গে তাঁর রক্তসম্বন্ধ নেই। এক সময় তিনি তাঁর ভৃত্য মাত্র ছিলেন।

যা'ই হোক, ম'সিয়ে মাদ্‌লিন কে, কোথায় তাঁর দেশ, কি তাঁর বংশপরিচয়, তা' কেউ বলতে পারে না। সাধারণ লোকের তা' নিয়ে মাথাঘামাবার কথাও নয়। তারা জানে, তিনি অতিশয় সদাশয় লোক, আপদে-বিপদে সমস্ত রকম সাহায্যই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়। আর জানে তাঁর গায়ে আছে অসাধারণ

...ই সে-শক্তির ব্যবহারও তিনি ক'রে থাকেন।
...া ঘোড়া পড়ে গেছে, তিনি ধরে উঠিয়ে দিলেন; ... কাদায় আটকে গিয়েছে, তিনি সেটা টেনে তুলে ... নানা রকম হাতের কাজও তিনি জানেন। লতাপাতা দিয়ে খেলনা তৈরি ক'রে ছোট ছেলেমেয়েদের উপহার দেন। এছাড়া ছিল তাঁর বন্দুক-চালানর হাত—একেবারে অব্যর্থ। তাই ব'লে কোন নিরীহ জন্তুর উপরে এ বিদ্যার প্রয়োগ তিনি করতেন না।

এত অর্থবিত্ত ও সুনাম থাকা সত্ত্বেও তিনি সুখী ছিলেন ব'লে মনে হ'তো না। উৎসব-আনন্দের ক্ষেত্রে তাঁকে কখনই দেখা যেত না। যেখানে কারও দুঃখকষ্ট, সেখানেই তিনি উপস্থিত। লোকের যে সাহায্য করতেন, তাও যতদূর সম্ভব গোপনে।

ম'সিয়ে মাদলিন সত্যিই এক অদ্ভুত মানুষ!

॥ আট ॥

শহরে দু'একটি লোক ছিল, যারা মাদ্‌লিনের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে খুব সুনজরে দেখত না। এমনি একজন হচ্ছে—পুলিস ইন্‌সপেক্টর জাভের। জাভের যে-সময়ে এ শহরে পুলিসের ইন্‌সপেক্টর হয়ে আসে, তার অনেক আগেই, সামান্য মজুর ফাদার মাদ্‌লিন সম্ভ্রান্ত, ধনী ম'শিয়ে মাদ্‌লিন হয়ে উঠেছিলেন।

বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে যে সম্মান দেওয়ার কার জানাশুনো [illegible] তাঁকে সে-সম্মান দিতে পারে না। কেন, তা সাহায্যও হয়তো পারে না—ভিতর থেকে তার মন যেন বিরূপ হয়ে ফ ক'রে দিল।

জাভের পুলিসের কর্মচারী হিসেবে অত্যন্ত কর্তব্য ক কোলে তার কর্তব্যবোধের কাছে দয়ামায়ার স্থান নেই। চোখে-মুখে সব সময়ই ভ্রূকুটি—একেবারে বুলডগ্-মার্কা মানুষ। কোমল বৃত্তির চর্চা সে কোন দিনই করেনি। আমোদ-আহ্লাদ-ফুর্তি ব'লে কোন জিনিস তার নেই—সে বোঝে আইন শৃঙ্খলা ন্যায় কর্তব্য —সেখানে সে কঠোর নিষ্করুণ পাথরের মানুষ।

এই জাভের প্রথম থেকেই মঁসিয়ে মাদ্‌লিনকে এড়িয়ে চলে —আর ভাবে, কে এই লোকটি?—কোথায় একে দেখেছি? ওকে যা দেখছি আসলে ও তা' নয়—কোথায় কি যেন একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। কিন্তু হাজার মাথাকুটে কিছুতেই পরিষ্কার কিছু মনে করতে পারে না।

নয়

মঁসিয়ে মাদ্‌লিন যে শহরে আছেন, সেই শহরের কাছাকাছি এক গ্রামে ফাঁতিনের জন্ম। পরে সে প্যারি শহরে যায়। সেখানে কারখানায় খেটে নিজের জীবিকা অর্জন করত। কিছুদিন পরে থোলোমিয়ে নামে বড় ঘরের এক ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়।

প্রকাশের স ... া ঘেহ্ন্দরী ছিল। যে-সময়ের কথা, সে-সময়
চারীর ... কাদ' বড় ঘরের ছেলে ছিল, এরা হৈ-হৈ, আমোদ-
লে' ... নানা-ভা ভোজ এবং মদ নিয়ে থাকত। বড় লোকের
দিয়ে ... টাকার তো অভাব ছিল না! থোলোমিয়ে যে-ঘরের
ছেলে, ফাঁতিনের রূপ গুণ যতই থাক, তার মত একটা সাধারণ
মজুর মেয়েকে বিয়ে করতে তার অভিভাবকরা কিছুতেই মত
দেবে না। তাই এদের বিয়ে হ'ল গোপনে। থোলোমিয়ের দলে
আরও কয়েকটি এই ধরনের ছেলে ছিল। একদিন এদের একটা
নতুন রকম মজার ব্যাপার করবার খেয়াল হ'ল। সকলে মিলে
একটা সরাইএ খুব ভোজ খেয়ে, সকলে মিলেই একখানা চিঠি
লিখে রেখে, যে যার খুশিমত সরে পড়ল।—

চিঠিখানায় লেখা ছিল—"অনেক দিন বেশ আমোদআহ্লাদে
কেটেছে, এইবার মা-বাপের কাছে চললাম। মা-বাপ কি বস্তু
জানো তো! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে সুবোধ বালকের মত শান্ত-
শিষ্ট হয়ে থাকতে চললাম। সরাইখানার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে
গেলাম।"

থোলোমিয়ে চলে গেল। ফাঁতিন তার কোলের ছোট মেয়ে
কোসেতকে নিয়ে বিষম বিপদে পড়ল। আগে কারখানায়
কাজকর্ম করত, একরকম চলে যেত। থোলোমিয়ের অর্থে কিছু
দিন আরামে থেকে যেমন খাটবার অভ্যাস চলে গিয়েছিল, তেমনি
কোসেত হ'ল আর এক সমস্যা। সে ছোট, তাকে কার কাছে
রেখে সে কাজে যায়। ভেবে চিন্তে শেষে সে স্থির করল যে

নিজের গ্রামেই ফিরে যাবে। সেখানে আগেকার জানাশুনো লোক হয়তো কাউকে পাবে। তারা তাকে কিছু সাহায্যও হয়তো করবে। এই ভেবে আসবাবপত্র যা' ছিল বিক্রি ক'রে দিল। যার যা' দেনা ছিল মিটিয়ে, তিন বছরের মেয়ে কোসেতকে কোলে নিয়ে প্যারি শহর ছেড়ে দেশমুখো রওনা হ'ল। তখন বয়স তার সবে বাইশ বছর। হাতে তার সম্বল মাত্র আশি ফ্রাঁ।

পথে, মঁফের্‌মেই গ্রামে ছোট এক সরাইখানায় এক রাত্রি সে বিশ্রাম করে। এই সরাইএর মালিকের নাম থেনারদিয়ে। থেনারদিয়ে এবং তার গিন্নী অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির লোক। তারা করতে না পারে এমন অপকর্ম নেই। কিন্তু, মুখে খুব ভালমানুষ এবং তাদের কথা বেশ মিষ্ট। থেনারদিয়েদের কৃত্রিম সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে, এবং কোসেতের একটা ব্যবস্থা হ'লে কাজকর্ম জোটাবার সুবিধে হবে ভেবে, ফাঁতিন কোসেতের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এদের হাতে দিয়ে যায়। কোসেতের জন্য মাসে মাসে নিয়মমত সে সাত ফ্রাঁ ক'রে খরচ পাঠাবে ঠিক হ'ল। এই সাত ফ্রাঁ হিসাবে, ছ'মাসের টাকা থেনারদিয়ে আগাম দিতে হবে ব'লে দাবি করল।—ফাঁতিন রাজী হ'ল। আর তখনই কোসেতের জন্য এটাওটা কিনতে আরও পনের ফ্রাঁ চাইল। ফাঁতিন এতেও রাজী হ'ল। সে ভাবলে, কোসেতের একটা ব্যবস্থা হ'লে সে যে-কোন একটা কাজকর্ম জোগাড় ক'রে নিতে পারবে।

মোট আশি ফ্রাঁ তার হাতে ছিল। তা থেকে কোসেতের খরচ বাবদ থেনারদিয়ের দাবি মিটিয়ে দিয়ে, ফাঁতিন কখনও পায়ে

পেটে, কখনও কিছু পথ গাড়িতে ক'রে নিজের গ্রামে আসবে ব'লে রওনা হ'ল। কোসেতকে ছেড়ে আসতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল, চোখের জল বাধা মানছিল না, কিন্তু উপায় কি! তার আশা— কাজ জোটাতে পারলেই হাতে কিছু টাকা জমবে, আর মাঝে মাঝে সে কোসেতকে এসে দেখে যাবে।

ফাঁতিন এসেই মেয়র মাদ্‌লিনের কারখানায় কাজ পেয়ে গেল। কিন্তু মায়ের মন! কোসেতের কথা ভেবে কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ওদিকে থেনারদিয়ের হাতে প'ড়ে কোসেতের দুর্গতির আর অবধি নেই। তার জামা-কাপড় সব ছিঁড়ে গেল—শেষে ময়লা, ছেঁড়া ফেলেদেওয়া ন্যাক্‌ড়া পরে থাকে। খেতে যা' পায় তা' ঘরের বেড়াল কুকুরের চেয়েও খারাপ। অথচ রাতদিন খাটুনির অন্ত নেই। তার উপর একটু থেকে একটু হ'লেই, কর্তাগিন্নীতে মিলে বেদম মা'র। কোসেত কেমন আছে জানবার জন্য ফাঁতিন যখনই চিঠি লেখে, থেনারদিয়ে জবাব দেয়, 'খুব ভাল আছে।' এই ভাবে কোসেতের বয়স বাড়তে লাগল, আর সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তার নির্যাতন।

থেনারদিয়ের একমাত্র মতলব, কি ক'রে ফাঁতিনের কাছ থেকে এটাওটা ব'লে আরও বেশী টাকা আদায় করবে। একবার চিঠি লিখে জানাল, কোসেত এখন বড় হয়েছে, এখন থেকে যদি পনেরো ফ্রাঁ ক'রে না দাও, তাহলে কোসেতকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব। ফাঁতিন ভয়ে ভয়ে পনেরো ফ্রাঁ ক'রেই পাঠাতে

লাগল। ফলে, কারখানায় কাজ ক'রে সে যা উপার্জন করে, প্রায় সমস্তই কোসেতের জন্য থেনারদিয়েকে পাঠাতে হয়। এদিকে কোসেতের বয়স বছর পাঁচেক হতেই তাকে দিয়ে তারা সরাই-খানার চাকরাণীর খাটুনি খাটিয়ে নিতে লাগল। কোসেতের কথা ভেবে কাজের সময় কতই না সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, অথচ তার কোসেতের এই অবস্থা!

সকল দেশে এবং সকল সমাজে একদল লোক থাকে যারা অন্যের ক্ষতি করতে পারলেই খুশী—তাতে তাদের নিজেদের কিছু লাভ হোক আর নাই হোক। মেয়রের কারখানায়ও এরকম লোকের অভাব ছিল না। তারা ফাঁতিনের নামে নানারকমের কথা কারখানার সুপারিনটেন্ডেণ্টের কাছে লাগাতে লাগল। ফাঁতিনের উপর এদের এরকম আক্রোশের প্রধান কারণ, সে খুব সুন্দরী। এই ঈর্ষাতেই তারা তার ক্ষতি করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। শেষে কারখানার সুপারিনটেন্ডেণ্ট তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। এ সমস্ত ব্যাপারের কোন কথাই মেয়র নিজে জানতেন না, যদিও তাঁরই নামে ফাঁতিনকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হ'ল।

এই ভাবে হঠাৎ চাকরি যাওয়াতে ফাঁতিন মহাবিপদে পড়ল। তার উপর কয়েকদিন হ'ল থেনারদিয়ের কাছ থেকে সে চিঠি পেয়েছে, এখন থেকে কোসেতের জন্য আরও বেশী দিতে হবে। বিনা অপরাধে, আর এই বিপদের সময় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ায়, সমস্ত রাগ তার গিয়ে পড়ল মেয়রের উপর।

॥ দশ ॥

মঁসিয়ে মাদ্‌লিন এসে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে নকল জেট্ তৈরি আরম্ভ করার অনেক আগে থেকেই আরও অনেকের মত ফশেল্-ভঁ্যারও একটা ছোটখাটো কারখানা ছিল। সে সেই সাবেকী পদ্ধতিতেই নকল জেট্ তৈরি করত। মঁসিয়ে মাদ্‌লিনের কারখানা বড় হয়ে ওঠাতে ক্রমে ফশেল্‌ভঁ্যার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। বেচারা ফশেল্‌ভঁ্যা জেটের কারখানা তুলে দিয়ে, গাড়ী চালাতে লাগল। এই থেকে মঁসিয়ে মাদ্‌লিনের উপর সে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট।

একদিন এই ফশেল্‌ভঁ্যার বোঝাই সমেত গাড়ী কি ক'রে হঠাৎ উল্টে গেল আর তার ঘোড়া চিতপাত হয়ে পড়ে গেল।— ফশেল্‌ভঁ্যা সেই বোঝাই গাড়ীর চাকার তলায় চাপা পড়ল। দেখতে দেখতে রাস্তায় ভীড় জমে গেল। সকলে মিলে টানাটানি ক'রে অতি কষ্টে ঘোড়াটাকে সরিয়ে দিল, কিন্তু ফশেল্‌ভঁ্যাকে টেনে বের করা অসম্ভব হ'ল, কারণ গাড়ী উঁচু ক'রে তুলে ধরা তো আর সোজা কথা নয়।

এই দুর্ঘটনার সময় ইনস্‌পেক্টর জাভের উপস্থিত ছিল। সে একটা লোহার ডাণ্ডা গোছের কিছু আনবার জন্য কামারবাড়ীতে লোক পাঠাল। একটা ডাণ্ডা হ'লে সেটা গাড়ীর নীচে দিয়ে

ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে গাড়ীখানা উঁচু করা যেতে পারবে হয়তো। বৃদ্ধ ফশেল্‌ভ্যাঁর অবস্থা কিন্তু এদিকে সঙ্গীন। কাদার মধ্যে গাড়ী ক্রমেই তার উপর চেপে বসতে লাগল। ডাণ্ডা এসে পৌঁছানর আগেই হয়তো সে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে। মঁসিয়ে মাদ্‌লিন ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভীড় দেখে নিকটে এগিয়ে এলেন। প্রশ্ন ক'রে জানলেন, কামারের দোকানে ডাণ্ডা আনতে লোক গেছে।—ডাণ্ডা এসে পৌঁছতে কমপক্ষে মিনিট পনের সময় লাগবে। মঁসিয়ে মাদ্‌লিন বললেন,—

"অত সময় অপেক্ষা করা যায় না, লোকটা যে ভারের চোটে কাদায় বসে যাচ্ছে!"

তারপর জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন—

"এখানে এমন দয়ালু এবং বলিষ্ঠ কেউ কি আছে, যে গাড়ীর নীচে দিয়ে গলে গিয়ে, পিঠ লাগিয়ে গাড়ীখানাকে উঁচু করতে পারে?"

কেউই সাড়া দেয় না। মাদ্‌লিন বললেন—"যে পারবে তাকে পাঁচ মোহর বকশিশ দেব।"

সকলেই চুপ। একজন লোক শুধু জবাব করল, "দয়ালু অনেকেই আছে, কিন্তু এরকম শক্তিশালী লোক পাওয়া যাবে কোথায়?

মাদ্‌লিন চেয়ে দেখেন, যে জবাব দিল সে হচ্ছে জাভের।

জাভের বলল, "একজন মাত্র লোকের কথা জানি যে একাজ করতে পারে—সে ছিল তুলোঁর এক কয়েদী।"

মাদ্‌লিন নির্বিকারভাবে বললেন—"হুঁ।"

ফশেলভ্যাঁর এদিকে প্রাণ যায়, কোনও রকমে চিঁ চিঁ ক'রে বলল, "হাড়-পাঁজর ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে গেল—বাঁচাও—শীগ্‌গির আমাকে বের ক'রে নাও—"

মাদ্‌লিন একবার জাভেরের দিকে তাকালেন, তারপর গাড়ীর নীচে ঢুকে গেলেন। প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে, মাটিতে তাঁর চার হাত-পা লাগিয়ে পিঠ দিয়ে চাড়া দিলেন। একটা ঝাঁকানি —তারপর আর একটা ঝাঁকানি দিতে, তাঁর পিঠ ইস্পাতের ধনুকের মত বেঁকে উঠ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী উঁচু হয়ে উঠল।

আনন্দ-কোলাহলের মাঝে সে-যাত্রা ফশেল্‌ভ্যাঁর জীবন রক্ষা হ'ল। জাভের কিন্তু গম্ভীর হয়ে রইল—তার দৃঢ় বিশ্বাস, মঁসিয়ে মাদ্‌লিন নিশ্চয়ই সেই জঁা ভালজঁা।

ফশেল্‌ভ্যাঁ প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু তার পা চিরকালের মত আড়ষ্ট হয়ে গেল, খেটে খাবার শক্তি রইল না। মাদ্‌লিনের হাসপাতালে অনেকদিন তার চিকিৎসা হ'ল, শেষে এক সন্ন্যাসিনী-দের মঠে তিনি তাকে মালীর কাজ জোগাড় ক'রে দেন।

॥ এগার ॥

যে-মাসে ফাঁতিন থেনারদিয়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে যে, তাকে কোসেতের জন্য বেশী ক'রে টাকা দিতে হবে, সেই মাসেই ম'সিয়ে মাদ্‌লিনের কারখানা থেকে তার চাকরি গেছে। এখন সে নিজের খরচই বা চালায় কি ক'রে, আর কোসেতের খরচই বা দেয় কোথা থেকে! একটু-আধটু শেলাইএর কাজ সে জানত। একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে সৈন্যদের জন্য সে শার্ট সেলাই করতে লাগল। তাতে দিনে তার আয় মাত্র বার সো। থেনার-দিয়েকে দিতে হবে মাসে অন্ততঃ পনের ফ্রাঁ। কাজেই কোসেতের জন্য নিয়মিত টাকা পাঠান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এর মাঝে আবার থেনারদিয়ে চিঠি লিখেছে কোসেতের জন্য একটা গরম জামা চাই। বেশ শীত পড়েছে। ফাঁতিনের নিজের জন্যও গরম পোশাক দরকার। নিজের না হয় কষ্ট ক'রে চলবে, কোসেত ছেলেমানুষ, তার তো কিছু একটা না হ'লে নয়। উপায়ান্তর না দেখে, সে এক নাপিতের দোকানে গেল, মাথার চুলগুলো বিক্রি করতে। তার চুলগুলো ছিল সোনালি রঙের সুন্দর রেশমের মত, আর কোমর পর্যন্ত লম্বা। এত চমৎকার চুল বড় একটা দেখা যায় না। পরচুল তৈরির জন্য এরকম চুল বেশ দামে বিক্রি হয়।

ফাঁতিন চুল বিক্রি ক'রে দশ ফ্রাঁ পেল। তাই দিয়ে সে কোসেতের জন্য পশমের একটা পেটিকোট কিনে পাঠিয়ে দিল। থেনারদিয়ে পেটিকোট পেয়ে রেগে আগুন। সে চায় টাকা। গরম পোশাকের নাম ক'রে টাকা চেয়েছে, টাকা পাঠিয়ে দিলে, টাকাটা আত্মসাৎ করবে। পেটিকোট দিয়ে সে কি করবে! শেষ পর্যন্ত পেটিকোটটা সে তার বড় মেয়েকে পরতে দিল—কোসেতের গায়ে যে ছেঁড়া ন্যাক্ড়া, সেই ছেঁড়া ন্যাকড়া। ফাঁতিন এদিকে ভাবছে, কোসেত গরম জামা প'রে আরামে আছে, আমার না হয় একটু কষ্টই হ'ল।

চুল ছোট ক'রে ফেলাতে, ফাতিনের আর এক নতুন বিপদ হ'ল। রাস্তার লোক তার ন্যাড়া মাথা দেখলেই টিট্কারি দেয়, ঠাট্টা তামাসা করে—তার নিজের মনেও যে অমন সুন্দর চুলের জন্য দুঃখ ছিল না তা নয়। তার উপর আবার লোকের ঠাট্টা। মাথায় একটা গোল টুপি প'রে সে তার ছোট চুলগুলো ঢাকতে চেষ্টা করল। তাতেও কিন্তু সে ঠাট্টার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না।

আবার থেনারদিয়ের কাছ থেকে চিঠি এল। এবার সে লিখেছে, "কোসেতের অসুখ, ডাক্তার এবং তার ওষুধ-পথ্যের জন্য টাকা চাই, শীগ্‌গির চল্লিশ ফ্রাঁ না পাঠালে, ওষুধ-পথ্যের অভাবে সে নিশ্চয়ই মারা যাবে।"

ফাঁতিনের এমন কিছুই নেই, যা বিক্রি ক'রে আরও টাকা পাঠাতে পারে। এবার সে তার মুক্তোর মত সুন্দর উপরের

পাটির ও নীচের পাটির দাঁতগুলো .মুঠো বরফ আমার গলার
বাঁধাতে চায়, দাঁতের ডাক্তার তাদের জ.এরকম করাটা কি ওঁর
তৈরি করবে। বৃদ্ধ এক দাঁতের ডাক্তার ট্টু ভাল নয়। তাই
নিয়ে চল্লিশ ফ্রাঁ দাম দিল। .নায় ছেড়ে দিন।

কাঁচা দাঁত তুলে নেওয়ায় যন্ত্রণায় অস্থির হ. আর দেখুন, এল। তুলে-নেওয়া দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত প'ড়েতার জন্য যেতে লাগল। সমস্তক্ষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে তার রাত্রি কাটল।

সে সুন্দরী ছিল। আর তার সুন্দর চুল, সুন্দর দাঁতের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আয়নায় সে একবার মুখ দেখল। নিজেই নিজের মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল, আয়নাখানা সে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাদ্‌লিনের কারখানা থেকে কাজ না গেলে তার এ দুর্গতি হ'ত না—কষ্টেসৃষ্টে নিজের খরচ এবং কোসেতের খরচ চলে যেত। কাজেই তার যত বিদ্বেষ জমা হয়ে উঠল ম'সিয়ে মাদ্‌লিনের উপর। যদিও মাদ্‌লিন এর কিছুই জানতেন না।

এক ধরনের ফুর্তিবাজ বাবুলোক আছে, তারা বিনা কারণে মানুষকে জ্বালাতন ক'রে ফুর্তিলাভ করে। এই রকমের একটি বাবুলোক, ফাঁতিনকে দেখলেই তার ন্যাড়া মাথা এবং ফোক্‌লা দাঁতের জন্য বিশ্রী রসিকতা করত। শীতকাল, বরফ পড়ছে, ফাঁতিন কাজের চেষ্টায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। বাবুটি পিছন থেকে এসে এক মুঠো বরফ তার গলার কাছ দিয়ে জামার ভিতর ফেলে দিয়েই খুব যেন একটা রসিকতা হ'ল এই ভাবে দাঁত বের ক'রে

ফাঁতিন চুল বিক্রি ক'রল। তার নিজের গায়ে বেশ ভাল কোসেতের জন্য পশমেফাঁতিনের গায়ে গরম জামা বলতে কিছুই থেনারদিয়ে পেটি

গরম পোশাকোতের সময় জামার ভিতর দিয়ে বরফ ঢুকিয়ে দিলে, টাকাটাকে সে আর সামলে রাখতে পারল না। ক্ষেপে করবে! কটার মাথার টুপিটা টেনে রাস্তায় ফেলে পা দিয়ে সে ভিাতে লাগল। দেখতে দেখতে রাস্তায় লোক জমে গেল। এই ব্যাপার যখন চলছে, জাভের ভীড় হটিয়ে দিয়ে ফাঁতিনকে পাকড়াও ক'রে থানায় নিয়ে গেল। কি জন্য যে ফাঁতিন ঐ বাবু লোকটিকে আক্রমণ ক'রে তার টুপি কেড়ে নিয়েছে, জাভের সে-সব কিছুই দেখেনি। কাজেই ঘটনার শেষের দিকটা মাত্র দেখে সে ফাঁতিনকেই অপরাধিনী সাব্যস্ত করল।

ফাঁতিনকে সে থানায় নিয়ে গেল। ইনস্‌পেক্টর জাভের তার বিচার ক'রে হুকুম দিল, ছয় মাস জেল। থানায় ধ'রে আনাতেই সে ভয় পেয়েছিল। ছয় মাসের জেল হ'ল শুনে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। সে জেলে গেলে, কোসেতের উপায় কি হবে!

সে আর দাঁড়াতে না পেরে মেঝেয় বসে পড়ল, তারপর জাভেরকে অনুনয়-বিনয় ক'রে বলতে লাগল—

ম'সিয়ে জাভের, এইবারটি আমাকে মাপ করুন। ঐ ভদ্র-লোকটি আমাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলেই নানা রকম যা' তা' কথা বলেন, আমি চুপ ক'রে চলে যাই। আজ আস্তে আস্তে

আমার পিছন দিক থেকে এসে এক মুঠো বরফ আমার গলার কাছ দিয়ে জামার ভিতর ফেলে দিলেন। এরকম করাটা কি ওঁর উচিত হয়েছে? আমার শরীর মন কিছুই ভাল নয়। তাই হঠাৎ রাগ হয়ে গিয়েছিল। এই বারটা আমায় ছেড়ে দিন। আমি না হয় ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চাইব। আর দেখুন, কোসেতের উপায় কি হবে—আমার মেয়ে কোসেত। তার জন্য থেনারদিয়েকে এখনও একশ ফ্রাঁ দিতে হবে। আমার দুরবস্থার কথা শুনলেন তো? আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দিন—

মানুষের দুঃখকষ্টে জাভেরের কিছু আসে যায় না, সে জানে গভর্ণমেণ্ট, তার আইন আর ন্যায়বিচার। বলল—

তোমার যা বলবার তা তো বলেছ, আমিও শুনলাম, ব্যাস্। এইবার জেলে যাও। স্বয়ং ভগবান এলেও এর নড়চড় হবে না।

ফাঁতিন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল—হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—মঁসিয়ে জাভের, দয়া করুন, দয়া করুন—কোসেত, আমার কোসেত—থেনারদিয়ে টাকা না পেলে সে তাকে রাস্তায় বের ক'রে দেবে—।"

এই সময় ঘরের দরজা খুলে, আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন মেয়র মাদ্‌লিন। তিনি জাভেরকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—"একটু অপেক্ষা করুন। বলছি কি, একে ছেড়ে দিন।"

জাভের মেয়রকে মোটেই পছন্দ করত না। কিন্তু, তা হ'লেও আইনতঃ তিনি উপরওয়ালা, স্বয়ং রাজা তাঁকে শহরের মেয়র করেছেন, কাজেই যতটুকু সম্ভ্রম না দেখালে নয়, কোনও

রকমে ততটুকু সম্মান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আজ্ঞে, মেয়র মহাশয়, কি আদেশ করছেন—?"

জাভের ম"সিয়ে মাদ্লিনকে 'মেয়র' ব'লে সম্বোধন করাতে, ফ"াতিন একেবারে জ্বলে উঠল—ইনিই সেই মেয়র,—আমার সমস্ত দুর্গতির মূল!

সে রাগে ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়রের গায়ে থুঃ থুঃ ক'রে থুতু দিতে লাগল। মাদ্লিন প্রশান্ত মনে থুতু মুছে ফেলে বললেন—

"ইনস্পেক্টর জাভের, মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।"

একটা সাধারণ স্ত্রীলোক একজন ভদ্রলোককে অপমান করবে, আর সে শাস্তি পাবে না, জাভেরের বিচারবুদ্ধিতে তা' অসহ্য। বলল—"ম"সিয়ে মেয়র, তা' হতে পারে না।"

—কেন?

এই স্ত্রীলোকটি একজন ভদ্রলোককে অপমান করেছে।

কিন্তু অনুসন্ধান ক'রে জানলাম, ভদ্রলোকটি যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য তারই শাস্তি হওয়া উচিত।

জাভের বলল—এর দ্বিতীয় অপরাধ, এইমাত্র সে শহরের মেয়রের গায়ে থুতু দিয়েছে।

সে আমার কথা,—আমিই তার বিচার করব। জাভের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতেই, মেয়র তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "কোন কথা শুনতে চাইনা—আমি হুকুম দিচ্ছি, একে ছেড়ে দাও।"

জাভের আর কি করবে, মেয়রের হুকুম তাকে শুনতেই হ'ল, যদিও মনে মনে সে রাগে-বিরক্তিতে ফুলছিল।

থানা থেকে ফাঁতিন মাদ্‌লিনের সঙ্গে চলে এল। তখন থেকে মাদ্‌লিন তার সমস্ত ভার নিলেন।

কিছুদিন থেকে ফাঁতিনের শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল, মাঝে মাঝে কাশি হ'ত। মাদ্‌লিন তার চিকিৎসা এবং সেবাশুশ্রূষার জন্য তাকে কারখানার হাসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন।

॥ বার ॥

নিয়মিত ঔষধপথ্য শুশ্রূষা সত্ত্বেও ফাঁতিনের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। রোজ জ্বর বাড়ে, তার মধ্যে বিকারের ঘোরে ক্রমাগত কোসেতের কথা,—"কোসেত, আমার কোসেত, আমার কোসেত কই—।"

মাদ্‌লিন থেনারদিয়ের প্রাপ্য একশ' ফ্রাঁ সঙ্গে দিয়ে মঁফেরমেইতে থেনারদিয়ের কাছে লোক পাঠালেন। আর লিখে দিলেন,—কোসেতকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তার মা অত্যন্ত অসুস্থ।

থেনারদিয়ে চালাকি ক'রে কোসেতকে আসতে দিল না, আরও পাঁচশ' ফ্রাঁ দাবি ক'রে বসল। এই পাঁচশ' ফ্রাঁ নাকি কোসেতের অসুখের দরুণ তাদের খরচ হয়েছে। মাদ্‌লিন আবার

টাকা দিয়ে লোক পাঠালেন। আর লিখে দিলেন, পত্রপাঠ কোসেতকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কোসেতকে হাতছাড়া করা থেনারদিয়ের ইচ্ছে নয়, কেননা সে দেখছে, কোসেত থেকে তাদের অনেক টাকা আসছে।

এদিকে মাদ্‌লিন হাসপাতালে ফঁাতিনকে দেখতে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল—"কোসেত কখন আসবে ?"

মাদ্‌লিন বললেন—"খুব সম্ভব কাল, যদিও প্রতিমুহূর্তে আশা করছি, এই এসে পড়ল।"

থেনারদিয়ে নানা অজুহাতে তাকে ছাড়েনি। মাদ্‌লিন স্থির করলেন, এবার তিনি নিজেই কোসেতকে আনতে যাবেন। ফাঁতিনের জবানিতে একটা চিঠি লেখা হ'ল—

"মঁসিয়ে থেনারদিয়ে,

পত্রবাহকের সঙ্গে কোসেতকে পাঠিয়ে দেবেন।

ইনি আপনার সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেবেন।

ইতি—ফাঁতিন।"

ঠিক এই সময়েই মেয়র মাদ্‌লিনের জীবনে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

জাভের মাদ্‌লিনকে প্রথম থেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে আসছে। তার ধারণা, এই মাদ্‌লিন লোকটি মেকী। তারপর ফশেল্‌ভ্যাকে তিনি যেদিন গাড়ীর নীচে থেকে উদ্ধার করেন, সেদিন তাঁর অসুরের মত গায়ের জোর দেখে সে স্থির সিদ্ধান্ত করে যে, এ লোকটি নিশ্চয়ই সেই জাঁ ভাল্‌জাঁ। তুলোঁতে

যে-সময় সে কয়েদী ছিল, জাভেরও সেই সময় সেখানে পুলিসের কর্মচারী ছিল। তার এই সিদ্ধান্তের কথা সে পুলিসের সর্বোচ্চ কর্তার কাছে জানায়। উত্তরে জাভের জবাব পেল—"তোমার মাথার গোলযোগ ঘটেছে।"

ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। এক গ্রামে ফলের বাগান থেকে ডাল ভেঙে, আপেল চুরি করার অপরাধে একটা লোককে ধরা হয়। লোকটি দেখতে বোকা সোকা ষণ্ডাগণ্ডার চেহারার, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, তার নাম শাঁপমাথিউ। বিচারের পূর্বে তাকে জেলখানায় নিয়ে রাখা হয়। সেখানে জনকয়েক তুলোঁর পুরানো দাগী কয়েদী ছিল, তারা বলে সে-ই জাঁ ভাল্জাঁ। কিন্তু সে নিজে বলে, তার নাম জাঁ ভাল্জাঁ নয়—শাঁপমাথিউ। এই খবর পেয়ে জাভেরও তাকে দেখে এসেছে—সে জাঁ ভাল্জাঁই বটে।

জাভের ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী। মেয়র মাদ্লিনকে জাঁ ভাল্জাঁ ব'লে সে মিথ্যা সন্দেহ করেছে। যখনই সে এই ভুলটা বুঝতে পারলে, তখনই সে অপরাধীর মত বিষণ্ণ মনে মাথা হেঁট ক'রে মেয়র মাদ্লিনের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

॥ তের ॥

কোসেতকে আনবার জন্য মাদ্‌লিনকে হয়তো নিজেই যেতে হবে। মাদ্‌লিন সেজন্য তাঁর হাতের জরুরী কাজ সংক্রান্ত কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছেন, এমন সময় জাভের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তাকে ভিতরে আসতে বলা হ'ল। ভিতরে এসে জাভের কোন কথা না ব'লে ঘরের এক কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে-মুখে, চাল-চলনে আর সে রুক্ষ দুর্দান্ত ভাব নেই।

মেয়র তাকে এইভাবে নির্বাক থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি জাভের?"

জাভেরের মুখে তবুও কথা নেই। শেষে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে বলল—"একটা ভয়ানক অপরাধ হয়েছে।"

মেয়র জিজ্ঞাসা করলেন, কি অপরাধ?

জাভের বলতে লাগল—

"এই শহরে এসে আপনাকে প্রথম দেখা থেকেই আমি অসম্ভ্রম ক'রে এসেছি। আপনার চেহারায় এবং আমার জানা তুলোঁর এক কয়েদীর চেহারায় অদ্ভুত মিল। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, আপনি একজন প্রতারক। সকলে আপনাকে যে লোক ব'লে মনে করে, আসলে আপনি সে লোক নন। এই ধারণা আরও দৃঢ় হ'লো, যেদিন আপনি বোঝাই সমেত গাড়ীর

নীচে থেকে ফশেলভ্যাকে উদ্ধার করেন। শেষে পুলিসের প্রধান কর্তাকে জানাই: মেয়র মাদ্‌লিন আসলে হচ্ছে তুলোঁর পুরানো কয়েদী জাঁ ভালজাঁ।

"কিন্তু আসল জাঁ ভালজাঁ ধরা পড়েছে, তাকে নিজের চোখে দেখেছি—সে-ই জাঁ ভালজাঁ। সত্য যা তা স্বীকার করতেই হবে।"

শেষে সে মাদ্‌লিনকে সম্বোধন ক'রে জানাল—

"মঁসিয়ে মেয়র, আপনি আমার ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারী। নিম্নতন কর্মচারীর পক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে অপদস্থ করার চেষ্টা, ভয়ানক অপরাধ—আপনি পুলিসের প্রধান অধ্যক্ষের কাছে লিখে আমাকে বরখাস্ত করান।"

মেয়র জাভেরের সকল কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর জাভেরকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলেন যে, ধৃত জাঁ ভালজাঁর পরের দিন আরাতে বিচার হবে। শেষে তিনি বললেন, "আচ্ছা, এখন তুমি যাও।"

জাভের ইতস্ততঃ ক'রে আবার সেই একই কথা বলল—"কিন্তু, আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত।"

মাদ্‌লিন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জাভেরকে বললেন,—"জাভের, তুমি কর্তব্যপরায়ণ। তোমাকে আমি সম্মান করি। তোমার মত লোকেরই পুলিসে থাকা প্রয়োজন। তোমাকে কর্মচ্যুত না ক'রে উচ্চপদ দেওয়ার জন্যই আমি সুপারিশ করব।" তারপর করমর্দন করবার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। জাভের সসম্ভ্রমে পিছনে সরে গিয়ে বলল—

"তা' হতে পারে না মেয়র ! মেয়র একজন সামান্য পুলিসের গোয়েন্দার হাতে হাত দেবেন—এ হতে পারে না !"

এই ব'লে জাভের মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাদ্‌লিনও ফাঁতিনকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন।

॥ চোদ্দ ॥

মাদ্‌লিন যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন, তখন এক মহা সমস্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। আসলে তিনি নিজেই জঁা ভাল্‌জঁা, অথচ এক নির্দোষ লোক বিনা অপরাধে তাঁর জন্য শাস্তি পাবে, এ চিন্তাটা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। কিন্তু মুস্কিল এই, একথা প্রকাশ করলে, যে-সমস্ত কাজ তিনি দশের ভালর জন্য ক'রে আসচেন, সে সমস্তই ফেলে রেখে আবার সেই গ্যালির কয়েদী হয়ে থাকতে হবে। আর এখন যদি আসল কথাটা প্রকাশ না ক'রে চুপ ক'রে থাকেন, তাহলে বাকী জীবনটা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবেন। তাকে জঁা ভাল্‌জঁা ব'লে কেউই আর কোনদিন সন্দেহ করবে না। এ প্রলোভনও বড় কম নয় !

ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হ'লো, বিশপ মিরিয়েল মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে যেন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তখনি তিনি

সমস্ত চিন্তা-ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে স্থির করলেন, আরা শহরে, যেখানে বেচারা শাঁপমাথিউকে জাঁ ভাল্‌জাঁ ব'লে ধ'রে বিচারের অপেক্ষায় আটক ক'রে রেখেছে, সেখানে তিনি যাবেন।—তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন।

॥ পনের ॥

শাঁপমাথিউ, অর্থাৎ জাঁ ভালজাঁ মনে ক'রে যাকে ধরা হয়েছে, আরাতে আজ তার বিচারের দিন। মাদ্‌লিন আরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথের মাঝে বার দুই ঘোড়া বদল ক'রে, অনাহারে, অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যা আটটায় আরা পৌঁছালেন। শহরের পথঘাট জানা ছিল না। আদালত কোথায় তাও তিনি জানেন না। তাঁর ভাবনা হ'লো এত হাঙ্গামা ক'রে এসে, বিচারকার্য শেষ হবার আগে সেখানে উপস্থিত না হতে পারলে, সবই বৃথা হয়ে যাবে—জাঁ ভাল্‌জাঁর প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে শাঁপমাথিউকে।

পথের মাঝে একটা সরাই তাঁর নজরে পড়ল। সরাইএর আস্তাবলের সহিসকে আদালত দেখিয়ে দিতে বললে, সে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আদালতে যে-ঘরে বিচার হচ্ছে, সেটা দেখিয়ে দিল। একটা বড় ঘর, ঘরের মধ্যে অনেকগুলো আলো জ্বল্‌ছে —খোলা জানলা দিয়ে ঘরের আলো বাইরে এসে পড়েছে।

সাধারণতঃ ছ'টার মধ্যেই আদালতের কাজ শেষ হয়ে যায়। আজ অনেকগুলো মোকদ্দমা ছিল, তাই তখনও আদালত-ঘরে অত আলো জ্বলছিল।

আদালতের আরও কাছে এগিয়ে দেখলেন, দরজার কাছে একজন পেয়াদা মোতায়েন রয়েছে—বাইরের লোক আর যাতে ভিতরে না যেতে পারে—ভিতরে সেদিন বিচার দেখবার জন্য অত্যন্ত ভীড় হয়েছে।

মাদ্‌লিন পেয়াদাকে বললেন—"আমাকে একটু ভিতরে যেতে দেবে?"

সে জবাব দিল—"ভিতরে একটুও জায়গা নেই। আমার উপর হুকুম, আর লোক যেন ভিতরে না যেতে দেওয়া হয়।"

তাকে প্রশ্ন ক'রে জানা গেল, জজদের পিছনে কয়েকখানা চেয়ার খালি আছে, বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য।

মাদ্‌লিন একটু ভাবলেন। তারপর একটুকরো কাগজে নিজের নাম ও নামের নীচে 'অমুক শহরের মেয়র' এই কয়টা কথা লিখে, পেয়াদাকে দিয়ে বললেন, "যাও, এটা জজের হাতে দাও গিয়ে।"

মেয়র মাদ্‌লিনের নাম, জজ এবং অন্যান্য আরও অনেকের শোনা ছিল। তিনি বিচার দেখতে এসেছেন জেনে তখনই তাঁকে সসম্মানে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। মাদ্‌লিন জজের পিছনে একটা চেয়ারে বসলেন।

বিচারকার্য আরম্ভ হ'লো।

এই মোকদ্দমায় যারা সাক্ষ্য দিতে এসেছিল, তারা তুলোঁয়

গ্যালিতে জাঁ ভাল্‌জার সঙ্গে একসঙ্গে কয়েদী ছিল। প্রত্যেকেই সনাক্ত করল যাকে ধরা হয়েছে, সে জাঁ ভাল্‌জাঁ। যদিও সে বলছে, তার নাম শাঁপমাথিউ।

আসামী শাঁপমাথিউ-এর সঙ্গে জাঁ ভাল্‌জাঁর সত্যিসত্যিই চেহারার আশ্চর্যরকম মিল ছিল।

এইবার আসামীকে বলা হ'লো, তার কিছু বলবার থাকলে সে বলতে পারে। লোকটা একটু বোকা মতন, বলল,—"আমি হুজুর মঁসিয়ে বালুর কারখানায় কাজ করতাম। সকলেই আমাকে চেনে। জাঁ ভাল্‌জাঁ টাল্‌জাঁ কাউকে জানিনে—আমার নাম শাঁপমাথিউ।"

জজ জুরিদের সঙ্গে বিচার শেষ ক'রে রায় দিতে যাবেন এমন সময় মাদ্‌লিন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

"ব্রেভে, কোশ্‌পাইই, শানিল্‌দিউ, আমার দিকে তাকাও তো ভাল ক'রে, দেখ—"

মেয়র মাদ্‌লিনের কথায় আদালতের সকলে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি জজকে বলতে লাগলেন, "হুজুর, এই বেচারাকে মুক্তি দেওয়া হোক—আমিই হচ্ছি জাঁ ভাল্‌জাঁ, এ লোকটি নয়—"

মেয়র মাদ্‌লিনের এই কথায় জজ বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'লো, মেয়র নিশ্চয়ই প্রকৃতিস্থ নেই—মাথার কিছু গোলযোগ ঘটেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—

"এখানে কি চিকিৎসক কেউ উপস্থিত আছেন?"

মাদ্‌লিন ব'লে যেতে লাগলেন—"আমি উন্মাদ নই।· তবে শুনুন—আট বছর হ'লো তুলোঁ থেকে ছাড়া পাই। তারপর বিশপের রূপোর ডিস-চামচ চুরি ক'রে পালাই। তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করলেন। সেই থেকে আমার চেষ্টা হ'লো এমন কোথাও গিয়ে থাকব, যেখানে কেউ আমাকে চেনে না। সেখানে অন্য রকমে সদ্ভাবে জীবন যাপন করব—"

ব্রেভে, কোশ্‌পাইই, শানিল্‌দিউ ও জঁা ভাল্‌জঁা এরা তুলোঁয় এক সঙ্গে কয়েদী ছিল। ব্রেভেকে বললেন—"ব্রেভে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারবে। সেই চেককাটা পট্টি দিয়ে তুমি ইজের বাঁধলে···

"শানিল্‌দিউ, তোমার ডান কাঁধে নাম দাগা ছিল। অক্ষর ক'টা পুড়িয়ে তুলে দিতে চেষ্টা করেছিল, সেই থেকে ওখানে মস্ত একটা দাগ হয়ে আছে—।'

"আর কোশ্‌পাইই, তোমার হাতে একটা তারিখ উল্কি ক'রে লেখা আছে—তারিখটা হচ্ছে, ১লা মার্চ্চ ১৮১৫—।"

কোশ্‌পাইই-জামার হাতা তুলে ধরলে, দেখা গেল, তারিখ ঠিকই মিলছে।

মাদ্‌লিন এবার জজ এবং জুরিদের উদ্দেশ্যে বললেন—

"তাহলে, আপনারা প্রমাণ পেলেন আমিই সত্যকার জঁা ভাল্‌জঁা। এতে আর কোন সন্দেহ নেই—।"

আদালত-ঘরে কারও মুখে কথা নেই—সকলেই যেন মন্ত্র-মুগ্ধ, নিশ্চল—অসাড়। মাদ্‌লিন তখন শান্তকণ্ঠে বললেন—

"আদালতের কাজের আর ব্যাঘাত করব না। আমাকে আপনারা গ্রেপ্তার করলেন না, কাজেই আমি বিদায় নিচ্ছি। কতকগুলো দরকারী কাজ আছে, সেগুলো আমাকে শেষ করতে হবে। আমার ঠিকানা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যখনই প্রয়োজন মনে করবেন, গ্রেপ্তার করতে পারবেন।"

তখনও আদালত-ঘর নিস্তব্ধ। ঘরের একদিকের একটা দরজা খোলা ছিল। জনতার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে সেই খোলা দরজা দিয়ে মাদ্‌লিন বেরিয়ে গেলেন—সকলেই তাঁকে পথ ছেড়ে দিল। তিনি বেরিয়ে যেতেই সে-দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর জন্য কে এই দরজা আগে থেকে খুলে রেখেছিল কে জানে! আধ ঘণ্টার মধ্যে বিচারকার্য শেষ হয়ে গেল। শাঁপমাথিউ খালাস পেয়ে গেল।

॥ ষোল ॥

ফাঁতিনের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠল। মেয়রের ব্যবস্থামত কারখানার হাসপাতালের কর্ত্রী সিস্‌টার সিঁপ্লিস্‌ যত্নের সঙ্গে তার দেখাশুনা করেন। মেয়র কাউকে কিছু না ব'লে শহরের বাহিরে যাওয়াতে ফাঁতিন এবং সিস্‌টার সিঁপ্লিস মনে করেছিলেন, তিনি কোসেতকে আনতে মঁফেরমেই গেছেন।

ফাঁতিন জ্বরের ঘোরে তন্দ্রাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ঘোর একটু কাটলেই সিস্‌টারকে বলছে—

"মেয়র আমার কোসেতকে আনতে গেছেন—কোসেত, কোসেত আমার—কতকাল তাকে দেখিনি—"

মাদ্‌লিন আরা থেকে যখন ফিরলেন ফাঁতিন তখন ঘুমুচ্ছে। সিস্‌টার সিঁপ্লিস্‌ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, এই কয়দিন অনুপস্থিতির মধ্যে মেয়রের সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে।

সিস্‌টারের সঙ্গে কথা ব'লে, মাদ্‌লিন ফাঁতিনকে দেখতে গেলেন। ফাঁতিন আশা ক'রে আছে, মেয়র কোসেতকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। একা-একা, অর্থাৎ কোসেতকে সঙ্গে না নিয়ে, তাকে দেখতে গেলে ফাঁতিনের আশাভঙ্গ হবে। সে আশাভঙ্গের ধাক্কা তার বর্তমান শরীরের অবস্থায় হয়তো সহ্য হবে না। তবুও তাঁকে দেখা করতেই হবে। না করলে, তার সঙ্গে আর দেখা না-ও হতে পারে!

চোখ মেলে মেয়রকে দেখতে পেয়ে, ফাঁতিন ব'লে উঠল—"আমার কোসেত? কোসেত কই?"—তার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস কোসেত এসেছে। হয়তো সে অতি নিকটেই আছে। তার শরীরের অবস্থা ভাল নয়; হঠাৎ এতটা আনন্দ সহ্য করতে পারবে না এই ভয়ে, কোসেতকে তার কাছে আনা হয়নি।

মাদ্‌লিন কোন জবাব না দিয়ে শান্ত করুণ দৃষ্টিতে শুধু ফাঁতিনের দিকে চেয়ে রইলেন।

ফাঁতিন নিজের মনে, কত কি ব'লে যেতে লাগল। আঙুল গুনে গুনে বলল, "এক—দুই—তিন—চার—। কোসেত এই সাত বছরের হ'লো—।"

এই সময় দরজার দিকে তার চোখ পড়তে দেখে, জাভের নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে। যমকে দেখলেও সে হয়তো এত ভয় পেত না। জাভেরকে দেখেই তার কথা বলা থেমে গেল—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত হ'লো। চোখ বিস্ফারিত ক'রে ভয়ে উঠে বসতে গেল।

মাদ্‌লিন ফাঁতিনের হঠাৎ এই পরিবর্তনে জিজ্ঞাসা করলেন —"কি হয়েছে, ফাঁতিন—অমন করছ কেন ?

দরজার দিকে ভীতদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে, তিনিও সেইদিকে চেয়ে দেখলেন—জাভের। এইবার ইনস্‌পেক্টর জাভেরের পালা। সে সংক্ষেপে হুকুম করল—"শীগ্‌গির সেরে নাও—" ব'লেই এগিয়ে এসে মাদ্‌লিনের ঘাড় ধরল।

ফাঁতিন ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। সে বুঝতেই পারছে না—সামান্য একটা পুলিসের লোক মেয়রের গায়ে এভাবে হাত দেয় কি করে !

মাদ্‌লিন, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখিয়ে বললেন—"জাভের, তিনটি দিন সময় দাও আমাকে। এই বেচারার মেয়েটিকে নিয়ে আসব—সেজন্য তুমি যত টাকা চাও দেব। তুমি না হয় আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।"

জাভের হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠল।—সে হাসি বিদ্রূপ এবং তাচ্ছিল্যের হাসি। জাভের ততক্ষণে মাদ্‌লিনকে ধ'রে টান্‌তে আরম্ভ করেছে। ফাঁতিন দেখে ভয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে বলল—"প্রভু, মেয়র, আমার কোসেত ? কোসেত তাহলে আসেনি ?—কোসেত—কোসেত— ।"

তার কথা শেষ না হতেই জাভেরের অট্টহাস্যে ঘর আরও কেঁপে উঠল—

"মেয়র, মেয়র—কে তোর মেয়র! মেয়র মাদ্‌লিন, ওসব কথা ভুলে যা। এ হচ্ছে, জঁা ভাল্‌জঁা—একটা চোর, ডাকাত, গ্যালির কয়েদী, বুঝেছিস্‌—?"

ফঁাতিন মাদ্‌লিনের দিকে তাকাল, তারপর সিস্‌টার সিঁপ্লিসের দিকে তাকাল, আবার জাভেরকে দেখল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু তার কাছে ঝাপসা হয়ে গেল। তার কোসেত, যাকে সে একবার মাত্র চোখে দেখবার জন্য আকুল হয়ে আছে—একবার শুধু কোলের মধ্যে পাবার জন্য এখনও সে বেঁচে আছে, সে কোসেতও কোথায় মিলিয়ে গেল। সে তার দুর্বল আড়ষ্ট দেহে বালিশের উপর ভর দিয়ে কষ্টে উঠে বসতে চেষ্টা করল, তারপর কি একটা কথা যেন সে বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু আর ব'লে উঠতে পারল না। গলার মধ্যে অস্পষ্ট একটা শব্দ শোনা গেল। তারপরেই তার মাথা বালিশের উপর নুয়ে পড়ল। তার সব শেষ হয়ে গেল।

জঁা ভাল্‌জঁা একটা হাত দিয়ে তার কাঁধের উপর থেকে জাভেরের হাত সরিয়ে দিল। জাভের তাকে খুব শক্ত ক'রে ধ'রে থাকলেও, জঁা এত অনায়াসে সে-মুষ্টি শিথিল ক'রে হাতখানা সরিয়ে দিল ঠিক যেন সেটা একটা বালকের হাত। তারপর জাভেরের দিকে ফিরে বলল—

"তুমিই একে খুন করলে—" ব'লেই, কোণে লোহার একখানা

ভাঙ্গা খাট ছিল, এক মোচড়ে তার একটা ডাণ্ডা খুলে নিল। ডাণ্ডাটা বেশ বাগিয়ে ধ'রে জাভেরের দিকে ফিরল। এ মূর্তি আর ম'সিয়ে মাদ্‌লিনের মূর্তি নয়, একেবারে জঁা ভাল্‌জঁার নিজ-মূর্তি। জাভের তার সেই ভীষণ মূর্তি দেখে ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে দরজার দিকে গেল।

ডাণ্ডা হাতে ক'রেই জঁা ভাল্‌জঁা ফাঁতিনের শেষ-শয্যার কাছে এল। তারপর জাভেরকে বলল—

"আমাকে এখন বিরক্ত ক'রো না বলছি।"

জাভের বেশ বুঝল, গতিক সুবিধের নয়। সে ভাল্‌জঁার দিকে চোখ রেখে দরজার দিকে আরও পিছিয়ে গেল—বাইরে তার সঙ্গে আরও যে পুলিসের লোকেরা এসেছে, তাদের ডেকে আনতে।

জঁা ভাল্‌জঁা ফাঁতিনের মৃতদেহের আরও কাছে এসে, নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেলে, আস্তে আস্তে মাথাটা নীচু ক'রে মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে কি একটা কথা বলল—বোধ হয় কোসেতের কথা। —তার সকল ভার বহন করবে ব'লে ফাঁতিনকে প্রতিশ্রুতি দিল।

এবার ফাঁতিনের মাথাটা বালিসের উপর তুলে দিয়ে, গায়ের চাদরটা ঠিক ক'রে, চোখ ছ'টো বুজিয়ে দিল। তারপর চুলগুলো সমান ক'রে, মাথাটা টুপি দিয়ে ঢেকে দিল। আলোর পথের যাত্রী ফাঁতিনের মুখমণ্ডল স্বর্গের আলোতে ভ'রে গেল।

জঁা এবার জাভেরের দিকে ফিরে বলল—"এখন বল, কি করতে হবে।"

॥ সতের ॥

মঁসিয়ে মাদ্‌লিন জঁা ভাল্‌জঁা ব'লে গ্রেপ্তার হওয়াতে শহরময় খুব একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। হুজুগে দেশ, জল্পনা-কল্পনা, যার যা খুশি মন্তব্য করতে করতে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দয়ার অবতার দেবতুল্য মেয়র মাদ্‌লিন হয়ে গেলেন গ্যালির দুর্দান্ত কয়েদী জঁা ভাল্‌জঁা।

ভাল্‌জঁাকে সে-রাত্রে শহরের জেলখানায় রাখা হ'লো। কিন্তু কোসেতের ভার নিল ব'লে ফাঁতিনকে সে শেষ কথা দিয়েছে—সে-সম্বন্ধে কিছুই তো করা হয় নি। কাজেই সে স্থির করল জেলখানা থেকে তাকে পালাতে হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার কিছু গাঢ় হয়ে এলে, যে-ঘরে জঁাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, তার একটা শিক ভেঙে সেই ফঁাক দিয়ে, জঁা ভাল্‌জঁা জেলখানা থেকে পালিয়ে গেল। পালিয়ে সোজা সিস্‌টার সিঁপ্লিসের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লো। সেখানে এসে প্রথমেই সামনে পড়ে তার এক বিশ্বাসী ঝি। তাকে সমস্ত কথা জানিয়ে বললে—"সিস্‌টার সিঁপ্লিসের সঙ্গে এক্ষণি আমার দেখা করা দরকার।"

সমস্ত শহরে এখন দু'টি মাত্র লোক আছে—এই ঝি এবং

সিস্‌টার সিঁপ্লিস—যারা ভাল্‌জাঁকে সত্যই অন্তরের সঙ্গে ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে থাকে।

সিঁপ্লিসের ঘরের সামনে এসে ভাল্‌জাঁ আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিল। ভিতর থেকে সিঁপ্লিস বললেন—"আসুন"।

ভাল্‌জাঁকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেছে, সিঁপ্লিস তাতে ভয়ানক রকম ভেঙে পড়েছেন। তিনি সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসিনী, সেবা-ধর্মে জীবন উৎসর্গ করেছেন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে কখনও বড় করে দেখেন না। তবুও, ভাল্‌জাঁকে তিনি তাঁর নিজের পিতার মতন শ্রদ্ধা ক'রে থাকেন। এখানে সিস্‌টার সিঁপ্লিস রুক্ষ সন্ন্যাসিনী নন, স্নেহময়ী কন্যা।

সিঁপ্লিসের ঘরে এসেই, জাঁ ভাল্‌জাঁ কাগজ নিয়ে—শহরের পাদরীকে পত্র লিখল—

"পাদরী মহাশয়, আমার যাহাকিছু সম্পত্তি, তাহার সমস্ত ভার আপনাকে অর্পণ করিলাম। অদ্য প্রাতে যে-মেয়েটি মারা গিয়াছে, তাহাকে ভালভাবে সমাধি দেওয়ার খরচ ইহা হইতে ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিবেন।"

এই সময় বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝি'র গলাও শোনা গেল। সে চেঁচামেচি করছে আর বলছে—"না, মশায়, কেউই তো এখানে আসেনি। সেই সকাল থেকে, বাড়ী আগ্‌লে বসে আছি—কাউকে এখানে আসতে দেখিনি—কেউই আসেনি—আস্‌লে কি আর চোখ দিয়ে দেখতে পেতাম না?"

জাভের এসেছে, জাঁ ভাল্‌জাঁর সন্ধানে। জেল থেকে সে পালানর পরই চারিদিকে পুলিস বেরিয়েছে তাঁর খোঁজে। জাভেরের গলার আওয়াজ পেয়েই জাঁ ঘরের বড় আলোটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে, ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়লেন। ঘরের মাঝে একটা প্রার্থনাবেদী ছিল, তারই উপরের মোমবাতিটা মাত্র জ্বলতে থাকল ; আর সিস্‌টার সিঁপ্লিস তার সামনে হাঁটুগেড়ে উপাসনায় বসলেন।

জাভের লোকজন সমেত সিস্‌টারের ঘরের সামনে এসে দেখে সিস্‌টার প্রার্থনা করছেন। দেখেই সে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে দলবলকে স'রে যেতে বলল।

জাভের নির্মম। সে আইন-শৃঙ্খলার দাস। রাজার আইন অক্ষরে অক্ষরে পালন করাকে সে তার পবিত্র কর্তব্য ব'লে জানে। ধর্মমণ্ডলীভুক্ত যাজকের পবিত্রতা ও তাঁদের প্রতি তার সম্মানজ্ঞানও ঠিক তেমনি সজাগ। ইতস্ততঃ ক'রে জাভের সসম্ভ্রমে সিস্‌টার সিঁপ্লিসকে জিজ্ঞাসা করল—

"সিস্‌টার, ঘরে কি আপনি একা ?"

সিস্‌টার জাভেরের দিকে শান্তভাবে একবার চোখ তুলে চাইলেন, তারপর স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ।" জাভের কুণ্ঠিত হয়ে বলল—"আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, দয়া ক'রে ক্ষমা করবেন। নিতান্ত কর্তব্যবোধেই আপনাকে এ প্রশ্ন করতে হচ্ছে। আমি জাঁ ভাল্‌জাঁর সন্ধানে এসেছি, সন্ধ্যের সময় জেল থেকে সে পালিয়েছে—আপনি কি সন্ধ্যের দিকে তাকে দেখেছেন ?"

—"না"।

জাভের আর তৃতীয় প্রশ্ন না ক'রে, সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

জাভেরের প্রশ্নে সিস্টার মিথ্যা উত্তর দিলেন। এ মিথ্যা তিনি ভেবে-চিন্তে জাভেরকে প্রতারণা করবার জন্য দেন নি। তাঁর অন্তর থেকে, আপনা হতে যে-উত্তর বেরিয়ে এল, সেই উত্তরই তিনি দিলেন। সত্য-মিথ্যার চরম বিচার যিনি করেন, একমাত্র তিনিই জানেন, এ মিথ্যা না সত্য ?

।। আঠার ।।

জেল থেকে পালিয়ে যাবার তিন-চার দিন পরে জঁা ভালজঁা ধরা পড়ে। আবার তাঁর বিচার হ'লো। বিচারে তার শাস্তি হ'লো প্রাণদণ্ড। তবে, রাজা দয়াপরবশ হয়ে তার প্রাণদণ্ড মাফ ক'রে যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম দিলেন, অর্থাৎ যতদিন বেঁচে থাকবে তুলোঁয় সে গ্যালির কয়েদী হয়ে থাকবে। জঁাকে আবার হাতে-পায়ে লোহার হাতকড়া বেড়ি পরিয়ে তুলোঁয় চালান দেওয়া হ'লো।

যে কয়েক দিন জেলের বাইরে ছিল তারই মাঝে জঁা ভালজঁাকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। প্রথমতঃ, প্যারির যে-ব্যাঙ্কে তার টাকা থাকত, সেখান থেকে সঞ্চিত ছয়-সাত লক্ষ ফ্রাঁ

সে তুলে আনে। তারপর সেই টাকা ছোট একটা লোহার বাক্সে বন্ধ ক'রে, মঁফেরমেই্‌র পথে এক জঙ্গলে মাটিতে পুঁতে রাখে। এ দুটো কাজের কোনটাই যে খুব নির্বিবাদে এবং সহজে হয়েছে তা নয়। তবে, জাঁ ভাল্‌জাঁ যেমন ধুরন্ধর চতুর, তেমনি সকল রকম দুর্দ্ধর্ষ কাজ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সে করতে পারে। নচেৎ, যে-লোকের সন্ধানে চারিদিকে সর্বক্ষণ পুলিসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে, তার পক্ষে অল্প সময়ের জন্যও আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব নয়—আর, তার যে-অসুরের মত চেহারা, যে দেখবে সেই চিনে ফেল্‌বে।

মঁফেরমেই-এর লোকেদের কাছে শোনা যায়—একজন নতুন মজুরকে এই সময় এদের গ্রামের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সে বলে, সে কাজ পাচ্ছে না ব'লে বেকার বসে আছে। গভর্ণমেণ্ট তাকে আধা-মজুরীতে রাস্তা মেরামতের কাজে নিযুক্ত করে। একদিন সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কোদালি গাঁইতি নিয়ে জঙ্গলে গেল। কেউ কেউ তাকে গাঁইতি দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়তেও দেখেছে।

জাঁ ভাল্‌জাঁ প্রথমে যেখানে টাকার বাক্‌স পুঁতে রাখে, কেউ কেউ তা দেখ্‌তে পেয়েছে ব'লে তার সন্দেহ হয়। কাজেই সেখান থেকে তুলে নিয়ে আর এক জায়গায় পুঁতে রাখে।—এ জায়গার কথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ধরা প'ড়ে তুলোঁতে যখন সে কয়েদী, সেই সময়ের একটা ঘটনা ঃ—

১৮২৩ সাল, অক্টোবর মাসের শেষের দিকে তুলোঁ বন্দরে একখানা জাহাজ মেরামতের জন্য আসে। তখনকার জাহাজ পালে চলত। জাহাজের সব চেয়ে উঁচু, আর সব চেয়ে বড় মাস্তুলের পাল খুলে দেওয়ার জন্য একজন নাবিক মাস্তুল বেয়ে উপরে উঠে যায়। অত উপরে উঠে লোকটি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আর সে সামলাতে না পেরে, সেখান থেকে পড়ে যায়। একেবারে সমুদ্রের মাঝেই পড়ে যেত এবং তাতেই সে মারা পড়ত। কিন্তু, পড়্‌তে পড়্‌তে পালের দড়ি-দড়ায় আটকে, একটা দড়ি ধ'রে ঝুলতে থাকে। হৈ হৈ ক'রে ডেকের উপর লোক জমে গেল। উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে অতল সমুদ্র, এর মাঝে একটা লোক প্রাণপণ শক্তিতে দড়ি ধ'রে ঝুলছে। যে-কোন মুহূর্তে হাত ফস্‌কে প'ড়ে য়েতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ সব শেষ হয়ে যাবে।

কে তাকে উদ্ধার করতে যাবে!—যে সে নাবিকের পক্ষে তা সহজও নয়। লোকটি এদিকে যে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তা তার ধরণধারণ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে। একটা জলজ্যান্ত মানুষ, এতগুলো লোকের চোখের সামনে এইভাবে মারা যাবে, এ ভয়ানক দৃশ্য—অথচ কেউ-ই কিছু করতে পারছে না।

জাহাজের কর্মচারী, নাবিক, খালাসী, সকলে ভিড় ক'রে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এমন সময় একটা লোক দৌড়ে এসে উপরে পালের দিকে একটা দড়ি এমন কৌশলে ছুঁড়ে দিল যে, দড়ির যে-দিকটা ছুঁড়ে দিল, সে-দিকটা ছেঁড়া পালের সঙ্গে

জড়িয়ে গিয়ে আটকে থাকল। তারপর লোকটি সেই দড়ি বেয়ে উপরে উঠল। এত অনায়াসে উঠে গেল—যেন সে মানুষ নয়, একটা বনবেরাল তড়্‌বড় ক'রে গাছে চড়ছে। লোকটির পোশাকে বোঝা গেল সে গ্যালির কয়েদী। হাওয়ায় তার মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে গেলে দেখা গেল, মাথার চুলও তার সাদা—অর্থাৎ বয়সেও প্রায় বৃদ্ধ, যুবক নয়।—লোকটি হচ্ছে জঁা ভাল্‌জঁা।

জঁা ভাল্‌জঁাকে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে জাহাজের কাজে খাটাতে আনা হয়েছিল। সকলেই 'হায়! হায়!' করছে, কেউই কিছু করতে পারছে না দেখে সে তার উপর-ওয়ালা কর্মচারীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল—তাকে ঐ নাবিকটিকে ওখান থেকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করতে অনুমতি দেওয়া হোক। এতে তার নিজের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তার উপর-ওয়ালা দেখলেন এও তো গ্যালির কয়েদী, এর প্রাণের মূল্যই বা কি! যদি ও-লোকটাকে বাঁচাতে পারে ভালই। আর চেষ্টা করতে গিয়ে যদি নিজে মারা পড়ে, তাতেই বা ক্ষতি কি! তিনি অনুমতি দিলেন।

জঁা অনুমতি পেয়েই, ভারী একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে জোরে একটা ঘা দিয়ে পায়ের শিকল ভেঙে ফেলল। তারপর, পালের দড়ি বেয়ে লোকটি যেখানে ঝুলছিল, সেখানে উঠে গেল।

নীচের লোকেরা বিষম উদ্বেগে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল।

জাঁ উপরে উঠে লোকটাকে ধ'রে ফেলল। এক হাতে তাকে আঁকড়ে ধ'রে, আর এক হাত দিয়ে তাকে দড়ির সঙ্গে বাঁধল, তারপর আস্তে আস্তে জাহাজের ডেকের উপর নামিয়ে দিল। এতক্ষণে নীচের জনতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চারিদিকে আনন্দধ্বনি, হাততালি, অভিনন্দনের মাঝে জাঁও নেমে এসে, দৌড়ে তার নিজের জায়গায় যে-কাজ সে করছিল সেই কাজে হাজির হতে ছুটল। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে ব'লে জাহাজের দড়িদড়া ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে এগুচ্ছে, এর মাঝে হঠাৎ আর এক কাণ্ড হয়ে গেল। দড়ি থেকে হাত ফসকে জাহাজের উপর থেকে সে একেবারে সমুদ্রে প'ড়ে গেল। সমুদ্র তখন মোটেই শান্ত ছিল না। বেশ ঝ'ড়ো হাওয়া দিচ্ছিল, সকলেই বুঝল জাঁ খুবই পরিশ্রান্ত হয়েছিল ব'লেই তার হাত ফসকে গেছে। ঢেউএর মধ্যে সাঁতার দিয়ে জাহাজে জাঁ উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। সকলেই মনে করেছিল সে তাও পারবে—কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, প্রাণপণে ভেসে থাকতে চেষ্টা ক'রেও আর যেন সে পেরে উঠছে না—শেষে কোন সময় ভারী একখানা পাথরের মত টুপ করে তলিয়ে গেল—আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে তুলোঁর সংবাদপত্রে খবর বেরল—"গত কল্য একজন কয়েদী 'ওরিওঁ' নামক জাহাজের এক নাবিককে উদ্ধার করিয়া ফিরিবার সময়, সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই। লোকটি ৯৪৩০ নম্বরের কয়েদী, নাম জাঁ ভাল্‌জাঁ। নভেম্বর ১৭, ১৮২৩।"

॥ উনিশ ॥

জলে তলিয়ে গেলেও জ াঁ ভাল্‌জ াঁ মরেনি। সে না পারে এমন কাজ নেই। জলে ডুবে গিয়ে, ডুব-সাঁতার দিয়ে আর একটা জাহাজের পাশে এসে পড়ল। জাহাজখানা তখন নোঙ্গর করা ছিল,—আর তার পাশে ছিল একখানা নৌকা। এই নৌকার মাঝে সন্ধ্যে পর্যন্ত লুকিয়ে থেকে, রাত্রের অন্ধকারে সাঁতার দিয়ে ডাঙ্গায় উঠল। ডাঙ্গায় উঠে, প্রকাশ্য রাস্তায় না গিয়ে জঙ্গলের এক পথ ধ'রে প্যারি পৌঁছল। জ াঁর টাকার অভাব ছিল না। গুপ্তস্থান থেকে টাকা তুলে এনে, পোশাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ ক'রে সে ম ফেরমেই রওনা হ'ল, থেনারদিয়ের কাছ থেকে কোসেতকে আনবার জন্য। ফাঁতিনের মৃত্যুশয্যায়, সে কোসেতের ভার নিয়েছে—সে-কথা তাকে রক্ষা করতেই হবে।

থেনারদিয়ের কাছে কোসেতের দুর্দশা ক্রমে চরমে পৌঁছেছে। ফাঁতিন যে-সময় কোসেতের জন্য খরচের টাকা পাঠাত, তখনই তার দুর্গতির অন্ত ছিল না। তারপর ফ াঁতিন মারা গেছে, টাকা পাঠানও বন্ধ হয়ে গেছে, কাজেই অর্থলোভী নিষ্ঠুর-প্রকৃতির থেনারদিয়ে তার উপর যে ব্যবহার করছে, তা' কোনও মানুষে, গৃহপালিত একটা পশুর উপরও করে না।

ম'ফেরমেই ছোট একটা গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে গ্রামটা ভালই। কিন্তু এখানকার মস্ত অসুবিধা হচ্ছে জলের। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের কাছে একটি মাত্র ঝরণা আছে, সেই ঝরণা থেকে সকলে খাবার জল সংগ্রহ করে। যারা গরীব, তারা নিজেরাই সেখান থেকে জল ব'য়ে নিয়ে আসে। আর, যাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাদের জল যোগায় একটি বৃদ্ধ লোক—এক এক বাল্‌তি জলের জন্য তাকে দুই সো ক'রে দিতে হয়। থেনারদিয়ের সরাইখানার জল আনতে হয় কোসেতকে, চাকরের কাজ তো সে করেই; মাঝে মাঝে রাত্রেও তাকে জল আনতে যেতে হয়—এইটাই হ'লো তার সব চেয়ে ভয়ের ব্যাপার।

১৮২৩ সালের বড়দিনের সময়ের কথা। খ্রীষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে ম'ফেরমেইতে নতুন নতুন দোকান বসেছে। গ্রামের লোকেরা তাদের বাড়ীঘর সাজিয়েছে। চারিদিক উৎসবের আনন্দে ভরে গিয়েছে। সকলেই বেশ সেজেগুজে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। থেনারদিয়ের দুই মেয়ে এপোনিন এবং আজেলমা এরাও সেজেগুজে দেখেশুনে বেড়াচ্ছে। কোসেতের ভাগ্য অন্যরকম, সে মনমরা হয়ে তার কর্তব্যকর্ম, চাকরের কাজ করছে। খালি পা, গায়ের জামা শতছিন্ন। সরাইখানার সামনেই একটা পুতুলের দোকান বসেছে—দোকানে মস্ত একটা পুতুল। দেখতে ঠিক সত্যিকার মানুষের মত। রঙ্গীন জামা-কাপড় পরানো। রেশমের মত মাথার চুলগুলো ঠিক যেন

মানুষের চুল। গায়ের রং, নাক, মুখ, চোখ, সমস্ত মিলে ঠিক যেন ছোট একটা খুকি। এপোনিন ও আজেলমা পুতুলটা অনেকবার গিয়ে দেখে এল—খুব প্রশংসা করল—বেচারা কোসেতও ভয়ে ভয়ে পুতুলটাকে দেখে গিয়েছে। দামী পুতুল, মঁফেরমেইতে এত দামী পুতুল কেনবার মত খদ্দের নেই—কাজেই সেটা জানলার ধারে দাঁড় করানই রয়েছে।

বড়দিনের আগের দিন সন্ধ্যেবেলার কথা। থেনারদিয়ের .রাইখানায় অনেক খদ্দের এসেছে। তাদের বেশীরভাগই হচ্ছে গাড়োয়ান শ্রেণীর লোক। এদের খাবার জন্য জলের ততো দরকার ছিল না, জলের বদলে হরদম মদ চলছিল। কিন্তু এদের গাড়ীর ঘোড়াগুলোর জল চাই অনেক।

কোসেত দিনের আলো থাকতে থাকতে অনেক জল এনে রেখেছিল। তাহ'লেও এত লোক এবং তাদের ঘোড়া, জল সব ফুরিয়ে গেল। এক গাড়োয়ান এসে বলল, তার ঘোড়াকে জল দেওয়া হয়নি—জল চাই।

কোসেত টেবিলের তলায় বসেছিল, এইটেই তার বসবার জায়গা। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "হ্যাঁ, আমি জল দিয়েছি তো।" এটা অবশ্য কোসেতের মিথ্যা কথা। আসলে, রাতের বেলায় অন্ধকারে, বিশেষতঃ সেই জঙ্গলের মাঝে জল আনতে যেতে তার ভয় করে।

লোকটি তম্বি করতে লাগল,—"না, নিশ্চয়ই জল দেওয়া হয় নি। শীগ্‌গির জল আন্ বলছি—"

থেনারদিয়ে-গিন্নী শুনতে পেয়ে সোজা হুকুম করলেন—"যাও, এক্ষুণি ঘোড়াকে জল দাও—।" কোসেত ভয়ে ভয়ে বলল, "আর জল নেই—সমস্ত জল ফুরিয়ে গেছে।"

"ফুরিয়ে গিয়ে থাকে ঝরণা থেকে নিয়ে এস না উল্লুক।" ব'লে, দরজা খুলে এক ধাক্কা দিয়ে কোসেতকে বাইরে ঠেলে দিল। কোসেত ধাক্কার চোটে পড়ে গেল। তারপর উঠে মস্ত একটা বালতি নিয়ে জল আনতে চলল। থেনারদিয়ে-গিন্নী হুঙ্কার ছেড়ে বলল,—"আর, এই কোলা ব্যাঙ্, শোন্,—এই পনের সো'টা নিয়ে যা! ফেরবার পথে একটা রুটি নিয়ে আসবি—বুঝলি?"

কোসেতকে কোন হুকুম করার সময় 'কুকুর', 'কোলা ব্যাঙ্' বা ঐ রকম কিছু একটা ঝাঁঝালো সম্বোধন না করলে থেনার-দিয়ে-গিন্নীর গায়ের ঝাল মিটতে চায় না।

কোসেতকে ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিয়ে, থেনারদিয়ে-গিন্নী দরজা বন্ধ ক'রে দিল। সে বালতি নিয়ে, ভয়ে ভয়ে জল আনতে চলল। যাবার পথে আবার চোখে পড়ল সেই খুকি-পুতুল। বারবার তাকে দেখল—চলেছে আর পেছন ফিরে চোখভ'রে পুতুলটা দেখে নিচ্ছে। আরও দূরে চলে গেল—দোকানের জানলা দিয়ে মাত্র তখন আলো দেখা যাচ্ছে। সে আলোও ক্ষীণ হয়ে এল। অন্ধকারের মাঝে যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ভয়ও ততো বেড়ে চলেছে। এবার সে বালতির হাতলটা ঘটাং ঘটাং ক'রে বাজিয়ে ভয় কাটাতে চেষ্টা করতে লাগল। এতক্ষণে সে গ্রামের সীমায় এসে শেষ বাড়ীখানার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—কোথাও

লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। ভয়ে পা আর এগুতে চায় না। অসহায়ের মত সামনের অন্ধকারের দিকে চাইল—কে জানে, ঐ অন্ধকারের মধ্যে হয়তো হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে, কিংবা কোন ভূতপ্রেত আছে। একবার ভাবল ফিরে যাই—গিয়ে বলব ঝরণায় জল নেই। তখনই তার কল্পনায় থেনারদিয়ে-গিন্নীর মারমুখো মূর্তি দেখা দিল—সে আবার চলতে লাগল।

চারিদিকে বনজঙ্গলের ঝোপঝাপ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। আন্দাজে আন্দাজে, জলের জায়গায় গিয়ে, প্রায় একরকম চোখ বুজে নীচু হয়ে বালতিতে জল ভরল—ভয়ে তখন তার বুক ঢিব্ ঢিব্ করছে। নীচু হয়ে জল তুলবার সময় অসাবধানে, তার ছেঁড়া জামার পকেট থেকে রুটি কিনবার পনের সো'টা কোন্ ফাঁকে টুপ ক'রে জল পড়ে গেল, কোসেত তা জানতেও পারল না।

ভারী জলের বালতি নিয়ে সে অতি কষ্টে ফিরছে। দুই-চার পা যাচ্ছে, আর বালতি মাটিতে রেখে হাঁপাচ্ছে। প্রাণভ'রে কাঁদবে, সে-শক্তিও তখন তার নেই।

এই সময় কোসেতের হাতের বালতিটা তার কাছে হঠাৎ হালকা বোধ হ'লো। চেয়ে দেখে কে একজন লোক বালতির হাতলটা এসে ধরেছে। অন্ধকারের মধ্যে আচমকা একটা লোক এসে হাত থেকে জলের বালতিটা নিয়ে নিল, এতে তার ভয় পাবারই কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ লোকটিকে দেখে কোসেতের একটুও ভয় হ'লো না।

লোকটি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল—"কে তুমি, খুকি ?

—"আমি কোসেত।"

"কোসেত !" নামটা শুনেই লোকটি চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করল—"তোমার মা কে ?"

"মা ? তা' তো জানিনে !—কোন দিন দেখিনি মাকে।"

লোকটি কোসেতকে ভাল ক'রে দেখতে চেষ্টা করল। জিজ্ঞাসা করল—"এত রাত্রে, এই অন্ধকারে কে তোমাকে জল আনতে পাঠিয়েছে ?"

—"মাদাম থেনারদিয়ে।"

লোকটি কোসেতকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, আর কথা বলতে বলতে দুইজনে পথ চলতে লাগল। প্রশ্ন ক'রে সে কোসেত সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জানতে পারল। তার মা তাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে থেনারদিয়ের কাছে সে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ।

লোকটি আর কেউ নয়—জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ—এক সময় সকলেই যাকে মঁসিয়ে মাদ্‌লিন ব'লে জানত। কোসেতকে নিয়ে যাবার জন্যই সে মঁফেরমেইতে এসেছে।

জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ বলল,—রাত্রে সে মাদাম থেনারদিয়ের সরাই-এ থাকবে। এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে দুইজনে প্রায় সরাই-এর কাছে পৌঁছে গেল। জ্যাঁ জলের বালতি ব'য়ে নিয়ে আসছে। এখনই তারা সরাই-এ এসে যাবে। এবার কোসেত ভয়ে ভয়ে বলল—

—"বালতিটা এখন আমার হাতে দিন।"

—"কেন ?"

"আমি নিজে না এনে আর কাউকে দিয়ে বইয়ে এনেছি দেখলে, মাদাম থেনারদিয়ে রেগে যাবেন যে!" জঁা বালতিটা কোসেতের হাতে ফিরিয়ে দিল। তারা তখন সরাইখানার দরজায় পৌঁছে গেছে। পথে আসতে দোকানের সেই বড় পুতুলটা কোসেত আর এক একবার দেখে নিতে ভোলেনি।

॥ কুড়ি ॥

সরাই-এর দরজায় ঘা দিতেই থেনারদিয়ে-গিন্নী একটা বাতি হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিল। সামনে কোসেতকে দেখেই ঝালঝাড়া আরম্ভ করল—

"তবে রে, ভিখিরীর বাচ্ছা, এতক্ষণ হচ্ছিল কি ? মজাসে হাওয়া খেয়ে বেড়ান হচ্ছিল বুঝি ?"—কোসেত ভয়ে জড়সড় হয়ে, জঁা ভালজঁাকে দেখিয়ে বলল,—"এই ভদ্রলোক আজ রাত্রে এখানে থাকবেন বলছেন।"

খদ্দের উপস্থিত, মাদাম থেনারদিয়ের মুখের ভাব, কথার ভঙ্গি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগন্তুকের দিকে চেয়ে অতি অমায়িক ভাবে বললেন,—"আসুন, ভিতরে আসতে আজ্ঞা হোক—"

জাঁ ও কো···ত ভিতরে গেল। নতুন খদ্দেরের ধরণধারণে থেনারদিয়ে-গিন্নী খুব আশান্বিত হলেন না। এর প্রধান কারণ, সে থেনারদিয়ে-গিন্নীর সঙ্গে বেশ সম্ভ্রম ক'রে কথা বলছিল। যাদের টাকা পয়সা আছে, ধনী, তারা এসেই আমিরী চালে হুকুম ক'রে থাকে। এ লোকটির মুখে লম্বা লম্বা বোলচাল তো দূরের কথা, উল্টে তাকে 'তুই' 'তুমি' না ব'লে 'আপনি' 'আপনি' ব'লে সসম্ভ্রমে কথা বলছে। তা' ছাড়া, লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ, এবং তার বোঁচকা, লাঠি, সমস্তই গরীবানা। থেনারদিয়ে-গিন্নী সুর বদলাতে আরম্ভ করল।

বলল—"কিন্তু, মশায়, আমার আর তো ঘর খালি নেই।"

—"ঘর খালি না থাকে, যে-কোনও একটা জায়গায় রাত কাটাবার মত স্থান হলেই চলবে—ভাড়া না হয় পুরো একখানা ঘরেরই দেব।"

থেনারদিয়ে-গিন্নী বুঝল, লোকটার টাকা আছে! রাত্রের মত থাকবার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। জাঁ বেঞ্চির উপর তার লাঠি এবং বোঁচকা রেখে, টেবিলে গিয়ে খেতে বসল। কোসেতও টেবিলের নীচে ঢুকে গেল,—এইখানটাই তার থাকবার জায়গা।

হঠাৎ থেনারদিয়ে-গিন্নীর মনে পড়ল, কোসেতকে তো রুটি আনতে দেওয়া হয়েছিল? অমনি চেঁচিয়ে উঠল—

"রুটি কই? রুটি আনতে দিয়েছিলাম—?"

থেনারদিয়ে-গিন্নীর চীৎকার শুনেই কোসেত টেবিলের তলা

থেকে ধড়মড় ক'রে বেরিয়ে এসে বলল—"রুটির দোকান বন্ধ হয়ে গেছে—।"

আসলে রুটি আনতে হবে, কোসেত সে-কথা একেবারেই ভুলে গেছে। এরকম অবস্থায় মারের ভয়ে, মিথ্যা কথা বলা, তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

থেনারদিয়ে-গিন্নী চোখ পাকিয়ে মুখ বিকৃত ক'রে বলল—"বন্ধ হয়ে গেছে? তা' দোকানের দরজায় ঘা দিলিনে কেন?"

"দিয়েছিলাম, কারও সাড়া পাওয়া গেল না।"

"আচ্ছা, সে কাল রুটি-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে। তখন তোর হাড় এক জায়গায় আর মাংস এক জায়গায় করব। দে—এখন পয়সা ফিরিয়ে দে তো?"

সর্বনাশ! পকেট হাতড়ে সে আর সেই পনের সো'টা খুঁজে পায় না! নিশ্চয়ই কোথাও প'ড়ে গেছে। থেনারদিয়ে-গিন্নী এবার আর তাকে আস্ত রাখবে না। কোসেত ভয়ে কেঁদে ফেলল।

"বটে! পনের সো'টা হারিয়ে ফেলেছিস—না চুরি করেছিস? মজা দেখাচ্ছি—দাঁড়া!" ব'লেই থেনারদিয়ে-গিন্নী চাবুক নিয়ে এল কোসেতকে মারবার জন্য।

চাবুক পিঠে পড়ে আর কি! এই সময় নতুন অতিথি, নীচু হয়ে মেঝে থেকে একটা পনের সো কুড়িয়ে তুলে বলল,—"এই তো একটা পনের সো! ওর পকেট থেকে বোধহয় পড়ে গিয়ে থাকবে।"

জ্যাঁ ভালজাঁ তার নিজের পকেট থেকে একটা পনের সো নিঃশব্দে এক সময় মেঝের উপর রেখে দিয়েছিল। যা' হোক, এ যাত্রার মত কোসেতকে আর মার খেতে হ'লো না। এপর্যন্ত কারও কাছ থেকে সে এরকম ব্যবহার পায়নি। আগন্তুক ভদ্র-লোকটির উপর তার মন আপনা থেকেই অনেকখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

এর একটু পরে, দরজা ঠেলে, থেনারদিয়ে-গিন্নীর দুই মেয়ে এপোনিন এবং আজেলমা ঘরে এল। থেনারদিয়ে-গিন্নী দুই মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করল। তারপর তারা দুই বোন আগুনের ধারে ব'সে একটা ভাঙা পুতুল নিয়ে খেলতে বসল। কোসেত তখন টেবিলের নীচে ব'সে মোজা বুনছে, আর এক-একবার সতৃষ্ণ নয়নে দুই বোনের পুতুল খেলা দেখছে। তারও যদি ঐ রকম একটা পুতুল থাকত!

থেনারদিয়ে-গিন্নী বারবার একাজে ওকাজে ঘরে আসছে। একবার তার চোখ পড়ল কোসেতের দিকে। সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে এপোনিন আজেলমার পুতুলখেলা দেখছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—"তবে রে পাজি, এই বুঝি মোজা বোনা হচ্ছে, দাঁড়া, বেতিয়ে সিধে ক'রে দিচ্ছি!"

এপোনিন আজেলমার জন্য মোজা বোনা কোসেতের একটা কাজ। সে বুনবে মোজা, আর তা' পায়ে দেবে এপোনিন আজেলমা—তার নিজের পা কিন্তু এই শীতের মধ্যে খালিই থাকবে।

থেনারদিয়ে-গিন্নীর ধমকানি শুনে ভদ্রলোকটি বললেন—"তা' ছেলেমানুষ একটু খেলা করুক না।"

"মশায়, কাজ না করলে খাওয়া আসবে কোথা থেকে—আমি কিছু আর অমনিতেই ওর পিণ্ডি যোগাতে পারিনে।"

থেনারদিয়ে-গিন্নীর সঙ্গে কথায় কথায় ভাল্‌জাঁ জানতে পারল কোসেত তাদের নিজের মেয়ে নয়। তার মা তাকে এদের কাছে ফেলে গিয়েছে। প্রথম প্রথম খরচা কিছু কিছু ক'রে পাঠাত। তাও বন্ধ হয়ে গেছে—ছ'মাস ধ'রে সে হতচ্ছাড়া মারও কোন খোঁজখবর নেই।

কোসেত যে মোজা বুনছিল, তার দাম কত হতে পারে জানতে চাইলে থেনারদিয়ে-গিন্নী দামটা বেশ বাড়িয়ে বলল—"এই পাঁচ ফ্রাঁ হবে!"

ভাল্‌জাঁ পকেট থেকে একটা পাঁচ ফ্রাঁ বের ক'রে দিয়ে বলল,—"এই নিন পাঁচ ফ্রাঁ—মেয়েটি এখন তাহলে খেলা করুক।"

কর্তা-থেনারদিয়ে এতক্ষণ তার গিন্নীর সঙ্গে নতুন অতিথির কথাবার্তা চুপ ক'রে শুনছিল। তার মনে হ'লো লোকটি দেখতে গরীব হ'লেও টাকা পয়সা আছে। এগিয়ে গিয়ে বেশ আপ্যায়িত ক'রে জানাল—"তা', মশায়ের যখন ইচ্ছে, ও এখন খেলাই করুক। আমরা কি জানেন,—আমাদের খদ্দেররা কোনও একটা অনুরোধ করলে 'না' করিনে।"

কোসেত খেলা করতে অনুমতি পেল। তার বিশ্বাসই হতে

চায় না যে তাকে আবার কেউ খেলতে বলবে। সে জানে চব্বিশ ঘণ্টা তাকে কাজের উপরেই থাকতে হবে। তারই মধ্যে একটু এদিক-ওদিক হ'লেই গালাগালি বকুনি তো আছেই—চাবুকও খেতে হয়।

এপোনিন আজেলমা পুতুল রেখে দিয়ে, একটা বেরালের বাচ্ছা নিয়ে খেলা আরম্ভ করল। পুতুলটা পুরানো, রং-চটা। জামা-কাপড়ও তার ছেঁড়া ময়লা—তার কাছে জ্যান্ত একটা বেরালছানা ঢের ভাল খেলার বস্তু।

ওরা যে পুতুলটা একধারে ঠেলে ফেলে রাখল, কোসেতের অপরাধ, সে চুপিচুপি সেই পুতুলটা কোলে নিয়ে একটিবার পুতুলটাকে আদর করেছে। আর যায় কোথায়! এপোনিন আজেলমা চেঁচিয়ে উঠল, "দেখেছ কোসেতের আস্পর্দ্ধা! আমাদের পুতুল, ও নোংরা হাত দিয়ে ধরেছে! মা, মা, দেখছ কোসেতের কাণ্ড—"

কোসেত এদের চীৎকার শুনেই, পুতুলটা যেখানে ছিল, সেখানে রেখে, ভয়ে ভয়ে আবার টেবিলের নীচে গিয়ে বসল।

জ্যাঁ চুপ ক'রে ব'সে সমস্তই লক্ষ্য করছিল। সে কাউকে কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। লোকটি উপস্থিত নেই, এই ফাঁকে থেনারদিয়ে-গিন্নী কোসেতকে আচ্ছা ক'রে গোটা কয়েক লাথি কসিয়ে দিল।

একটু পরেই, দরজা ঠেলে, ভালজ্যাঁ ফিরে এল। হাতে তার

সেই দোকানের মস্ত খুকী-পুতুল। বলল—"কোসেত, এই নাও, এটা তোমার।"

কোসেত পুতুল দেখে অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকল। ভয়ে ভয়ে পুতুলটার দিকে চায়, আবার জাঁ ভাল্‌জাঁর দিকে চায়, আর ভয়ে পিছু হটে যায়। কি করবে ঠিক করতে না পেরে, শেষে সে টেবিলের নীচে গিয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটির কাণ্ড দেখে মাদাম খেনারদিয়ে, এপোনিন, আজেলমা, এদের কারুর মুখে আর কথা নেই। সরাইএ অন্য যে-সব আগন্তুক টেবিলে ব'সে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজোব করছিল, তারাও সব চুপ। এত দামী একটা পুতুল, খামখা একটা সামান্য ভিখারী মেয়েকে কিনে দেওয়া! থেনারদিয়ে-গিন্নী ভাবতে লাগল—কে এই লোকটা? এই একটু আগে মোজার জন্য পাঁচ ফ্রাঁ দিল, আবার এই পুতুল, অন্ততঃ ত্রিশ ফ্রাঁ দাম। লোকটা নিশ্চয়ই খুব ধনী।

থেনারদিয়ে-গিন্নী ও থেনারদিয়ের ভরসা পেয়ে কোসেত পুতুলটা হাতে ক'রে নিল—তখনও তার বিশ্বাস হতে চায় না যে, পুতুলটা সত্যিই তার। এরপর পুতুলটাকে কোলে ক'রে, দোল খাইয়ে, নাচিয়ে, আদর ক'রে, ঘুম পাড়িয়ে, অনেকক্ষণ তার আনন্দে বিভোর হয়ে কেটে গেল।

॥ একুশ ॥

পরদিন সকালে, কর্তা-থেনারদিয়ের পরামর্শে গিন্নী-থেনারদিয়ে জঁা ভালজঁাকে একরাত্রি থাকা-খাওয়ার জন্য লম্বা একটা টাকার ফর্দ দাখিল করল। মাদাম থেনারদিয়ে যখন ফর্দটা নিয়ে জঁা ভালজঁার ঘরে ঢুকল, ভালজঁা তখন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছে—কোসেতের কথা নিশ্চয়ই—আরও কত কি ভাবছে, সেই জানে। থেনারদিয়ে-গিন্নী ওরই মধ্যে এক ফাঁকে, সুর যতটা সম্ভব করুণ ক'রে, তাদের অভাব, টানাটানি প্রভৃতির বিবরণ দিতে লাগল—

"—তা' দেখুন, বড়ই খারাপ সময় পড়েছে। সরাইখানার ব্যবসায়ে তো তেমন কিছু হয় না। যে-সব খদ্দের আসে সকলেই গরীব। মশায়ের মত ধনী কালেভদ্রে কদাচিৎ হয়তো আসেন। তার উপর নানান রকম খরচা! ঐ একটা পরের মেয়ে পুষতে হচ্ছে—ও তো খেয়েই সব উজাড় ক'রে দিচ্ছে—।"

ভালজঁার চমক ভাঙল। জিজ্ঞাসা করল—

—"কোন্ মেয়েটা—"

—"কেন, ঐ কোসেত!"

ভালজঁা তার আসল মতলব চেপে রেখে, যতদূর সম্ভব আগ্রহ না দেখিয়ে বলল—

"আচ্ছা ধরুন, আমি যদি ওকে নিয়ে যাই?"

—"বেশ তো তা' নিন—ওকে আদর করুন, যত্ন করুন, খাওয়ান, পরান—সে তো ভাল কথা—ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

এই সময় থেনারদিয়ে ঘরে এল। মাদাম থেনারদিয়েকে অন্য ঘরে সরিয়ে দিয়ে, কোসেত সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করল। সে ঘুঘুলোক, বেশ বুঝতে পেরেছে, যে-কোন কারণেই হোক কোসেতের সম্বন্ধে এই লোকটির আগ্রহ আছে। আর বুঝেছে, এর টাকাও আছে যথেষ্ট। এখন বুদ্ধি এবং কথার কায়দায় কিছু আদায় করা চাই।

মুখে বেশ স্নেহগদগদ ভাব ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা ক'রে থেনারদিয়ে বলল—

"দেখুন মশায়, সত্যি কথা বলতে কি, ঐ কোসেত মেয়েটিকে আমার বড় ভাল লাগে। ওকে, ছেড়ে থাকতে আমার অত্যন্ত প্রাণে লাগবে।—অন্তুতপক্ষে পনের শ' ফ্রাঁ না পেলে ওকে আমি ছাড়ব না।"

জাঁ বিনা বাক্যব্যয়ে, পকেট থেকে কালো একখানা নোট-বুক বের ক'রে, তার মধ্যে থেকে দেড় হাজার ফ্রাঁর ব্যাঙ্ক নোট বের ক'রে দিয়ে বলল—"যাও, কোসেতকে নিয়ে এস।"

এতটাকা একসঙ্গে এবং এক কথায় পেয়ে থেনারদিয়ে মহাখুশী। একটু পরে কোসেত সে-ঘরে এল। জাঁ ভালজাঁ তার বোঁচকা খুলে, গরম ফ্রক, পেটিকোট, জুতো, মোজা, জামা, প্রভৃতি যাবতীয় পোশাক তাকে দিয়ে, তাড়াতাড়ি পরে নিতে

বলল। আট বছরের মেয়ের উপযুক্ত সমস্ত পোশাক সে প্যারি থেকে কিনে সঙ্গে ক'রে এনেছে—সমস্তই কালো রংএর। মাতৃ-বিয়োগের শোকবস্ত্র, তাই সমস্তই কালো রংএর।

ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতেই, কোসেত ও জ্যাঁ ভাল্‌জাঁ মঁফেরমেই ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। কোসেত একবারও ভাবল না সে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে। যার সঙ্গে সে যাচ্ছে, তাকে সে কোনদিন দেখেওনি, তাকে সে চেনেও না। তবুও বুঝেছিল সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই অপরিচিত লোকটিই তার আপনার।

॥ বাইশ ॥

জ্যাঁ ভাল্‌জাঁর সঙ্গে কোসেত চলে গেল। থেনারদিয়ে গেল থেনারদিয়ে-গিন্নীকে এই সুখবর দিতে যে, কোসেতের বাবদ সে পনের শ' ফ্রাঁ আদায় করেছে।

থেনারদিয়ে-গিন্নী কিন্তু খুব খুশী হ'লো না। বরং উল্টে ব'লে বসল—"মাত্র পনের শ' ফ্রাঁতে ছেড়ে দিলে! এটুকু বুঝলে না যে, পনের হাজার ফ্রাঁ চাইলেও ও লোকটা 'না' বলত না।"

থেনারদিয়ে কথাটা ভেবে দেখল। বলল—"ঠিকই তো! আমি একটা আস্ত গাধা! তা' না হ'লে এই সোজা কথাটা মাথায় এল না!"

ব'লেই সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। অনেকটা দুর যাবার পর

একটা জঙ্গলের ওপারে সে কোসেত ও জঁা ভাল্‌জঁাকে গিয়ে ধরল। পকেট থেকে ভাল্‌জঁার দেওয়া ব্যাঙ্ক নোট ক'খানা এগিয়ে ধরে বলল—

"নিন্ মশায়, আপনার টাকা—আমার কোসেতকে ফিরিয়ে দিন।"

—"তার মানে ?"

থেনারদিয়ে তাকে ফিরিয়ে নেবে শুনে কোসেত ভয়ে ভাল্‌জঁাকে আঁকড়ে ধরল।

"মানে এই,—পরে ভাল ক'রে ভেবে দেখলাম, ওর মা বিশ্বাস ক'রে ওকে আমাদের হাতে দিয়ে গেছে। তাকে ছাড়া আর কারও হাতে ওকে দেওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই। আর, ওর মা যদি মারাই গিয়ে থাকে, তার হাতের একখানা চিঠিও অন্তত চাই— ।"

জঁা ভাল্‌জঁা মুখে জবাব না দিয়ে পকেটে হাত দিল। থেনারদিয়ে ভাবল নিশ্চয়ই আরও টাকা তাকে দিতে যাচ্ছে। ভাল্‌জঁা চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। নিকটে অনেক দূর জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। সম্পূর্ণ নির্জন জায়গা। পকেট থেকে ভঁাজ করা একখানা কাগজ বের ক'রে থেনারদিয়ের হাতে দিয়ে বলল, "ঠিকই তো—একটা চিঠি,—তা' নিশ্চয়ই চাই। এই নিন্,—পড়ে দেখুন।"

এখানা ফাঁতিনের সেই শেষ চিঠি—থেনারদিয়েকে লেখা। পত্রবাহকের সঙ্গে কোসেতকে আসতে দিতে লিখেছিল।

এর পর থেনারদিয়েরের আর কিছু বলবার উপায় রইল না। যতদিন ফাঁতিন বেঁচে ছিল, কোসেতের নাম ক'রে অনেক টাকা সে তার কাছ থেকে আদায় করেছে। এই লোকটার কাছ থেকেও নানা অজুহাতে সে কিছু কম আদায় করেনি। আরও আদায় করবে মতলব ছিল। সে মতলব ফেঁসে যাওয়াতে সে এবার ক্ষেপে গেল। ভদ্রতার আবরণে কারণ দেখিয়ে টাকা আদায় করা আর চলে না। এবারে ভয় দেখিয়ে গুণ্ডামির পথ ধরল। হিংস্র পশুর মত লাফিয়ে উঠে বলল—"ও সব বুঝিনে, তুমি কে, তোমাকে চিনিওনে। সোজা কথা, হয় এক হাজার ক্রাউন দাও, না দাও কোসেতকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—" ব'লে কোসেতকে জোর ক'রে কেড়ে নেবার ভাব দেখাতেই জাঁ ভাল্জাঁ ডানহাতে তার লাঠিখানা শক্ত ক'রে ধ'রে, অন্য হাতে কোসেতকে ধ'রে —"চল কোসেত, আমরা যাই—" ব'লে, চলতে আরম্ভ করল।

থেনারদিয়ে এতক্ষণে জাঁ ভাল্জাঁর পালোয়ানী চেহারা এবং রকম-সকমে পরিষ্কার বুঝতে পারল, গুণ্ডামি ক'রে সুবিধা হবে না। মনে মনে খুব আফ্‌সোস হ'লো, আসবার সময় বন্দুকটা যদি হাতে ক'রে আসত!

।। তেইশ ।।

সেই দিনই সন্ধ্যায় কোসেতকে নিয়ে জ্যাঁ ভালজ্যাঁ প্যারিতে পৌঁছল। আগে থেকেই জ্যাঁ একখানা ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিল। ঘরখানা শহরের বাইরে প্রকাণ্ড একটা পুরানো ভাঙা বাড়ীতে। প্যারির এই অঞ্চলে অবস্থাপন্ন লোকজনের বড় একটা যাতায়াত নেই। এভাবে শহরের বাইরে গরীবানাভাবে থাকবার প্রধান উদ্দেশ্য, পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকা। কারণ জ্যাঁ ভালজ্যাঁ যতই সৎভাবে থাকুক না কেন, এবং যতই সৎকাজ ক'রে থাক, সে গ্যালি-পালানো কয়েদী—ধরা পড়লেই, যাবজ্জীবন গ্যালি-বাস। তা' ছাড়া সে ধরা পড়লে, কোসেতের উপায় কি হবে!

কোসেতকে নিয়ে জ্যাঁর সমস্যা অনেক। আট বছরের একটা মেয়েকে কি ভাবে মানুষ করবে, এ তার পক্ষে মস্ত একটা ভাবনার কথা। প্রথম কয়েকদিন কোসেতের হেসে, খেলা ক'রে, গল্প ক'রে, গান গেয়ে কাটল। এমন স্বাধীনতা সে কখনো তো পায়নি! ক্রমে, একটু একটু ক'রে জ্যাঁ নিজে তাকে লেখা-পড়া শেখাতে আরম্ভ করল। তার নিজের অক্ষর পরিচয় হয় জেলে। মানুষের তৈরি সমাজের উপর তখন তার প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা ছিল প্রবল। লেখাপড়া শিখেছিল, জ্ঞানের জন্য নয়—মানুষের উপর আরও ভাল ক'রে প্রতিশোধ নিতে পারবে

ব'লে। কোসেতকে পড়াতে পড়াতে অতীত দিনের এই সব কথা মনে পড়লে, সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

এই বাড়ীর আর এক ঘরে এক গরীব বৃদ্ধা থাকত। সে ভালজ্‌াঁ ও কোসেতের ঝির কাজ ক'রে দিত। বাড়ীর যিনি মালিক তিনিও হচ্ছেন এক বৃদ্ধা। তাঁর স্বভাবের বিশেষত্ব হচ্ছে, সমস্ত তাতেই তাঁর কৌতূহল। জাঁ ভালজ্‌াঁ এবং কোসেতও তাঁর কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ভালজ্‌াঁ বাড়ীতে না থাকলে, কোসেতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কি জিজ্ঞেস করত। বেচারী কোসেত, তুনিয়ার কোন খবরই সে জানে না। জ্ঞান হওয়া থেকে সে থেনারদিয়েদের কাছে ছিল। তাদের নির্দয় ব্যবহারের কথাই সে জানে। আর জানে, এই ভদ্রলোকই তাদের কাছ থেকে তাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। কে ইনি সে তা জানে না। কাজেই অনেক চেষ্টা ক'রেও কোসেতের কাছ থেকে বাড়ীওয়ালী কোন কথা আদায় করতে পারল না। যেটুকু জানল সেটুকু এই—এরা মঁফেরমেই থেকে এসেছে।

বৃদ্ধাটি শেষে জাঁ ভালজ্‌াঁর চলাফেরার উপর লক্ষ্য রাখতে লাগল। একদিন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে,—জাঁ ভালজ্‌াঁ তার লম্বা পকেট হাতড়ে সুচ সুতো আর কাঁচি বের করল। তারপর জামার ভিতরদিকের অস্তর কেটে হাজার ফ্রাঁর ব্যাঙ্কনোট বের করল। হাজার ফ্রাঁর ব্যাঙ্কনোট বুড়ী চর্মচক্ষে আর কখনও দেখেনি। সেই থেকে সে ভালজ্‌াঁর পিছনে আরও ভাল ক'রে লেগে রইল।

দিন কয়েক পরে জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁ তার প্রকাণ্ড ঝোলা-কোট একটা পেরেকে টাঙ্গিয়ে রেখে করাত দিয়ে কাঠ চিরছে—ঘরে এটা-ওটা রাখবার তাক করবে ব'লে। কোসেত একমনে ভাল্‌জ্যাঁর কাঠ-চেরাই দেখছে। বুড়ী এই ফাঁকে, কোটটা টিপেটাপে দেখে, অস্তরের মাঝে আরও ব্যাঙ্কনোট। আর দেখল, পকেটে সূচ, সুতো, কাঁচি তো আছেই, তা'ছাড়া একখানা বড় পকেট-বই আর প্রকাণ্ড একখানা ছোরা। আর আছে রকম রকম পরচুল। প্রত্যেকটি পকেটে এমন সব রকমারি জিনিস যে, যে-কোন অবস্থায় পড়লে, তার সাহায্যে একটা উপায় ক'রে নেওয়া যেতে পারে।

বুড়ী তখন গোপনে পুলিসের কাছে সমস্ত কথা জানাল। এই থেকে আবার জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁর পিছনে পুলিসের লোক ঘুরতে লাগল। কে এই লোকটি! এত টাকাই বা কোথায় পায়, আর পকেটে ঐ সমস্ত চুরি-ডাকাতির সাজসরঞ্জামই বা কেন? এত টাকা থাকতে, শহরের মাঝখানে ভাল বাড়ীতে না থেকে সহরতলীতে পুরনো ভাঙা বাড়ীতেই বা থাকে কেন!

প্যারির যে-অঞ্চলে জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁ কোসেতকে নিয়ে বাস করছে, সেই অঞ্চলে একটা সরকারী ইঁদারার ধারে এক গরীব সাধু ব'সে ব'সে ভগবানের নাম জপ করত, আর ভিক্ষে করত। যেখানটায় সে বসত, ভাল্‌জ্যাঁ যখনই সে-পথ দিয়ে যেত, তাকে কিছু-না-কিছু দান ক'রে যেত। কখনও কখনও এক-আধটা কথাবার্তা বলত। লোকটির বয়স সত্তর-পঁচাত্তর। অন্য লোকে কিন্তু বলত সাধু

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ত্রে থেনারদিয়েদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়,
ই রাত্রেই ও-বাড়ী ছেড়ে তার এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে
ারি এসে আইন পড়ার সময় তার একটা বন্ধুমহল
এরা রাজনৈতিক মতে নব্যপন্থী। ফ্রান্সের প্রচলিত
হা ও প্রতিষ্ঠিত রাজার বিরোধী। এরা ভিতরে ভিতরে
বের আয়োজন করছিল। এ দলে অনেক চরিত্রবান
ান করেছিল। মারিয়ুসের বন্ধুবান্ধব বলতে এরাই।
য়ে সম্বন্ধে তার বাবা যে শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন,
যতদিন সে নির্জন হাজতে ছিল মারিয়ুস তাকে এক
হায্যে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিত।
বশ্য জানত না কে এই টাকা পাঠায়।

ঠাৎ একদিন এপোনিনের সঙ্গে দেখা। তার বিরুদ্ধে
ধের প্রমাণ না থাকায় সে ছাড়া পেয়েছে। এই
াহায্যে সে কোসেতের বাড়ীর সন্ধান পায়। তখন
মাঝে কোসেতের সঙ্গে তার গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ
র মধ্যে ভালবাসা জন্মায়—জাঁ ভালজাঁ কিন্তু তার
না। তার কারণ সে কিছুদিন অন্তর অন্তর খরচের
র জন্য দু-চার দিনের জন্য অন্যত্র চলে যেত। তার
সময়েই কোসেত এবং মারিয়ুসের দেখা হ'ত।

১৮৩২ সালের ৩রা জুনের কথা। শৃঙ্খালা-কোর্ট
বিপ্লবের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ ক'রে এনেছে ।রছে—ঘরে
ক'রে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। মারিয়ুস ভাল্‌জাঁর
দেখা করতে গিয়েছে, এপোনিনও দূর থেকে তার দেখে,
এসে বাড়ীর বাইরে পাঁচিলের ফটক পর্যন্ত এ।সূচ,
দাঁড়িয়ে থাকল। সে মারিয়ুসের খুব কাছাকাছি থাআর
না। তার মনে হ'ত তার মত একটা রাস্তার ভিাল।
মারিয়ুসের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে ান
চলাফেরা করলে তার সম্মানের হানি হয়। মারিয়ুসেতে
রকমে সাহায্য করতে সে সর্বদাই প্রস্তুত। সেজ
অনেক সময় টাকা-পয়সা দিতে চাইলেও সে নিত না া।
ঠিকানা সে-ই মারিয়ুসকে সন্ধান করে দিয়েছে। তারতে
সন্ধান পেয়ে থেনারদিয়ে আবার কোসেতের কোপায়,
করে এই ভয়ে সে এপোনিনকে বিশেষ ক'রে অনুেন ?
যেন ও-কথা থেনারদিয়ের কাছে প্রকাশ না করে।কে
কথা দিয়েছে, কোসেতের খবর তার বাপকে কখনও

রাত প্রায় দশটা। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ছয় জছে,
ফটকের কাছে জমা হ'লো। দলের প্রধান পাণ্ডা হ'সে
খুলে ভিতরে ঢুকতে যাবে, অমনি একটা জীর্ণ-ীয়
অন্ধকারের মাঝ থেকে এসে বাধা দিল। সে এপোছু

এপোনিনকে দেখে থেনারদিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ।
কেন রে? কি করছিস?"

বেশধারী বৃদ্ধটি পুলিসের চর। একদিন সন্ধ্যের পর জঁা ভাল্‌জঁা বাসায় ফিরছে। পথে বৃদ্ধকে, অভ্যাস মত কয়েকটা সো দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার আলোতে তার মুখ দেখে ভাল্‌জঁা চমকে উঠল। এ তো সেই বৃদ্ধ সাধু নয়—এ যে জাভের

।। চব্বিশ ।।

তুলোঁর সমস্ত লোকে জানে জঁা ভাল্‌জঁা সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। ঐ ঘটনার সময় জাভের উপস্থিত না থাকলেও, যে-অবস্থায় জঁা ডুবে যায় জাভের তার সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত ভাবে শুনেছে। তার বিশ্বাস, জঁা ভাল্‌জঁা মরেনি—এই ফন্দি ক'রে সে পালিয়েছে। সেই সন্দেহে সে বাড়ীওয়ালী বুড়ীর কাছে খবর পেয়ে, লোকটি কে দেখবার জন্য বৃদ্ধ সাধুকে সরিয়ে দিয়ে, নিজে তার জায়গায় বৃদ্ধ সেজে বসেছিল।

জাভেরকে দেখে ভাল্‌জঁার আবার সেই পুরানো দুশ্চিন্তা আরম্ভ হ'লো। পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র লোক যে তাকে চেনে। ভাবনা-চিন্তায় সে-রাত কেটে গেল। পরদিন ভাল্‌জঁাকে বাড়ীওয়ালী বুড়ী কথায় কথায় জানিয়ে গেল অন্য এক ঘরে ভাড়াটে এসেছে। জঁার সন্দেহ হ'লো। নতুন ভাড়াটে সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলায় যাবার সময়, জঁা ভাল্‌জঁা তার নিজের ঘর

থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল—নতুন ভাড়াটে আর কেউ নয়, জাভের!

রাত্রের অন্ধকার কিছু গাঢ় হয়ে এলে, জাঁ কোসেতকে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। খোলা রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না। অতি সাবধানে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে, রাস্তার ধারের গাছের অন্ধকার দিয়ে চলতে লাগল, আর বার বার দেখতে লাগল কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা। সে এমন এমন গলি-ঘুঁজি দিয়ে যেতে লাগল, যাতে কেউ সত্যসত্যই তার পিছু নিয়ে থাকলেও সহজে তাকে ধ'রে উঠতে পারবে না। এইভাবে কিছুক্ষণ চলবার পর, একটু আগে জাঁ ভাল্‌জাঁ যে ল্যাম্প-পোষ্ট ছাড়িয়ে এসেছে, তারই নীচে তিনজন লোককে দেখতে পেল। এদের মধ্যে একজন জাভের। আরও একজন লোক এদের সঙ্গে যোগ দিল। এবার চারজনে চৌমাথা রাস্তায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। বোঝা গেল, এরা জাঁ ও কোসেতকে তখনও দেখতে পায়নি।

ওরা পরামর্শ করছে চৌ-রাস্তার কোন্‌ রাস্তা দিয়ে এগুবে। এই অবসরে, জাঁ কোসেতকে নিয়ে, আর এক সরু গলিপথ দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। কোসেত কোন প্রশ্ন না ক'রে ভাল্‌জাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—কিন্তু এত ছুটোছুটিতে সে ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল।

কোসেতকে নিয়ে জাঁ ভাল্‌জাঁ সীন নদীর সাঁকোর কাছে এসে পড়ল। সাঁকো-রক্ষীকে পারানির পয়সা দিয়ে, সাঁকো পার

হয়ে নদীর ওপারে গিয়ে উঠল। একখানা গাড়ীও তখন সাঁকো পার হয়ে যাচ্ছিল। গাড়ীর আড়ালে আড়ালে অন্ধকারে জঁা আরও অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। এইভাবে কিছুদূর এগিয়ে, পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখল জাভেরের দল তখন সাঁকোর ওপারে এসে পৌঁছেছে। জঁা তাড়াতাড়ি আবার একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। এর পরই তার বিপদ চরম অবস্থায় পৌঁছাল। যে-গলিতে সে ঢুকল, কতক দূর গিয়ে সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে—সামনে প্রকাণ্ড এক উঁচু দেওয়াল। সামনে এগুনোর উপায় বন্ধ—দেওয়ালের পাশ দিয়ে, ডান ধারে বা বাঁ ধারে অবশ্য যাওয়া যেতে পারত। কিন্তু জঁা দেখল একধারে দেওয়ালের কোণে এক সিপাই এর মধ্যেই অন্যপথ দিয়ে পৌঁছে গেছে। আর এক ধারেও প্রকাণ্ড এক ছায়ামূর্তি—সে জাভের। ভাল্‌জঁা এবং কোসেত ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। কাজেই তাদের কেউ তখনও এদের দেখতে পায়নি।

একটু পরেই দূরে দেওয়ালের পাশের রাস্তা ধ'রে সাত-আট জন সিপাই বন্দুকে সঙ্গিন চড়িয়ে ভারি ভারি পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। জঁার আর বেশীক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। সে দেওয়ালের যে-অংশ ডান দিকে চলে গিয়েছে, সে-দিকটা ভাল ক'রে দেখল। দেওয়ালটা তিন চার মানুষ সমান উঁচু। দেওয়ালের ভিতর দিকে একটা বড় লেবু গাছ। আর দেখতে পেল খানিকটা দূরে এক ল্যাম্পপোস্টে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা তেলের লণ্ঠন। আলোটা নিভে গেছে। জঁা

পকেট থেকে ছুরি বের ক'রে লণ্ঠনটা দড়ি থেকে কেটে আস্তে আস্তে মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর সেই দড়ির সঙ্গে কোসেতের কোমর বেঁধে ফেলল। এত সব কাণ্ড কারখানা দেখে কোসেতের খুবই ভয় করছিল। ভাল্‌জাঁ চুপি চুপি তাকে বলল, "এক্কেবারে চুপ, নইলে মাদাম থেনারদিয়ে ধ'রে নিয়ে যাবে।" মাদাম থেনাদিয়ের নাম ক'রে ভয় দেখানো কোসেতের কাছে জুজুর ভয়ের চেয়েও বেশী। সে আর একটুও শব্দ করল না।

গাঁ জাঁ প্রথমে তার জুতো খুলে, জুতো-জোড়া দেওয়াল টপকে ভিতরের দিকে ফেলে দিল। তারপর দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে দেওয়ালের একটু-আধটু খাঁজে খোঁজে পায়ের গোড়ালি এবং কনুই দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় উপরে উঠে গেল। তিন-চার মানুষ সমান উঁচু খাড়া দেওয়াল বেয়ে উঠে যাওয়া যে-সে লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তুলোঁর পাকা কয়েদীদের সঙ্গে থাকার সময় জেল থেকে পালানোর অনেক কৌশল সে আয়ত্ত করেছিল। এইভাবে দেওয়াল বেয়ে ওঠা তার মধ্যে একটা। তারপর জাঁ সেখানে হাঁটু গেড়ে ব'সে দড়ি ধ'রে অতি সন্তর্পণে কোসেতকে উপরে তুলে নিল। দেওয়ালের গায়েই লাগোয়া একটা চালাঘর, কোসেতকে পিঠের উপর চাপিয়ে ঢালু চালা বেয়ে সেই বড় লেবু গাছের গুঁড়ির কাছে পৌঁছল। এই সময় দেওয়ালের বাইরে জাভেরের গলা শোনা গেল। সে তার সিপাইদের হুকুম দিচ্ছে, "ডাইনে এগিয়ে যাও—বাঁ দিকের পাহারা মোতায়েন আছে।"

জঁা ভালজঁা লেবু গাছের গুঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে তৎক্ষণে দেওয়ালের ভিতর দিকে নীচে নেমে পড়ল।

জাভের সদলবলে অনেকক্ষণ ধ'রে একবার এদিক একবার ওদিক খোঁজাখুঁজি করল, তাদের চলাচলের শব্দ শোনা যেতে লাগল। শীতের রাত আরও গভীর হয়ে এল, পুলিসের জুতোর মচ্‌মচানিও শেষে থেমে গেল। চারিদিক আস্তে আস্তে জমাট নিস্তব্ধতায় ভরে গেল।

॥ পঁচিশ ॥

কোসেতের খুব শীত করছে। বেচারী সন্ধ্যে থেকে ছুটে ছুটে, ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেই সন্ধ্যে থেকে ব্যাপারটা কি যে হ'লো, সে কিছু বুঝতে না পারলেও রকম-সকম দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। কোসেত ঘুমিয়ে পড়েছে, জঁা তার কোটটা দিয়ে কোসেতকে ঢেকে রেখে এদিক-ওদিক দেখতে বেরল— কোথায় তারা এসেছে। পুরানো ভাঙাচোরা চালা, সামনেই অনেকটা খোলা জায়গা, এবং একদিকে মস্ত একটা বাড়ী। সমস্তটাই উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

ভালজঁার মনে হ'লো, সে যেন একটা টুং টুং শব্দ শুনতে পাচ্ছে—কতকটা গরুর গলার ঘণ্টার শব্দের মত। সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে খোলা জায়গা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে, সামান্য

সামান্য চাঁদের আলোতে দূরে যেন একটা লোক দেখা গেল। লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে, তার চলার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজছে। জ্যঁা একশ' ফ্র্যাঁর একখানা নোট হাতে নিয়ে লোকটার কাছে এগিয়ে এসে, নোটখানা দেখিয়ে বলল—"একশ' ফ্র্যাঁ দিচ্ছি, রাতটুকুর জন্য আমাকে আশ্রয় দাও।"

খোঁড়া লোকটি জ্যঁা ভাল্‌জ্যাঁকে তখনও দেখতে পায়নি। হঠাৎ এরকম ভাবে মানুষের কথা শুনে চমকে গিয়ে জ্যঁার মুখের দিকে তাকাল—মেঘের ফাঁক দিয়ে তখন চাঁদের আলো বেরিয়েছে।

"একি! ফাদার মাদ্‌লিন! আপনি এখানে?"

একজন অপরিচিত লোকের মুখে তার এই নাম শুনে, জ্যঁা কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু এ অবস্থায় ভয় পেলে বা ইতস্ততঃ করলে চলবে না। জ্যঁা লক্ষ্য ক'রে দেখল, লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ চাষীর মত। বাঁ পায়ের হাঁটুর সঙ্গে একটা ঘণ্টা ঝুলছে। সে বৃদ্ধ এবং খোঁড়া।

ভাল্‌জ্যঁা কিছুতেই তাকে চিনতে পারছে না দেখে, বৃদ্ধ নিজেই তার পরিচয় দিল। সে সেই গাড়ী-চাপা-পড়া ফশেল্‌ভ্যাঁ। বোঝাই গাড়ীর নীচে প'ড়ে পা খোঁড়া হয়ে গেলে, মাদ্‌লিন তাকে সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে চাকরি জুটিয়ে দেন। সেই থেকে সে এই মঠেই আছে। মঠে সমস্তই স্ত্রীলোক, বয়স্থা মেয়েরাও আছে, পুরুষের মুখ দেখা তাদের নিষেধ। ফশেল্‌ভ্যাঁর হাঁটুর সঙ্গে ঘণ্টা বাঁধার কারণ, সে বৃদ্ধ হ'লেও পুরুষ মানুষ তো! মঠবাড়ীর

দিকে গেলে ঘণ্টা বাজতে থাকবে, সেই ঘণ্টা শুনে মেয়েরা সরে যাবে। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল-ঘেরা অনেকখানি জায়গার উপর প্রকাণ্ড মঠবাড়ী। তার মধ্যে চাষের ক্ষেত, ক্ষেতে ফুটির চাষ হয়েছে। রাত্রে বরফ পড়ার আশঙ্কা আছে, সেইজন্য ফশেলভঁ্যা এত রাতেও ফুটিগুলো ঢেকে দিতে বেরিয়েছে।

মঠের সন্ন্যাসিনীরা বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন না। ফশেলভঁ্যাও মঠের বাইরের কোন খোঁজখবর রাখে না। মেয়র মাদ্‌লিন যে এর মাঝে তুলোঁর কয়েদী জঁা ভাল্‌জঁা হয়ে আবার তুলোঁয় চালান হয়ে গেছেন—সে-খবর কেউই এরা জানত না।

ফশেলভঁ্যা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু এখানে আপনি কি ক'রে এলেন? কোন পথ দিয়েই বা এলেন?"

ফশেলভঁ্যা কথাবার্তায় বার বার সেই পূর্বকৃত উপকারের উল্লেখ করছে দেখে জঁার অনেকখানি আশা হ'লো। সে ফশেলভঁ্যার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে সোজা ভাবেই বলল, "ফাদার ফশেলভঁ্যা, একদিন আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম, আজ ইচ্ছে করলে তুমিও আমার সেই রকম উপকার করতে পার।"

জঁার মুখের দিকে চেয়ে ফশেলভঁ্যা তার সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে কিছু একটা হয়তো আন্দাজ ক'রে নিল। তারপর উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠল—"আমি আপনার উপকার করতে পারি! তাই যদি হয়, ভগবানের অশেষ করুণা বলতে হবে—বলুন কি করতে হবে? যা বলবেন তাই করতে প্রস্তুত।"

—"প্রথম, আমার সম্বন্ধে তুমি যা জানো কারও কাছে তা প্রকাশ করবে না। দ্বিতীয় কথা, আমার কথা আর কিছু জানতে চেষ্টা ক'রো না।"

—"বেশ, তাই হবে। আপনিই আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন, আপনিই আমাকে এই মঠে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আরও জানি, আপনি দয়ালু ধার্মিক, ভগবানের প্রিয়পাত্র। এর বেশী আর কিছু আমার জানার প্রয়োজন নেই।"

এরপর তারা দু'জনে কোসেতকে নিয়ে ফশেলভ্যাঁর ঘরে গেল। মঠের সীমানার একপ্রান্তে ভাঙা, পোড়ো চালাঘরের মাঝে খান দুই ছোট কামরা ফশেলভ্যাঁর থাকবার জায়গা। সেখানে কোসেতকে একটা খড়ের বিছানায় শুইয়ে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর ঘরে আগুন জ্বালা হ'লো। দু'জনে তখন কিছু রুটি এবং পনির খেয়ে আগুনের ধারে আরাম ক'রে বসল।

বৃদ্ধ ফশেলভ্যাঁ বলতে লাগল, "কিন্তু, ফাদার মাদ্‌লিন, আপনি লোকের প্রাণ রক্ষা করেন, অথচ আর তাদের শেষে চিনতেই পারেন না। এ বড় অন্যায় কথা! যাদের প্রাণ রক্ষা করেন, তারা কিন্তু আপনাকে ভোলে না।"

॥ ছাব্বিশ ॥

কোসেত ঘুমিয়ে পড়ল। খড় বিছিয়ে বিছানা ক'রে ফশেলভ্যাঁ এবং জাঁ ভালজাঁও সে রাত্রের মত শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে জাঁ ভাবতে লাগল, এখানেই কি থেকে যাওয়া যায় না? মঠের সীমানার মধ্যে বাইরের লোক আসে না, কাজেই এখানে থাকলে কেউই আর আমার সন্ধান পাবে না। কোসেতেরও একটা ব্যবস্থা হতে পারে। মঠের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা পরিচালিত মেয়েদের ইস্কুল এবং ছাত্রীনিবাস আছে, সেখানে তাকে ভর্তি ক'রে দিলে তার শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা হয়। জাঁ তার কথাটা ফশেলভ্যাঁর কাছে উত্থাপন করতে ফশেলভ্যাঁ বলল—ভাই ব'লে পরিচয় দিয়ে কোনও একটা ফন্দিতে ভালজাঁকে তার সঙ্গে রাখবার অনুমতি সে মঠের কর্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে। কোসেতকে ভর্তি করানো, সে তো আরও সহজ। কিন্তু, তা করতে হ'লে, এদের দু'জনকেই সদর দরজা দিয়ে ভিতরে আসতে হবে। এদের তাহলে বাইরে গিয়ে প্রধানার অনুমতি নিয়ে প্রকাশ্যভাবে ভিতরে আসতে হবে। সেইখানেই যত মুস্কিল।

ফসেলভ্যাঁ বলল—"কোসেতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হাতগাড়ী ভর্তি ক'রে ঘাস-আগাছা বাইরে ফেলতে যাবার সময়, তার মধ্যে তাকে শুইয়ে ঘাস-চাপা দিয়ে বাইরে বের ক'রে নিয়ে যেতে

পারব।" তার জানাশুনা এক ফলওয়ালী বুড়ী আছে, তার কাছে কোসেতকে রেখে আসবে—বলবে তার ভাইঝি।—কিন্তু জঁা ভাল্‌জঁাকে বাইরে বের ক'রে দেয় কি করে!

এই সময় মঠবাড়ীতে ঢং ঢং ক'রে তিনবার ঘণ্টা বেজে উঠল। এই রকম ঘণ্টা বাজলে বুঝতে হবে মঠের প্রধানা ফশেলভ্যাঁকে ডাকছেন। ফশেলভ্যাঁ তার ঘন্টিটা হাঁটুর সঙ্গে ঝুলিয়ে তাড়াতাড়ি মঠবাড়ীর দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল।

যাবার সময় জঁা ভাল্‌জঁাকে সাবধান ক'রে দিয়ে গেল, সে যেন ঘর থেকে কিছুতেই বাইরে না আসে—কোসেতও না।

মঠবাড়ীর একটা স্বতন্ত্র ঘরে একমাত্র প্রধানার সঙ্গে ফশেল-ভ্যাঁর দু'চারটে কাজের কথা হয়। অন্য সন্ন্যাসিনীরা তার হাঁটুতে ঝোলানো ঘণ্টার শব্দ পেলেই যে যেদিকে পারেন আড়ালে সরে যান। প্রধানা ফশেলভ্যাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন। সে আসতেই তিনি বললেন,—ভোরের দিকে মঠের এক সন্ন্যাসিনী মারা গেছেন। তাঁর ইচ্ছে সন্ন্যাসিনীর মৃতদেহ মঠের মাঝে গির্জার প্রাঙ্গণেই সমাধি দেওয়া হয়। এইখানে আরও অনেক সন্ন্যাসিনীর সমাধি আছে। কিন্তু ফরাসী সরকার সম্প্রতি আইন জারি করেছেন—সমস্ত মৃতদেহই সাধারণ কবরস্থানে কবর দিতে হবে—মঠের মধ্যে কবর দেওয়া আইনবিরুদ্ধ। ফশেলভ্যাঁ তাঁদের বিশ্বাসী অনুচর, তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'লো ফশেলভ্যাঁর সাহায্যে মৃত সন্ন্যাসিনীর দেহ গির্জাপ্রাঙ্গণেই কবর দেওয়া হবে। লোক-দেখানোর জন্য কফিন এবং কফিন ব'য়ে নেবার গাড়ী অবশ্য

আসবে। সে কফিনের মধ্যে মাটি আর পাথর ভ'রে ভারি ক'রে রাখা হবে। এ সমস্ত গোপন ব্যবস্থার কথা একমাত্র ফশেলভঁ্যা জানবে—আর কাউকে জানতে দেওয়া হবে না।

ফশেলভঁ্যা সসম্ভ্রমে প্রধানার কথায় রাজি হ'লো, এবং এই সুযোগে সে তার নিজের একটা প্রার্থনা জানিয়ে রাখল। তার প্রার্থনা—

সে একে খোঁড়া মানুষ, তার উপর তার বয়স হয়েছে। যে পরিমাণে পরিশ্রম করলে মঠের জমিতে ভাল চাষ-আবাদ করা যায়, সেরকম খাটবার শক্তি তার নেই। তার এক ভাই আছে, তাকেও একসঙ্গে মঠে থাকতে দিলে দু'জনে মিলে অনেক বেশী কাজ করতে পারবে। তার ভাইএর গায়ে বেশ জোর—চাষের কাজ জানে ভাল। আর তার ভাইএর একটা নাতনী আছে, তাকে মঠের ইস্কুলে ভর্তি করাবে। মেয়েটি যেন দেবকন্যা—শিক্ষা পেলে সেও কালে সন্ন্যাসিনী হয়ে আজীবন মঠেই থেকে যাবে।

ফশেলভঁ্যার দুই প্রস্তাবেই প্রধানা রাজী হলেন। বললেন, "মৃত সন্ন্যাসিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেলে, কাল তোমার ভাই আর তার নাতনীকে নিয়ে এসো।"

প্রধানার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক ক'রে ফশেলভঁ্যা ফিরে এসে সমস্ত কথা জঁা ভালজঁাকে জানাল।

কোসেতকে কি ক'রে বাইরে বের ক'রে নিয়ে যাবে, তা' তো আগেই ঠিক হয়ে ছিল। জঁা ভালজঁাকে নিয়েই হয়েছিল মুস্কিল—এবার তারও একটা উপায় হ'লো। ভালজঁা প্রস্তাব করল,

কফিনের বাক্সে মাটি ভর্তি না ক'রে, রাত্রের অন্ধকারে ফশেল-ভঁ্যার সঙ্গে গিয়ে সে নিজেই তার মধ্যে শুয়ে থাকবে। আসলে যে সন্ন্যাসিনীর জন্য কফিন, তাঁর দেহ তো মঠের মধ্যে গির্জার উঠানে সমাধি দেওয়া হবে। কফিনের বাক্স মাটিভর্তি ক'রে ভারি করা হবে এই রকম ব্যবস্থা ছিল। ঠিক হ'লো মাটির বদলে জঁ। ভাল্‌জঁ। বাক্সের মধ্যে শুয়ে থাকবে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য বাক্সে কয়েকটা ছেঁদা এক ফাঁকে ফশেলভঁ্যা ক'রে রাখবে। আর বাক্সের ঢাকনিও আলগা ভাবে পেরেক ঠুকে বন্ধ করা হবে—যাতে সহজেই খুলে ফেলতে পারা যায়।

ফশেলভঁ্যা প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজি হতে চায়নি। কারণ ভাল্‌জঁার এতে বিপদের সম্ভাবনা নিতান্ত কম নয়। অথচ আর কোন উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত এইভাবেই ভাল্‌জঁাকে মঠের বাইরে বের ক'রে নেওয়াই স্থির হ'লো।

কফিনের বাক্সে বন্ধ হয়ে কবরখানা পর্যন্ত যাওয়ার মধ্যে আর কোন হাঙ্গামা নেই। সঙ্গে একমাত্র ফশেলভঁ্যা থাকবে, সন্ন্যাসিনীরা কেউ কখন মঠের বাইরে যান না। এর পর কফিনের বাক্স থেকে বেরিয়ে আসবার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী কবরখানার কর্মচারী, যার উপর কবরের গর্ত কাটার এবং তাতে কফিন নামিয়ে মাটিচাপা দেবার ভার, ফশেলভঁ্যার সঙ্গে তার খুব জানাশুনা আছে। মতলবটা হ'লো, কবরে মাটি ফেলবার আগে এই লোকটিকে ফশেলভঁ্যা তার সঙ্গে এক গ্লাস মদ খেতে নিমন্ত্রণ করবে। মদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ সে অবশ্যই রাখবে। না রাখার কোন

কারণ থাকতে পারে না—বিশেষতঃ অন্যের পয়সায় মদ। তারপর একবার মদ খেতে বসে গেলে, এক গ্লাসের পর আর-এক গ্লাস, আরও এক গ্লাস, এমনি ক'রে যে পর্যন্ত না সে একেবারে মাতাল হয়। তখন ফশেলভ্যাঁ প্রস্তাব করবে, "আচ্ছা ভাই, তুমি না হয় বাড়ী যাও, আমিই তোমার হয়ে কফিনটায় মাটি দিয়ে আসছি।" এ প্রস্তাবেও তার রাজি না হবার কারণ নেই। ফশেলভ্যাঁ তখন কবরখানায় এসে বাক্স থেকে জাঁ ভালজাঁকে বের ক'রে নেবে। সমস্তই বেশ পরিষ্কার সোজা ব্যবস্থা—কোথাও বাধা পড়বার কথা নয়।

কবরখানায় পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্তই বেশ ঠিকমত হ'লো। কবরের গর্তে কফিন নামিয়ে দেওয়া হ'লো। পাদরী যথারীতি প্রার্থনা সেরে চলে গেলেন—বাকি থাকল শুধু মাটি চাপা দেওয়ার কাজ। পাদরী চলে গেলে ফশেলভ্যাঁ এবং কর্মচারী সেখানে থাকল। এ কর্মচারী নতুন লোক, ফশেলভ্যাঁর অপরিচিত। নতুন লোক দেখে ফশেলভ্যাঁ কি করবে ভেবে পায় না—এদিকে মতলব ভেস্তে গেলে জাঁ ভালজাঁর জীবন্ত সমাধি।

যাই হোক, ফশেলভ্যাঁ খুব বিনীতভাবে তাকে একগ্লাস মদ খেতে নিমন্ত্রণ করল—লোকটি কোনও জবাব না দিয়ে কোদালি দিয়ে ঝপাঝপ মাটি ফেলতে আরম্ভ ক'রে দিল।

বাক্সের মধ্যে জাঁ ভালজাঁ এদের সমস্ত কথাই শুনল, আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক কোদালি মাটিও বাক্সের উপরে এসে পড়ল।

ভাল্‌জাঁর তখন প্রায় দমবন্ধ হবার মত অবস্থা। ফশেলভঁ্যাও ভেবে পাচ্ছে না, কি ক'রে মাটি ফেলা বন্ধ করা যায়।

দারুণ উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে আশার একটা ক্ষীণ আলো দেখা দিল। ফশেলভঁ্যা দেখল, কর্মচারীটির পকেট থেকে একখানা সাদা কার্ডের খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। কার্ডখানা হচ্ছে, সন্ধ্যের পর কবরখানা থেকে বাইরে যাবার ছাড়পত্র। দিনের বেলায় যে-কোন লোক কবরখানার ভিতরে আসতে পারে বা বাইরে যেতে পারে। কিন্তু কোনও প্রয়োজনে যদি কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসতে রাত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এই কার্ড সঙ্গে থাকা চাই। ফটকের পাহারাদারকে দেখাতে হয়।

নতুন কর্মচারী মদখাওয়ার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে একমনে কবরে মাটি ফেলছে, এরই মাঝে এক ফাঁকে ফশেলভঁ্যা কার্ডখানা তার পকেট থেকে তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল। তারপরই ফশেলভঁ্যা ব'লে উঠল—"তাই তো, বড় দেরি হয়ে গেল, এক্ষুণি ফটক বন্ধ হয়ে যাবে—তোমার কার্ড সঙ্গে আছে তো?"

কর্মচারী "হ্যাঁ" ব'লে, পকেট হাত্‌ড়ে আর কার্ড পায় না। বিব্রত হয়ে বলল—"দেখ্‌ছি বাড়ীতে ফেলে এসেছি। আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল তো।—ফটকে কার্ড না দেখাতে পারলে বিশ ফ্রাঁ জরিমানা হয়ে যাবে।"

ফশেলভঁ্যা উপদেশ দিল—"দৌড়ে কার্ডখানা নিয়ে এস না—আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করছি।"

কর্মচারী তখন ফশেলভ্যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে দৌড়ে কার্ড আনতে গেল। কবরখানার ফটক তখনও বন্ধ হয়নি। সে চলে যেতে ফশেলভ্যাঁ হেঁট হয়ে ডাকল, "মঁশিয়ে মাদ্‌লিন?"

কোনও উত্তর নেই। সে লাফ দিয়ে কবরের মধ্যে নেমে গেল। কবর-খোঁড়া গাঁইতির এক চাড় দিয়ে বাক্সের ডালা খুলে ফেলে সভয়ে দেখল, মাদ্‌লিনের দেহ নিষ্প্রভ অসাড়।

"মঁশিয়ে মাদ্‌লিন! হায় হায়! শেষে আমি কি তোমাকে হত্যা করলাম! এক সময় তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, আমি হতভাগ্য, নির্বোধ, আমা হতে তোমার জীবন নষ্ট হ'লো!"

এতক্ষণ বাক্সে বন্ধ ছিল, এখন বাইরের হাওয়া পেয়ে জাঁ ভাল্‌জাঁর অচৈতন্য ভাব কেটে জ্ঞান ফিরে এল—সে চোখ মেলে চাইল। পরমুহূর্তে ফশেলভ্যাঁর সাহায্যে কবর থেকে উপরে উঠে এল।

দুইজনে তাড়াতাড়ি কবর ভরাট ক'রে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ফিরবার পথে—কার্ডখানা অবশ্য সেই কর্মচারীকে পৌঁছে দিয়ে গেল।—বলল, "কার্ডখানা কবরের কাছেই পড়েছিল, বোধ হয় মাটি কাটবার সময় পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।" তাকে আরও জানিয়ে দিয়ে গেল যে,—কবরেও সে মাটি ভর্তি ক'রে দিয়ে এসেছে।

লোকটি একান্ত কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, "তুমি ভাই সত্যিই বড় সদাশয় ব্যক্তি।"

পরদিন প্রধানা সন্ন্যাসিনীর অনুমতিক্রমে ফটকের পথে ফশেলভ্যাঁ জঁা ভালজঁা এবং কোসেত এই তিনজন মঠে প্রবেশ করল। কোসেত ছাত্রীনিবাসে আশ্রয় পেয়ে লেখাপড়া করতে লাগল—আর জঁা ভালজঁা হ'লো ফশেলভ্যাঁর সহকারী। তার হাঁটুর সঙ্গে ঝোলাবার জন্য আর এক জোড়া ঘণ্টা আনানো হ'লো।

এখন থেকে জঁা ভালজাঁর পরিচয় হ'লো ফশেলভ্যাঁর ভাই —উল্‌তিমুস ফশেলভ্যাঁ। উল্‌তিমুস নামে সত্যিই ফশেলভ্যাঁর এক ভাই ছিল—সে ভাই তার বেঁচে নেই। কোসেত তার নাতনী উল্‌তিমুস ফশেলভ্যাঁর মেয়ের মেয়ে।

এখন থেকে জঁা ভালজাঁর আবার এক শান্তিময় জীবন আরম্ভ হ'লো। কোসেতেরও আনন্দে দিন কাটতে লাগল।

ভালজাঁর পরিশ্রমে ও যত্নে মঠের ক্ষেতে অনেক তরি-তরকারির চাষ হতে লাগল। ফলের বাগানেও নতুন নতুন কলমের গাছ লাগানো হ'লো। বাইরের সঙ্গে জাঁর কোন সম্পর্ক থাকল না,—উপরে আকাশ, আশপাশের গাছপালা, আর নিজের হাতে চাষকরা ক্ষেত, এই নিয়েই তার দৈনন্দিন জীবন।

কোসেত অবশ্য রোজ একঘণ্টার জন্য তার দাদামশায়ের কাছে আসবার অনুমতি পেয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই কোসেতের মনমরা সশঙ্কভাব কেটে গেল। হাসি, ছুটাছুটি, খেলাধুলার অফুরন্ত আনন্দে সে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও করতে লাগল।

সন্ধ্যায় আশ্রমের গির্জায় যখন উপাসনার ঘণ্টা বাজে, তখনই দেখা যায়, জাঁ ভাল্‌জাঁ তার উন্মুক্ত চাষের ক্ষেতের মধ্যে নতজানু হয়ে চুপ ক'রে বসে আছে।

॥ সাতাশ ॥

আট নয় বছর পরের কথা।

প্যারি শহরের নির্জন এক প্রান্তে ভাঙ্গাচোরা একটা মস্ত প'ড়ো বাড়ীর একটা ঘরে জাঁ ভাল্‌জাঁ কোসেতকে নিয়ে বাসা ক'রে ছিল। এখন, সেই বাড়ীটারই একটা ঘরে থেনারদিয়েরা বাসা নিয়েছে। কর্তা থেনারদিয়ের এখনকার নাম—জঁদ্রেত। একখানি মাত্র ঘর, তারই মধ্যে থাকে জঁদ্রেত, তার স্ত্রী আর তার দুই মেয়ে—এপোনিন ও আজেলমা। বড় মেয়ের বয়স ষোল, ছোটটির চোদ্দ। ঘরখানা বেশ বড়, তবে তার ছাদ অনেক জায়গাই ধ্বসে নিচু হয়ে এসেছে। অন্ধকার কোণা-কানাচের দিকে চোখ পড়লে ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়—মনে হয় ঐ অন্ধকারের এ-কোণে ও-কোণে বুঝি প্রেতেরা সব লুকিয়ে আছে। ঘরের আসবাবপত্র দারিদ্র্য ও কদর্যতার চরম নিদর্শন।

মোট কথা, এদের এখন চরম দুরবস্থা। খেতে পায় না, গায়ে জামা-কাপড়ের বদলে ছেঁড়া ন্যাকড়া; উপজীবিকা ভিক্ষা, এবং সুযোগ সুবিধে পেলে চুরি। প্যারিতে অবশ্য এরকম পরিবার

…ারও যথেষ্ট আছে। এপোনিন ও আজেলমা বেশী সময়ই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটায়। এদের ভাই গাভ্রোশ, বয়স তার এগার—সে রাস্তাতেই থাকে। তার মা বাবা কেউই তাকে দেখতে পারে না—বেচারাকে তারা দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। গাভ্রোশ এক অদ্ভুত ধরনের বালক। কিছুতেই তার দুঃখ নেই। মনটা শিশুর মত কোমল। দুষ্টামি-নষ্টামি উদ্দাম ফুর্তি কিছুরই তার কমতি নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, গান গায়, শিস দেয়, পার্কে বসে, পুলিসের তাড়া খায়, যেখানে মাথা গুঁজতে পারে সেখানেই শুয়ে ঘুম দেয়—এমনি ক'রে দিন কাটতে কাটতে হঠাৎ হয়তো একদিন খেয়াল হয়, তাই তো একবার মাকে দেখতে যেতে হবে তো! অমনি সে রওনা হয় তার মাকে দেখতে, যদিও তার মা-বাবা তার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করে না।

॥ আটাশ ॥

মঁসিয়ে জিয়েনরমাঁ সেকেলে বনিয়াদী বড়লোক, ফ্রান্সের … ভক্ত প্রজা। তাঁর চালচলন কথাবার্তা সব কিছুতেই একটা …য়র মাতুব্বরির ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। তাঁর উপরে কেউ কথা ব…তর এটা তাঁর অসহ্য। ১৮৩১ সালের কথা, তখন তাঁর বয়স ন…ার সংসারে এক অবিবাহিতা মেয়ে, বয়স পঞ্চাশের উপর। …করতে একটি মেয়ে ছিল, ত্রিশ বছর বয়সে সে মারা গিয়েছে। মা…

তাঁর এই মেয়ে ই ক্ষমা চাইতে এসেছ ?”

ফরাসী তাড়াতাড়ি কোন রকমে বলে ফেলল—

বিয়ে করবো, আপনার অনুমতি চাই—”

া করবে ? অর্থাৎ সমস্তই ঠিকঠাক করেছ। সামাজিক

ন্য আমার একটা অনুমতির অপেক্ষা। তা' বেশ !

আইন ব্যবসায় দু'পয়সা বেশ জমিয়েছ নিশ্চয়ই।”

য় কিছুই আয় নেই।”

ল কোন ধনী মেয়েকে বিয়ে করছ বল।”

ত

কিছু পাবে ?”

ণ

বাপ কি করে ?”

বলিনে !”

একথা কি বললে ?”

তার দু ফশেলভ্যাঁ।”

ছোটামিত্ত শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন—এরকম

জায়গা দূরের কথা, মারিয়ুসকে নানা রকম উপহাস

দিকে তার মত বনিয়াদী ঘরের দৌহিত্র হয়ে—

অন্ধকন, বিত্তহীন, অজ্ঞাতকুলশীল কন্যাকে বিয়ে

ঘরে তাতে মত দেবেন, তা' অসম্ভব।

কঠোর মন্তব্য সহ্য করতে না পেরে মারিয়ুসও

জামা-কাপড়বাব দিয়ে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সুযোগ

মৈ

ন

া

ছু

ই

া-

ম্র

-া-

ত

র

র

ার

টেছে এবং

রাজা

।

স্ত

বং

চব

।

বৃদ্ধ অমনি হায় হায় করতে করতে বে
"ধর্ ধর্, শিগ্গির ধর—চলে গেল, মো বেশী সময়ই
এতদিন পরে এল, আবার চলে গেল! আর হয়তো তার
তিনি ভাবতে পারেন নি, মারিয়ুস হঠাৎ ওরকাকে
হয়ে উঠবে। দাদামশায়ের চির-অভ্যস্ত ধমক দিয়েছে!
মর্মস্থলে নাতির উপরে কতখানি স্নেহ সঞ্চিত ছিল দুঃখ
জানতে পারল না। সে আত্মাভিমানী যুবক। ফুর্তি
আঘাত লাগলে সহজেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গায়
মারিয়ুস অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরে ভোরে মাথা
যে-বন্ধুর ঘরে থাকত, সেখানে ফিরে এল। কাটরে
সন্ধ্যায় কোসেতের সঙ্গে দেখা করতে গেল—একবার
কথা ব'লে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে আসতে র মাঝে
দেখে বাড়ীতে কেউ নেই—কোসেতের সন্দে না।
বাগানের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে আছে তার-
বাইরে রাস্তার দিক থেকে তার নাম ধরে ডাক নতুন
"মঁসিয়ে মারিয়ুস, ব্যারিকেডের কা স্পর্ক
আপনাকে ডাকছেন।" জের
মারিয়ুস দৌড়ে গেটের কাছে এসে ফ্রান্সের
দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আকাশে তেই একটা য়ের
রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে ঘনিয়ে ওঠেনি—উ কথা বতের
মারিয়ুসকে যে ডেকে গেল সে এপোঁর বয়স নক লার
পোষাক পরে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়ে উপর করতে

তাঁর এই মেয়ের ছেলে। মারিয়ুসের মা, তাঁর বাপের অমতেও ফরাসী গণতন্ত্রের এক সাধারণ সৈনিককে বিয়ে করেন। ইনি পরে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে ‘কর্ণেল’ হন এবং তারপর ‘ব্যারণ’ উপাধি পান। কিন্তু মঁসিয়ে জিয়েনরমাঁ চিরকালই তাঁকে ‘ডাকাত’ ‘দস্যু’ ‘বদমাইস’ ছাড়া আর কিছু লতেন না। পুরাতনপন্থীরা প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের লোককেই ায়ধর্ম অনুসারে দেশের রাজা ব'লে মনে করে। এই রাজ- শকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে প্রজারা সাধারণতন্ত্র তিষ্ঠিত করল—মারিয়ুসের বাবা জর্জ পঁমের্সি এই সাধারণ- র সেনাবাহিনীর কর্ণেল। তাঁকে মঁসিয়ে জিয়েনরমাঁ ডাকাত । আর কি বলবেন!

অল্পবয়সেই মারিয়ুসের মা মারা যান। জর্জ পঁমের্সির ক অবস্থা এই সময় খুব ভাল ছিল না। সাধারণতন্ত্রের ছিলেন নেপোলিয়ান। পরে ফ্রান্সের রাজসিংহাসন অধিকার নি সম্রাট হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পতন ঘটেছে এবং ংহাসনে আবার সেই পুরাতন রাজবংশের বংশধর রাজা ।। সঙ্গে সঙ্গে পঁমের্সিকেও বিদায় নিতে হয়েছে। অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন যাপন করেন। কিন্তু নি নিজেকে ব্যারণ ব'লে পরিচয় দেন। এবং তাঁকে ব্যারণ উপাধি দিয়েছেন ব'লে গর্ব অনুভব

রমাঁ চান, নাতিকে তিনি নিজের আদর্শে মানুষ করেন।

.য় মারা যাবার পর মারিয়ুসকে তিনি নিজের কাছে আনালেন। আর জামাইকে জানিয়ে দিলেন, কখনও যেন তিনি ছেলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা না করেন। এরকম কঠিন সর্তে, কর্ণেল পঁমের্সি হয়তো মারিয়ুসকে তার দাদামশায়ের হাতে ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু নিজের অবস্থা এবং মারিয়ুসের ভবিষ্যৎ ভেবে শেষ পর্যন্ত তিনি এই রকম নির্মম সর্তেই একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন।

মারিয়ুস তার দাদামশায়ের এবং অবিবাহিতা মাসির বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু, তার বাবা যদি তার সঙ্গে মাত্র একটিবারও দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করেন, তাহলেই এ সম্পত্তি থেকে তাকে 'ত্যাজ্য' করা হবে, এই ছিল জিয়েনরমঁার সর্ত।

কাজেই মারিয়ুস জীবনে কোনদিন তার বাবাকে দেখেনি। উপরন্তু দাদামশায়ের কাছ থেকে শুনে থাকে তিনি 'চোর' 'ডাকাত' 'বদমাইস',—সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নন। আভিজাত্যের উগ্রতা জিয়েনরমঁার প্রকৃতিতে এমনিই অস্থিমজ্জাগত, যে, মারিয়ুসের সঙ্গে কথা বলতে হ'লেও তিনি কখনও বেত না উঁচিয়ে এবং ধমক না দিয়ে কথা বলেন না। কোন কথা বলতে হ'লেই তার আরম্ভে 'শূয়ার', 'পাজি', 'বদমাইস' প্রভৃতি সম্বোধনগুলো থাকা চাইই—বুড়ো আসলে কিন্তু নাতিকে অত্যন্ত ভালবাসে, যদিও তাঁর কথাবার্তা ঐ রকম রুক্ষ।

পঁমের্সি, মারিয়ুসের ভবিষ্যৎ ভেবে, তাকে তার দাদামশায়ের কাছে পাঠিয়ে অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে দিন কাটাতে লাগলেন।

ছেলের সঙ্গে কখনও যে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে আসবেন সে-পথও বন্ধ। প্রকাশ্যভাবে মারিয়ুসের সঙ্গে দেখা হওয়া তো একেবারেই সম্ভব নয়।

মারিয়ুসকে তার মাসি বিশেষ বিশেষ উপাসনা উপলক্ষ্যে গির্জায় নিয়ে আসতেন। পঁমের্সি ঐ সময় গির্জায় এসে একটা থামের আড়ালে চুপ ক'রে ব'সে একদৃষ্টিতে মারিয়ুসের দিকে চেয়ে থাকতেন। এমনি ক'রে তিনি দু'তিন মাস অন্তর নিজের ছেলেকে চুরি ক'রে দেখে যেতেন। ঐ সময় তাঁর রুদ্ধ অপত্যস্নেহ আর বাধা মানতে চাইত না—তাঁর অজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু ক'রে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। গির্জার বৃদ্ধ পাদরী এই দৃশ্য লক্ষ্য করতেন। তিনি পঁমের্সির সঙ্গে আলাপ ক'রে ক্রমে সমস্ত জানতে পারেন। এদিকে মারিয়ুসের কখনও তার বাবাকে ঠিকভাবে জানবার সুযোগ হ'লো না। বরং তার দাদামশায় এবং মাসির শিক্ষায় দিন দিন এই ধারণাই বদ্ধমূল হ'তে লাগল যে, তার বাবা একজন হৃদয়হীন রাজদ্রোহী দস্যুশ্রেণীর লোক। পঁমের্সির পিতৃ-হৃদয়ের সত্যকার খবর জানতেন একমাত্র এই বৃদ্ধ পাদরী।

মারিয়ুস দিন দিন বড় হতে লাগল। তার মাসির তত্ত্বাবধা-যতদূর পড়াশুনা হতে পারে তা শেষ হ'লো। সে ইস্কুল ছে-কলেজে গেল,—একদিন কলেজের পড়াও শেষ হ'লো। এবার আইন পড়তে লাগল।

১৮২৭ সালে একদিন সন্ধ্যায় বাড়ীতে এসে শুনল তার বাবা পঁমের্সির অবস্থা সঙ্কটজনক। তাকে ভের্নঁ রওনা হতে হবে,

যেখানে তিনি নির্বাসিতের মত বাস করছিলেন। পরদিন সন্ধ্যায় মারিয়ুস, ভেরনঁ পৌঁছে পঁমের্সিকে আর সজ্ঞানে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেল না। যেভাবে তিনি মারা গেছেন তা অত্যন্ত করুণ। অসুস্থ হয়েই তিনি বুঝতে পারেন এবার আর তাঁর বাঁচবার আশা নেই। তিনি মারিয়ুসকে পাঠাবার জন্য পত্র লেখেন। বিকারের ঘোরে ক্রমাগত 'মারিয়ুস' 'মারিয়ুস' করেছেন। শেষে বিকারের ঝোঁকে "আমার ছেলে এসেছে" ব'লে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন—তারপর মেঝের উপর পড়ে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মারিয়ুস পোঁছানর কিছুক্ষণ আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মারিয়ুস এই প্রথম তার বাবাকে দেখল,—বিশাল বক্ষ, সুদীর্ঘ দেহাবয়ব, যোদ্ধার উপযুক্ত চেহারাই বটে! শরীরে অনেকগুলি বন্দুকের গুলির ক্ষতচিহ্ন, এবং মুখের পাশে তরওয়ালে কাটার লম্বা দাগ। মারিয়ুস নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল তার বাবা প্রকৃতই যোদ্ধা এবং বীর সৈনিক ছিলেন।

সং কর্ণেল পঁমের্সির হাতের লেখা একখানা ছোট চিরকুট পাওয়া না ।লে, তাতে মাত্র কয়েকটা কথা লেখা ছিল—

"আমার পুত্রের উদ্দেশ্যে লিখিত :—ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট নিজে আমাকে 'ব্যারণ' করিয়াছেন। পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে, নূতন সরকার আমাকে ব্যারণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ দেহের রক্তপাত করিয়া আমার এই ব্যারণত্ব

লাভ করিয়াছি,—আমার পুত্র অবশ্যই তাহার উপযুক্ত হইবে।"

এই কাগজখানার অন্য পিঠে লেখা ছিল—

"ওয়াটারলুর সেই চিরস্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্রে থেনারদিয়ে নামে এক সার্জেণ্ট আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। যতদূর জানি, কিছুদিন পূর্বেও মঁফেরমেইতে ইহার একটি সরাইখানা ছিল। ইহার সহিত আমার পুত্রের কখনও দেখা হইলে সাধ্যানুসারে সে যেন ইহার সাহায্য করে।"

থেনারদিয়ে এবং পঁমের্সির এই ঘটনা—১৮১৫ সালের কথা। ওয়াটারলু ক্ষেত্রে সম্রাট নেপোলিয়ানের সঙ্গে একযোগে ইংরাজ, প্রুসিয়ান এবং রাশিয়ানদের যুদ্ধ হয়। নেপোলিয়ান হেরে গিয়ে অবশিষ্ট জীবন বন্দীদশায় সেণ্ট হেলেনায় অতিবাহিত করেন। কর্ণেল পঁমের্সি অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আহত হয়ে মৃত সৈনিকদের স্তূপে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন। থেনারদিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মৃত সৈনিকদের ঘড়ি, আংটি, বা পকেটে টাকাকড়ি যা' কিছু, তা' চুরি করতে বেরিয়েছিল। সে ভয়ে ভয়ে সামনে পিছনে লক্ষ্য রেখে গা-ঢাকা দিয়ে সৈনিকদের পকেট হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় দেখে, একখানা হাত মৃতদেহের স্তূপ থেকে উঁচু হয়ে রয়েছে। আর একটা আঙ্গুলে সোনার আংটি চক্‌চক করছে। থেনারদিয়ে তক্ষুণি আংটিটা খুলে নিল। তারপর সেই হাতখানা ধ'রে টানাটানি করতে বুঝতে পারল লোকটি জীবিত আছে, মরেনি। ইতিমধ্যে সে আহতের

পকেট থেকে টাকার ব্যাগ, এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীর চিহ্নস্বরূপ সোনার পদকও হস্তগত ক'রে পকেটে পুরে ফেলেছে। ইনিই হচ্ছেন কর্ণেল পঁমের্সি—থেনারদিয়ের সাহায্যে সৈনিকদের মৃতদেহের স্তূপ থেকে বেরিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—

"যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জিতেছে ?"

—"ইংরাজ !"

—"তুমি কে ?"

—"আমি থেনারদিয়ে। তোমারই মত একজন ফরাসী সার্জেণ্ট।"

উত্তরটা অবশ্য একেবারেই মিথ্যা। পঁমের্সি তাঁর জীবনদানের পুরস্কার দেবার জন্য তাকে তাঁর পকেট থেকে টাকার ব্যাগ এবং ঘড়ি বের করে নিতে বললেন।

থেনারদিয়ে তা' তো আগেই নিয়ে নিয়েছে।

পমের্সি আরও বললেন,—"তোমার নাম আমার মনে থাকবে।" অর্থাৎ, ভবিষ্যতে সুযোগ উপস্থিত হলেই তিনি তাঁর জীবনরক্ষককে পুরস্কৃত করবেন। জীবনে তিনি সে-সুযোগ আর পাননি। তাই তিনি মারিয়ুসকে তাঁর সে ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন।

পঁমের্সির আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি, অর্থাৎ হাতপা ভাঙ্গেনি। তরওয়ালের কোপ লেগে মুখের কাছে মাত্র খানিকটা কেটে গিয়েছিল।

॥ উনতিরিশ ॥

দাদামশায়ের কথাবার্তায়, তার বাবা পঁমের্সি সম্বন্ধে মারিয়ুসের যে ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল, সে-ভুল তার অনেকখানি ভেঙ্গে গেল। এরপর ঘটনাক্রমে গির্জার বৃদ্ধ পাদরীর সঙ্গে যখন তার আলাপ হ'লো, তখন তার উপর তার বাবার অসীম স্নেহ-ভালবাসার কথাই সে জানতে পারল। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবেই যে তিনি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ক'রে দাদামশায়ের ওরকম হৃদয়হীন প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন, তাও বুঝতে পারল।

বৃদ্ধ পাদরী বলেছিলন—

"দশবছর ধ'রে দেখেছি তোমার বাবা তোমাকে দেখবার জন্য নিয়মিত এসে এই থামের আড়ালে বসতেন। অপত্যস্নেহের পুত অশ্রুধারায় এস্থান পবিত্র হয়ে আছে। তুমি কোনদিন জানতে পারনি তোমার বাবা তোমাকে কতখানি ভালবাসতেন।"

মারিয়ুস তখন থেকে কলেজের লাইব্রেরীতে ফরাসী-গণতন্ত্র সংক্রান্ত পুরানো কাগজপত্র পড়তে আরম্ভ করল। নেপোলিয়ানের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর বিবরণের মধ্যে তার বাবার বীরত্বের কাহিনী সে জানতে পারল। মারিয়ুসের এযাবৎ ধারণা ছিল, তার স্নেহহীন পিতা এক অবিবেচক ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধজীবী ছাড়া আর কিছুই

ছিলেন না। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তার ধারণা কত ভুল। ফলে, দিনদিন সে তার বাবার সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল।

মারিয়ুসের চিন্তাধারায় কোথাও যে একটা বড়রকমের পরিবর্তন ঘটেছে, তা' তার বাইরের চালচলনেও প্রকাশ পেতে লাগল। মঁসিয়ে জিয়েনরমাঁ প্রথমে মনে করেছিলেন, এ পরিবর্তন হয়তো যৌবনের অনিবার্য ধর্ম। এই বয়েসে কোনও-একটা কিছুর উপর ঝোঁক পড়া স্বাভাবিক, এবং তার জন্য ধরনধারণের পরিবর্তনও হয়ে থাকে। তার উপর বনিয়াদী বড়-লোকের ঘরের ছেলে; অতএব শিকার, খেলাধূলা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ নিয়ে মেতে ওঠাও স্বাভাবিক।

কিছুদিন এইভাবেই কাটল। শেষে একদিন দাদামশায় এবং নাতিতে কথায় কথায় তর্ক বেধে গেল। মারিয়ুস তার বাবার সম্বন্ধে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। জিয়েনরমাঁর এ একেবারে অসহ্য। যে উদ্দেশ্যে মারিয়ুসকে তার বাপের কাছ থেকে সরিয়ে এনে তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ পণ্ড হয়েছে দেখে দাদামশাই রেগে আগুন। শেষে তর্কাতর্কি রাজনৈতিক আলোচনায় পৌঁছাল। জিয়েনরমাঁ নেপোলিয়ানকে বলেন, রাজদ্রোহী, ডাকাত, লুটেরা।—মারিয়ুস বলে, 'রাজতন্ত্র জাহান্নামে যাক!'

জিয়েনরমাঁর মুখের উপর এতবড় কথা কেউ কোনদিন বলতে পারেনি। রাগে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। বললেন—

"দূর হও আমার সামনে থেকে—এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও!"

মারিয়ুস দাদামশায়ের বাড়ী থেকে চলে গেল।

এই ঘটনার পর তিনমাস জিয়েনরমঁা কারও সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলেননি—মনে তাঁর এতই আঘাত লেগেছিল। নাতি মারিয়ুস তাঁর সমস্ত মন অধিকার ক'রে বসেছিল। সে চলে গেলে সংসার তাঁর কাছে নিরানন্দ অন্ধকার হয়ে গেল।

॥ তিরিশ ॥

দাদামশায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মারিয়ুস প্যারিতে এল। এখানে অত্যন্ত সামান্য অবস্থায় থেকে সে অতি কষ্টের মধ্যে আইন পড়া আরম্ভ ক'রে দিল। অর্থাভাবে তাকে কখনও কখনও গায়ের কোট, ঘড়ি বিক্রি ক'রেও খাওয়ার খরচ চালাতে হ'তো।

তিন বছর এইভাবে কেটে গেল। মারিয়ুস আইন পরীক্ষায় পাস করল। তার বয়স তখন কুড়ি। এই সময়ে মারিয়ুসের জীবনে আর একটা নতুন ঘটনা ঘটল।

একটা পথ দিয়ে সে বেড়াতে যেত। বেড়াতে যাবার সময় রোজই দেখতে পেত একটি সুন্দর সুশ্রী মেয়ে, আর তার সঙ্গে ষাটবছরের একজন বলিষ্ঠ বৃদ্ধ সেই একই রাস্তার ধারে একখানা বেঞ্চিতে বসে থাকেন। মেয়েটি অনর্গল কথা বলে, বৃদ্ধ কদাচিৎ

ছু-একটি কথার জবাব দেন, কিন্তু মেয়েটির উপর সর্বক্ষণ অপূর্ব সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। বৃদ্ধের সৌম্যমূর্তি দেখলেই সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। মারিয়ুস একবছর ধ'রে রোজই দেখছে, তারা ঠিক সেই একই সময়ে একই জায়গায় বসে থাকে। দেখতে দেখতে তার মনে হ'লো মেয়েটির উপর তার দিন দিন আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে—সে নিজের অজ্ঞাতসারে মেয়েটিকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে! কিন্তু আশ্চর্য এই, কে এই মেয়েটি, কি তার নাম, কোথায়ই বা থাকে, কিছুই সে জানে না। এইটুকু মাত্র সে অনুমান ক'রে নিয়েছে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মেয়েটির বাবা।

এই সময়ে কম ভাড়ার বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে মারিয়ুস, জঁদ্রেত যে-বাড়ীতে ঘর নিয়েছে, তারই ঠিক পাশের ঘরে নিজের জন্য বাসা ভাড়া করলে। বাড়ীওয়ালী ঘরখানা ঝাড়-পোঁছ ক'রে দেয়,নিজের মত ক'রে গুছিয়ে নিয়ে মারিয়ুস এরই মাঝে পড়াশুনা করে, আর ঐ মেয়েটির খোঁজ-খবর সংগ্রহের চেষ্টা করে।

একদিন সন্ধ্যের দিকে মারিয়ুস নির্জন একটা পথ ধ'রে চলেছে, এমন সময় ছুটি মেয়ে তার পাশ দিয়ে, প্রায় তাকে ধাক্কা মেরে ছুটে গেল। সম্ভবতঃ পুলিসের তাড়া খেয়ে তারা ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। পালিয়ে যাবার সময় তাদের ছেঁড়া জামার পকেট থেকে একটা চিঠির মত জিনিস পড়ে গেল। মেয়ে ছুটি ততক্ষণে গাছের আড়াল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাজেই মারিয়ুস চিঠি সমেত খামখানা পকেটে রেখে দিল।

চিঠির খাম খোলাই ছিল। বাসায় এসে খামের ভিতর থেকে চিঠিগুলো বের ক'রে দেখল—চারখানা চিঠি, চারজনের নামে লেখা। আর চিঠি চারখানা লিখেছে চারজন বিভিন্ন লোকে। অথচ হাতের লেখা একই লোকের। মারিয়ুসের ইচ্ছে ছিল, চিঠি থেকে যদি তার মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে খামটা তাকে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারবে।

ক'খানা চিঠির মূলকথা, দুরবস্থা জানিয়ে অর্থসাহায্যের প্রার্থনা। কোনও চিঠির লেখক নিজেকে সাহিত্যিক ব'লে পরিচয় দিয়েছে, কোনওটিতে বলেছে অবসর-প্রাপ্ত সৈনিক, কোনওটিতে আর-কিছু।

একখানা চিঠিতে এই রকম লেখা ছিল—

"গির্জার নিকটস্থ মহানুভব দয়ালু মহাশয়—

আপনি দয়া করিয়া যদি একবার আমার কন্যার সহিত আগমন করেন, তাহা হইলে এক অতি হৃদয়-বিদারক করুণ দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। ধার্মিক ব্যক্তিরা নিজ চক্ষে প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হইতে চান—এই ভরসায় আপনার আগমন এবং বদান্যতার অপেক্ষায় রহিলাম।

আপনার নগণ্য অনুগত সেবক—

পি, ফাবান্ত—(নাট্যকার)"

এই বাড়ীতে কয়েকদিন আগে বাড়ীওয়ালীর কাছে মারিয়ুস জানতে পারে যে তার পাশের ঘরের ভাড়াটিয়া জঁদ্রেতদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তারা ঘরভাড়া বাকী ফেলেছে। মারিয়ুস

শুনে ভাড়াটা দিয়ে দেয়—যদিও তার নিজের তখন খুব টানাটানি।

পরদিন সকালে মারিয়ুসের দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দেওয়ার শব্দ হ'লো।

মারিয়ুস বললে—"এস, ভিতরে এস"।

রোগা, লম্বা, ছেঁড়া জামা গায়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। হাতে একখানা চিঠি। মেয়েটি ছেলেবেলায় হয়তো দেখতে ভালই ছিল। এখন আর সে সৌন্দর্যের কিছুই তার নেই। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, পায়ে জুতো নেই, অপরিষ্কার নোংরা হাত দুটো ঠাণ্ডা লেগে লেগে লাল হয়ে উঠেছে।

মারিয়ুসের হাতে সে একখানা চিঠি দিল। চিঠির কাগজখানায় উগ্র তামাকের গন্ধ। সে আগের দিন যে-খামখানা কুড়িয়ে পেয়েছে, তাতেও ঠিক এই একই রকম তামাকের গন্ধ। এ চিঠিখানাতে এইরকম লেখা ছিল—

"বহুসম্মানাস্পদ প্রতিবেশী মহাশয়—

আপনি হৃদয়বান, এই সাহসে আপনার নিকট আমার কন্যাকে পাঠাইতেছি। কিছুদিন পূর্বে আপনি দয়াপরবশ হইয়া আমার ঘরভাড়া দিয়াছেন—ইহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি অত্যন্ত অভাবে পড়িয়াছি, অর্থাভাবে দুইদিন আমরা খাই নাই, আশা করি কিছু অর্থসাহায্য করিবেন।

একান্ত ভৃত্য—
জঁদ্রেত"

মারিয়ুস বুঝতে পারল, আগের দিন সন্ধ্যেয় সে যে-চিঠি ক'খানা কুড়িয়ে পেয়েছে তার লেখক এবং এই চিঠির লেখক একই লোক৷ একই কাগজ, একই ধরনের লেখা এবং একই রকমের তামাকের গন্ধ। সমস্ত বুঝেও মারিয়ুসের মনে হ'লো, যাই হোক বেচারা গরীব। মারিয়ুস পকেট হাতড়াচ্ছে, কিছু যদি থাকে—তারও তো অর্থের সচ্ছলতা নেই! এর মাঝে মেয়েটি মারিয়ুসের ঘরখানা হাঁ ক'রে দেখতে লাগল।

"বাঃ! এই যে আপনার আয়না আছে দেখছি!" ব'লেই মারিয়ুসের আয়নাখানার কাছে গিয়ে গান ধ'রে দিল—মারিয়ুস একটু অবাক হয়ে গেলেও কিছু বলল না। তারপর সে মারিয়ুসের একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল—

"তাঁহার সৈন্যবাহিনী ওয়াটারলুক্ষেত্রে—" এই পর্যন্ত পড়েই থেমে গিয়ে বলল—

"ওয়াটারলু! ওয়াটারলুর কথা আমি জানি। বাবা ওয়াটারলুতে যুদ্ধ করেছিলেন।" তারপর বলল—

"আমি পড়তে পারি। লিখতেও পারি।" এই ব'লেই মারিয়ুসের কলমটা দোয়াতে ডুবিয়ে নিয়ে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে লিখল—"টিক্‌টিকি আসছে"—লিখেই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

মারিয়ুস গম্ভীর ভাবে আগের দিনের খামখানা এনে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল—

"খামখানা তুমি কাল রাস্তায় ফেলে গিয়েছিলে, নিয়ে যাও।"

মেয়েটি আহ্লাদে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল—"কাল খামখানা কত খুঁজেছি।" ব'লেই, 'গির্জার নিকটস্থ মহানুভব দয়ালু মহাশয়'কে লেখা চিঠিখানা বের ক'রে বলল—"এইখানা নিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে যেতে হবে—এই সময় তিনি গির্জায় আসেন। তাঁকে চিঠিখানা দিতে হবে। ভদ্রলোক কিছু দেবেন হয়তো। রুটি কিনে খাওয়া যাবে!"

মারিয়ুস এতক্ষণে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে পাঁচটা ফ্রাঁ আর ষোলটা সো বের করল। ষোলটা সো রেখে ফ্রাঁ পাঁচটা মেয়েটির হাতে দিল। মেয়েটি একটি নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেল। মারিয়ুসের মনে দুঃখ হ'লো এই ভেবে যে, পাশের ঘরেই এই চরম দারিদ্র্য, অথচ একটা দিনও তা সে লক্ষ্য করেনি।

॥ একত্রিশ ॥

মেয়েটি চলে গেলে মারিয়ুস অনেকক্ষণ ধ'রে পাশের ঘরের প্রতিবেশীর কথা ভাবল। শেষে তার অত্যন্ত ইচ্ছে হ'লো তাদের অবস্থাটা একবার নিজের চোখে ভাল ক'রে দেখে। মারিয়ুসের ঘর আর জঁদ্রেতের ঘরের মাঝে সামান্য রকমের একটা পাতলা পার্টিশন। পার্টিশনের আবার এক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। মারিয়ুস একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে সেই ফাঁক দিয়ে ঘরখানা

ভাল ক'রে দেখতে লাগল—সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়েই অবশ্য সে তাদের দেখছিল।

ঘরের সর্বত্রই দারিদ্র্য এবং নোঙরামির চূড়ান্ত। জঁদ্রেত এবং তার স্ত্রী, কারও গায়ে তেমন কাপড়-চোপড় নেই। আর একটি রোগা লিক্‌লিকে মেয়ে বসে আছে। তারও গায়ে বিশেষ কিছু নেই। এই সমস্ত দেখে মারিয়ুসের মনে খুবই কষ্ট হ'লো—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঁচু থেকে নামছে, এমন সময় অকস্মাৎ ঘরখানার মধ্যে একটা উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হয়েছে ব'লে তার মনে হ'লো। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য, মারিয়ুস যেমন দাঁড়িয়েছিল সেই রকমই দাঁড়িয়ে রইল।

বড় মেয়েটি ছুটতে ছুটতে এসে সংবাদ দিল—

"আসছেন, তিনি আসছেন।"

জঁদ্রেত জিজ্ঞেসা করল—"কে আসছেন?"

—"সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি আর তার মেয়ে—এই এসে পড়ল ব'লে।"

জঁদ্রেত তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে উঠে তার স্ত্রীকে বলল—

"শোন, সেই দাতা ভদ্রলোক আসছেন—শীগ্‌গির ঘরের আগুনটা নিভিয়ে ফেল।" ব'লেই সে তার স্ত্রীর অপেক্ষা না ক'রে জ্বলন্ত কাঠের উপর নিজেই খানিকটা জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে দিল। বাইরে তখন বেশ রীতিমত বরফ পড়ছে। তারপর একটা লাথি মেরে ঘরে যে-ভাঙ্গা চেয়ারখানা ছিল, তার বসবার জায়গাটা ছিঁড়ে দিল। শেষে ছোট মেয়েটিকে বলল—

"জানলার কাঁচ একখানা ভেঙ্গে দে।" আধমরা মেয়েটি হতভম্ব হয়ে ইতস্ততঃ করছে দেখে চোখ পাকিয়ে এক ধমক দিল, "ভেঙ্গে দে বলছি।"

সে আর কি করে! ভয়ে ভয়ে কিল মেরে কাঁচ একখানা ভাঙ্গল। ভাঙ্গতে গিয়ে তার হাতও কাটল।

হাত কাটল দেখে জঁদ্রেত বেশ খুশী হয়ে বলল—"ঠিক হয়েছে, আমিও তাই ভেবেছিলাম হাত নিশ্চয়ই কাটবে।" ব'লে, তার ছেঁড়া সেমিজের আরও খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে কাটা হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। বেচারী রোগা আধমরা মেয়েটা হাতের যন্ত্রণায় কাঁদছে, তাও ভয়ে ভয়ে।

এইবার সে তার স্ত্রীকে ছেঁড়া মাতুরটায় শুয়ে পড়তে বলল। পরিপূর্ণ দুরবস্থা মূর্তিমান ক'রে ফুটিয়ে তুলে, জঁদ্রেত তার দাতা ভদ্রলোকের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। বাইরে দরজায় সন্তর্পণে ঘা দেওয়ার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জঁদ্রেত দরজা খুলে দিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তার মেয়ে ভিতরে এল। জঁদ্রেত অসীম কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে এবং সে যেন তাদের আগমনে কৃতকৃতার্থ হয়েছে এমন ভাব প্রকাশ ক'রে বারবার অভিবাদন করতে করতে এদের সাদর অভ্যর্থনা করল।

মারিয়ুসও পাশের ঘর থেকে সমস্ত দেখছে—সে আশ্চর্য হয়ে দেখল এই সেই মেয়েটি যাকে মারিয়ুস দিনের পর দিন একই জায়গায় একই সময়ে তার বাবার সঙ্গে ব'সে থাকতে দেখেছে—সেই নাম-না-জানা মেয়েটি, যার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে।

বৃদ্ধ কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট জঁদ্রেতের দিকে এগিয়ে দিয়ে শান্ত দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন—"এর মধ্যে আপনাদের জন্য সামান্য কিছু জামাকাপড় আছে।"

আগন্তুক বৃদ্ধ ও তাঁর মেয়ে এদের দীনহীন অবস্থা লক্ষ্য করলেন। ঘরের মধ্যে জঁদ্রেতের মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন বৃদ্ধ তা খোঁজ নিচ্ছেন, এই অবসরে জঁদ্রেতও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকদের বারবার দেখল। তার মনে হ'লো এদের সে আগে কোথাও যেন দেখেছে। সে চিনল—মেয়েটি সেই কোসেত, আর বৃদ্ধ হচ্ছেন, যে তাকে এদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল।

জঁদ্রেত তার দুঃখের কাঁদুনি আরম্ভ করল—

"মশায় হচ্ছেন দয়ার অবতার। আমার পোষাক বলতে কিছুই নেই। স্ত্রীর এই ছেঁড়া সেমিজটা প'রে আছি। শীতে বাইরে বেরোনোর উপায় নেই। এর উপর কাল সন্ধ্যের মধ্যে ঘরের ভাড়া না দিতে পারলে বাড়ীওয়ালী এখান থেকে আমাদের এই চারটি প্রাণীকে রাস্তায় বের ক'রে দেবে। এক বছরের ভাড়া বাকী—ইত্যাদি ইত্যাদি—"

মারিয়ুস বুঝল সমস্তই মিথ্যা কথা। কারণ সে-ই তো একবার তার ভাড়া দিয়েছে। এক বছরের ভাড়া কি ক'রে বাকী পড়বে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গায়ের কোটটা খুলে জঁদ্রেতকে দিলেন। সেও সেটা পাওয়া মাত্র গায়ে পরে বসল। সামান্য যা' টাকা সঙ্গে ছিল, তাও জঁদ্রেতকে দিলেন; আর বললেন, ঘরভাড়ার টাকাটা সন্ধ্যে ছয়টার সময় এসে দিয়ে যাবেন। জঁদ্রেত কৃতজ্ঞতায়

গদগদ হয়ে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগল এবং তাঁর ভবিষ্যৎ দানের উদ্দেশ্যে অনেক অনেক অগ্রিম ধন্যবাদও জানিয়ে রাখল।

ভদ্রলোক মেয়েকে নিয়ে চলে যেতেই জঁদ্রেত তার স্ত্রীকে বলল—

"ওদের চিনতে পারলে ?

"কে বলতো ? সেই মেয়ে নাকি ?"

"ঠিকই চিনতে পেরেছ।"

"নিশ্চয় ! আট বছর আগের কথা—ঠিক ধরেছি।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। সেই বাচ্চা এতটুকু মেয়ে এত বড় হয়ে গেছে !" রাগে হিংসায় মাদাম জঁদ্রেত মুখ বিকৃত ক'রে বলতে লাগল—"কি রোগা, কদাকার ছিল, দিব্যি ভাল ভাল পোশাক-আসাক প'রে সুন্দরী হয়েছে। আর আমার মেয়েদের কিছুই নেই।"

মারিয়ুস একবার বাইরের দিকে গেল, কোসেতদের গাড়ী কোন্ পথ ধ'রে যাচ্ছে দেখতে। তারপর আবার নিজের ঘ'রে ফিরে এল। জঁদ্রেত তখন তার স্ত্রীর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে পরামর্শ করছে। মারিয়ুস তাদের কথাবার্তা পরিষ্কার না শুনতে পেলেও, তাদের ধরনধারণে তার মনে সন্দেহ হ'লো, এরা কিছু একটা কুমতলব আঁটছে। এইটুকু সে বুঝল,—মেয়েটি এবং ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক এদের পূর্বপরিচিত। এরা তাদের চিনেছে, কিন্তু ওরা এদের চিনতে পারেনি। এদের কথাবার্তায় যতটুকু সে বুঝতে

পারল—তাতে তার নিশ্চিত মনে হ'লো, ছটার সময় আবার যখন ভদ্রলোকটি আসবেন তখন তাঁর ভয়ানক বিপদ ঘটবে।

জঁদ্রেত এই ব'লে শেষ করল,—"সমস্তই ঠিক আছে, সকলেই সময় মত আসবে, বড় মেয়েটা দরজা পাহারা দেবে। বাছাধন জালে পড়েছেন, আর ফিরতে হবে না।"

মারিয়ুসের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হ'লো। এরা ভদ্রলোকের উপর রাহাজানি করার ষড়যন্ত্র করছে, হয়তো বা মেরেই ফেলবে। এখন উপায় কি! বাড়ীটা শহরের নির্জন অংশে, গুণ্ডামি করার সুবিধেও অনেক। ভেবে চিন্তে সে কোটটা গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল—বেলা তখন একটা।

কাছাকাছি থানায় গিয়ে পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। কমিশনার থানায় ছিলেন না। একজন ইনস্‌পেক্টর ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করল। ছোট একটা কামরা, কামরার মধ্যে সামান্য আসবাব, ইনস্‌পেক্টর সেখানেই ছিলেন। বেশ লম্বা এবং বলিষ্ঠ গঠনের লোক। তাঁর মুখের ভাব অন্তরের দৃঢ়তাব্যঞ্জক। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

মারিয়ুস সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলল। তার নাম মারিয়ুস পঁমের্সি, আইনজীবী অ্যাটর্ণি।—নং বাড়ীতে একটা ঘরে থাকে। তারই পাশের ঘরের ভাড়াটিয়া জঁদ্রেত এবং আরও জনকয়েক গুণ্ডা লোক মিলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উপর রাহাজানি করার ষড়যন্ত্র করছে। ভদ্রলোকের নাম সে জানে না, কখনও কখনও দেখেছে মাত্র। পাশের ঘর থেকে জঁদ্রেতকে বলতে শুনেছে—

ছ'টার সময় ভদ্রলোক আবার যখন আসবেন, তখন তাঁকে শেষ ক'রে ফেলবে।

ইনস্‌পেক্টর বাড়ীর নম্বর শুনে আপন মনে বললেন, "হুঁ ও আড্ডা তো চিনি—ওখানে কোথাও আগে থেকে লুকিয়ে থাকবার সুবিধে নেই। আচ্ছা, এক কাজ"—এই পর্যন্ত ব'লে তিনি তাঁর দুই হাত প্রকাণ্ড ওভারকোটের দুই পকেটে পুরলেন।

পকেট থেকে দুটো পিস্তল বের ক'রে মারিয়ুসকে দিয়ে বললেন, "এই দুটো নিয়ে যান। নিজের ঘরে চুপি চুপি ঢুকে লুকিয়ে থাকুন গিয়ে—ওরা যাতে মনে করে আপনি বাইরে বেরিয়ে গেছেন, বাইরেই আছেন, বাসায় ফেরেননি। যখন বুঝবেন বেশ জমে উঠেছে, আর নয়, তখনি উপর দিকে পিস্তল ছুঁড়বেন—তার আগে নয়। পরে যা' করবার আমি আছি।—বুঝলেন তো? একটা পিস্তলের আওয়াজ—উপরমুখো দুম্—যা বললাম ঠিক ঠিক মনে রাখবেন।—আচ্ছা তবে আসুন,—নমস্কার!"

মারিয়ুস প্রতিনমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, ইনস্‌পেক্টর বললেন—"আর শুনুন, এর মাঝে যদি আমাকে দরকার পড়ে, কাউকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন, অথবা নিজে চলে আসবেন, বলবেন—ইনস্‌পেক্টর জাভেরকে চাই।"

॥ বত্রিশ ॥

মারিয়ুস নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তার ঘরে এল। জুতো জোড়া পা থেকে খুলে খাটের নীচে সরিয়ে রাখল। অতি সন্তর্পণে উঁচু জায়গাটায় উঠে পার্টিশনের পলেস্তারা-ওঠা জায়গার সেই ছিদ্র দিয়ে জঁদ্রেতের ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগল। দেখলে, একটা মোমবাতি জ্বলছে, আর একধারে লোহার একটা উনুনে কাঠ-কয়লা দিয়ে আগুন করা হয়েছে, তা' থেকে লালচে আলো বেরুচ্ছে। জঁদ্রেতের স্ত্রী আর তার দুই মেয়ে উনুনের ধারে ব'সে। ঘরের দরজার গোড়ায় এক গাদা দড়িদড়া, আর এক জায়গায় কতকগুলো লোহালক্কড়। অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঘর, প্রায় সবটাই অন্ধকার, শুধু লালচে আলো মিট্‌মিট্‌ করছে। সবকিছু মিলে ঘরখানাকে দেখাচ্ছিল যেন খুনে জুয়াড়ীদের একটা আড্ডা—সাক্ষাৎ নরক।

উত্তেজনায় মারিয়ুসের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া জোরে চলতে লাগল। আসল কথা, আধঘণ্টা পরেই ঘরের মধ্যে যে পৈশাচিক ব্যাপার ঘটবে, এ তারই তোড়জোড়।

একটু পরেই জঁদ্রেত মস্ত একখানা গাছ-ছাঁটা কাস্তে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল—"ভাল ক'রে দেখেছ তো পাশের ঘরের লোকটি ঘরে নেই ?"

"হ্যাঁ, সে আজ আর দিনের মধ্যে বাসাতেই ফেরেনি। আর, এই সময় সে কোনদিন ঘরেও থাকে না।"

মারিয়ুস শুনতে পেল, জঁদ্রেত তার দুই মেয়ে এপোনিন্ এবং আজেলমাকে বাইরে পাহারায় থাকতে হুকুম করছে, আর স্ত্রীকে বলচে কাস্তেখানা উনুনের আগুনে গরম করতে দিতে। মেয়ে দুটি বাপের কথা মত বাইরে বেরিয়ে গেল। তাদের উপর আরও হুকুম রইল যে সন্দেহজনক কিছু হ'লে তারা দৌড়ে এসে খবর দেবে। স্ত্রীর উপরও আর একটা ভার রইল—

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গাড়ী ক'রে আসবেন। গাড়ী বাড়ীর সামনে পৌঁছালেই, তার স্ত্রী আলো নিয়ে এগিয়ে আনতে যাবে। আলো ধ'রে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আবার গাড়ীর কাছে ফিরে গিয়ে গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে গাড়ী বিদেয় ক'রে দেবে।

এই সময়টাতে সাধারণতঃ মারিয়ুস ঘরে থাকে না জানা থাকলেও, মাদাম জঁদ্রেত মারিয়ুসের ঘরের দরজা ঠেলে মাথাটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল সত্যিই সে ঘরে নেই। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার ব'লে মারিয়ুসকে সে দেখতে পেল না। জঁদ্রেত উনুনের সামনে একটা পুরনো পরদা ঝুলিয়ে উনুনটা আড়াল ক'রে দিয়েছিল। দড়িদড়াগুলো আসলে হচ্ছে একটা শক্ত দড়ির মই—জানালার সঙ্গে হুক্ লাগিয়ে দড়ির মইটা বাইরে ঝুলিয়ে দিল। ঘরে আরও খানদুই চেয়ার দরকার। স্ত্রীকে পাশের ঘর থেকে, অর্থাৎ মারিয়ুসের ঘর থেকে, দু'খানা চেয়ার আনতে বলল। মারিয়ুস অন্ধকার ঘরে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মাদাম জঁদ্রেত আবার এসে তার দরজা ঠেলে ঘর থেকে দু'খানা চেয়ার নিয়ে গেল। তার ধারণা

মারিয়ুস ঘরে নেই। কাজেই সত্যিই সে আছে কি নেই, সেদিকে তার কোন খেয়ালই ছিল না।

গির্জার ঘড়িতে ছ'টা বাজল। মারিয়ুস ডান হাতের পিস্তলের ঘোড়া তুলে প্রস্তুত হয়ে রইল। ও ঘরে ওদিকে মাদাম জঁদ্রেতের পিছন পিছন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঢুকলেন। তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আগের ব্যবস্থামত গাড়ী বিদেয় ক'রে দিতে মাদাম জঁদ্রেত আবার বাইরে বেরিয়ে গেল।

জঁদ্রেত অত্যন্ত গদগদ ভাবে একখানা চেয়ার দেখিয়ে আগন্তুককে বসতে বলল। নিজেও টেবিলের অন্যদিকে আর একখানা চেয়ারে বসল। মাদাম জঁদ্রেত ততক্ষণে ফিরে এসে দরজা আগলে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক চারটে লুই * জঁদ্রেতের হাতে দিয়ে বললেন—

"এতে বাড়ীভাড়া দিয়ে কিছু হাতে থাকবে। পরে দেখা যাবে আর কি করা যেতে পারে।"

জঁদ্রেত হাত বাড়িয়ে লুই ক'টা নিয়ে বলল—

"আপনার অসীম দয়া—ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"যে মেয়েটির হাত কেটেছিল, সে কেমন আছে?"

"ভাল নেই—তার দিদি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আনতে।"

এই সময় মারিয়ুস লক্ষ্য করল, আর একটা লোক চুপিচুপি ঘরে ঢুকল—মুখে তার কালি মাখানো, খালি পা, শার্টের আস্তিন

* 'লুই'—ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা।

গুটানো। লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে?"

"আমাদেরই একজন প্রতিবেশী।"

"তা'—আপনার স্ত্রী অনেকটা ভালো আছেন দেখছি।"

কথা শেষ না হতেই, আরও তিনজন মুখে কালি-মাখা লোক ঘরে ঢুকল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—"এঁরাও কি প্রতিবেশী নাকি?"

"হ্যাঁ—চিম্‌নির কাজ করে কিনা, তাই কালি-মাখা।—এঁরা সব চিম্‌নির ডাক্তার।"

একথা-ওকথার মাঝে জঁদ্রেত তার দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করল—"সময় বড় খারাপ যাচ্ছে। অবস্থা তো বেশ ভালই ছিল, এখন আর দিন চলে না"। এই সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে শেষে একখানা ছবির কথা উঠল। সে বলতে লাগল, "একখানা দামী ছবি আছে—অত্যন্ত মূল্যবান—ছবিখানাও আমার অত্যন্ত প্রিয়। তবে অর্থাভাব কিনা, মশায় হচ্ছেন পরম দয়ালু! ছবিখানা যদি কেনেন?"

আগন্তুক বৃদ্ধ ভদ্রলোক জঁদ্রেতের ছবির কাহিনী এবং তার দারিদ্র্যের একঘেয়ে কাঁদুনী শুনছেন, আর বেশ ক'রে সমস্ত লক্ষ্য করছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন লোকটির মতলব ভাল নয়। প্রতিবেশী চিম্‌নি-ডাক্তার যারা জুটল, তারাও সন্দেহজনক। মারিয়ুস দেখল, কথা বলার ফাঁকে, বৃদ্ধ তার চেয়ারখানা একটু একটু ক'রে ঠেলে জানালার দিকে এগিয়ে আনলেন। তাঁর

ভাবে ভঙ্গীতে মনে হ'লো, ভয় পাবার লোক তিনি নন ; উপস্থিত বিপদ বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছেন এবং তার জন্য তিনি প্রস্তুতও হয়ে আছেন।

যে-ছবিখানার কথা হচ্ছিল, সেখানা আসলে একটা অতি বাজে ছবি—দামী মোটেই নয়। ছবিখানা কত দামে কিনতে পারেন জিজ্ঞাসা করা হ'লে বৃদ্ধ বললেন, "তিন ফ্রঁা।"

জঁদ্রেত বলল,—"আমাকে এর জন্য এক হাজার ক্রাউন দিতে হবে।"

এই সময় আরও চারজন লোক ঘরে এল। কালিঝুলি মাখা, মুখোস পরা আর প্রত্যেকের হাতে ডাণ্ডা।

জঁদ্রেত এবার সবিনয় ভদ্র ভাষা ছেড়ে সোজা কথা আরম্ভ করল। বলল,—"দেখ তো আমাকে চিনতে পারো কিনা ?—আমি থেনারদিয়ে—"

জঁদ্রেত নিজেকে থেনারদিয়ে ব'লে পরিচয় দেওয়াতে ভদ্রলোকের চোখমুখের ভাবে এমন কিছু প্রকাশ পেল না যে তিনি একে চিনলেন, বা সেজন্য কিছুমাত্র বিচলিত হলেন। কিন্তু পাশের ঘরে মারিয়ুস চমকে উঠল। এই কি থেনারদিয়ে, যে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে তার বাবার প্রাণরক্ষা করেছিল ? আর যার কথা তিনি মৃত্যুকালে মারিয়ুসকে লিখে গেছেন ? কিন্তু এ সন্দেহ তার অচিরেই ভঞ্জন হ'লো।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে চুপ ক'রে থাকতে দেখে জঁদ্রেত হিংস্র পশুর মত গর্জন ক'রে আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—

"চিনলে না? আমি ফাবান্তও নই, জঁদ্রেতও নই, মঁফেরমেইর সরাইওয়ালা থেনারদিয়ে—এখন চিনলে?"

ভদ্রলোক সেই একইভাবে ছোট্ট জবাব দিলেন—"না।"

"একেবারেই চিনলে না! কোসেতকে আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে যাওনি! মস্ত ধার্মিক সেজে বসেছ—না? বুড়ো বজ্জাত কোথাকার! আমাকে যে-সে লোক পাওনি! জান, —আমি ফরাসী সৈনিক ছিলাম, ওয়াটারলুতে জেনারেল কাউণ্ট পঁমের্সির প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। যাক্, আমার কদর তুমি কি বুঝবে! এখন কাজের কথা শোন। আমার চাই টাকা—যা বলছি—ভালয় ভালয় এক হাজার ক্রাউন দাও, তা' না হ'লে তোমাকে আজ যমের বাড়ী পাঠাচ্ছি। তার ব্যবস্থা যে সমস্তই প্রস্তুত তা' দেখতেই পাচ্ছ।"

মারিয়ুসের মাথা গুলিয়ে গেল—তার উভয় সঙ্কট। সে এখন কি করে? একদিকে তার বাবার মৃত্যুকালের শেষ আদেশ, আর একদিকে তার চোখের সামনে একজন নিরীহ লোক খুন হতে যাচ্ছে—সহসা সে তার কর্তব্য স্থির ক'রে উঠতে পারল না।

থেনারদিয়ে যতক্ষণ তর্জন গর্জন করছে, সেই অবসরে বৃদ্ধ পা দিয়ে চেয়ার সরিয়ে, আর হাত দিয়ে টেবিলখানা ঠেলে দিয়ে এক লাফে জানলা দিয়ে বাইরে পড়লেন। অমনি দরজার কাছের কালিমাখা একজন তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে আবার ঘরে নিয়ে এল। অমনি গুণ্ডার দল এক

সঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করল। একজন ভারি একটা ডাণ্ডা উঁচিয়ে মাথায় মারতে এল।

মারিয়ুস অধৈর্য হয়ে স্বর্গত পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে পিস্তল ছাড়তে যাবে, এমন সময় থেনারদিয়ের গলা শোনা গেল। সে বলছে—"ওহে থামো—থামো, ওর গায়ে হাত তুলো না।"

দলের অন্য সকলের উত্তেজনার মাঝে তারই কিছু মাথা ঠাণ্ডা। সে চায় টাকা আদায় করতে,—খুন ক'রে ফেললে তো আর টাকা আসবে না!

বৃদ্ধের সঙ্গে থেনারদিয়ে, তার গিন্নী ও গুণ্ডার দলে যে ধস্তাধস্তি হ'লো সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। বৃদ্ধ তখন আর শান্তশিষ্ট ধর্মপরায়ণ নিরীহ ভালমানুষ নন—রীতিমত বলিষ্ঠ ব্যায়ামবীর। এক গুণ্ডার বুকে ক'ষে এক লাথি—তাতেই সে ছিটকে গিয়ে ঘরের মাঝখানে পড়ল। আর দু'জনের ঘাড়ে আচ্ছা রকম দুই ঘুষি, তারা তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে তাঁকে আক্রমণ ক'রে খাটের উপর ফেলে চেপে বসল—থেনারদিয়ে-গিন্নীও বসল তাঁর চুলের মুঠি ধ'রে। ঠেঙ্গাঠেঙ্গিতে ও পুরুষের চেয়ে কিছু কম যায় না।

বৃদ্ধ একা—আর ওরা অনেক—শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠা যাবে না বুঝতে পেরে তিনি আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। তখন থেনারদিয়ে প্রথমেই পকেট হাতড়ে দেখল, টাকাকড়ি কি আছে। খুঁজে পেতে মাত্র ছয়টি ফ্রাঁ আর একখানা রুমাল

পেল। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ সে তা' হস্তগত করল। এর পর থেনারদিয়ের হুকুমে সকলে মিলে দড়ি দিয়ে তাঁকে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধল। হাত-পা ভাল ক'রে বাঁধা হ'লে আর সকলকে সেখান থেকে সরে যেতে বলল, কারণ বন্দীর সঙ্গে তার বিশেষ কথা আছে।

সাঙ্গোপাঙ্গরা সরে গেলে থেনারদিয়ের কথা আরম্ভ হ'লো—

"দেখুন মশায়, জানলা দিয়ে ওভাবে পালাতে যাওয়া ঠিক হয়নি—পা একখানা ভাঙ্গতে পারত তো? আমারও অবশ্য অতটা মাথা গরম করা উচিত হয়নি। যাক, যা হবার হয়ে গিয়েছে। আমার কথা, টাকা চাই। বলতে পারেন, টাকা এখন কাছে নেই। কি জানেন, টাকাটা পরিমাণে কিছু বেশীই চাই, অর্থাৎ আমার পক্ষে বেশী—আপনার পক্ষে নয়। পীড়াপীড়ি অবশ্য করতে চাইনে। মশায় আর কিছু নির্বোধ নন। বুঝতেই পারছেন আপনি আমার হাতের মধ্যে। তাই বলছি কি, যে রকম ব'লে যাচ্ছি সেই রকম একখানা চিঠি লিখে দিন তো।"

"হাত বাঁধা থাকলে সে হাত দিয়ে চিঠি লেখা যায়?"

"সে একটা কথা বটে— !"

একটা হাত খুলে দেওয়া হ'লো।

"এই বার লিখে যান—

"স্নেহের খুকু—"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—"খুকু আবার কে?"

"কোসেত—বুঝতেই তো পারছেন।"

বৃদ্ধ দ্বিরুক্তি না ক'রে থেনারদিয়ে যে রকম ব'লে গেল তিনি সেই রকম লিখে গেলেন।

চিঠিখানায় লেখা হ'লো—

"স্নেহের খুকু, যে লোক এই পত্র লইয়া যাইতেছে, পত্রপাঠ তাহার সহিত চলিয়া আসিবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

থেনারদিয়ে বলল, "আপনার নাম সই করুন।"

বৃদ্ধ সই করলেন "উর্ব্যাঁ ফাব্‌র"—থেনারদিয়ে তাঁর পকেট থেকে যে রুমালখানা সংগ্রহ করেছিল, তার এক কোণে "U. F." লেখা ছিল। থেনারদিয়ে এই দুই অক্ষরের সঙ্গে নাম মিলিয়ে দেখল, কোন সন্দেহ করল না। ঠিকানা লিখতে বললে বৃদ্ধ লিখে গেলেন—

"মাদ্‌মোয়াজেল ফাব্‌র
৭নং রু সাঁ দোমিনিক্।"

বাইরে একখানা গাড়ী এনে রাখা ছিল, থেনারদিয়ের কথা মত থেনারদিয়ে-গিন্নী আর একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে চিঠিখানা নিয়ে গাড়ীতে ক'রে রওনা হয়ে গেল।

পরদার আড়ালে লোহার উনুন জ্বলছিল। পরদা সরাতে দেখা গেল গাছ-ছাঁটা কাস্তেখানা লাল হয়ে উঠেছে। থেনারদিয়ে কথা আরম্ভ করল—

"তোমার মেয়েকে নিয়ে আমার লোক কিছু আর এখানে আসছে না। এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখান থেকে পুলিসের সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। এখন যা ভাল বোঝ! টাকাটা

দিয়ে দিলে কারও কোন ক্ষতি করবার আমার ইচ্ছে নেই। না দিলে তোমার মেয়ের কি হবে বুঝতে পারছ—ব'লে আর কষ্ট করি কেন !"

থেনারদিয়ের কথায় বৃদ্ধের মুখে কোন উদ্বেগের বা দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা গেল না। যদিও এদিকে পাশের ঘরে মারিয়ুসের বুক কেঁপে উঠল। ঐ ফুটফুটে দেবকন্যার মত মেয়েটিকে এরা শেষে খুন করে ফেলবে! এখন উপায়!

প্রায় ঘণ্টাখানেক সব চুপচাপ। মারিয়ুস শুধু ভাবছে উপায় কি! এখন পিস্তলের আওয়াজ ক'রে পুলিস ডাকলে তো আর মেয়েটির উদ্ধারের পথ হবে না। এতক্ষণে ওরা তাকে নিয়ে কোথায় কোন্ গুপ্ত জায়গায় চলে গেছে কে জানে!

অকস্মাৎ দড়াম্ ক'রে দরজা খুলে গেল। মাদাম থেনারদিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই কি একটা আওয়াজ ক'রে চীৎকার ক'রে বলতে আরম্ভ করল—

"কি শয়তান রে বাবা—কি শয়তান! একটা ভুয়ো ঠিকানা দিয়ে কি হয়রানটাই না করলে।" অর্থাৎ বৃদ্ধ চিঠিতে যে ঠিকানা দিয়েছেন, সেখানে মাদ্‌মোয়াজেল ফাব্‌র ব'লে কেউ থাকে না। ও বাড়ীর কেউ তাকে চেনেও না। মাদাম থেনারদিয়ে রেগেই আগুন। পারলে তখনই বৃদ্ধকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে খায়। থেনারদিয়ে তার স্ত্রীর মত মুখে অত হৈ-চৈ না করলেও কম রেগে যায়নি। সে শুধু কট্‌মট্ ক'রে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল, উনুনের কাস্তেখানা

ডগ্‌ডগে লাল হয়েছে কিনা। জিজ্ঞাসা করল, "এরকম ধাপ্পা দেওয়ার অর্থ?"

বৃদ্ধ অম্লান মুখে জবাব দিলেন, "কিছুই না—খানিকটা সময় হাতে পাওয়া।"

জবাবের ভঙ্গী বেশ নিশ্চিন্ত এবং নির্বিকার। চিঠি লেখবার সময় একটা হাতের বাঁধন ওরা খুলে দিয়েছিল, আর একটা হাতের বাঁধনও তিনি এতক্ষণে খুলে ফেলেছেন। একখানা পা তখনও দড়ি দিয়ে বাঁধা। এইবার নীচু হয়ে ধাঁ ক'রে উনুন থেকে সেই গরম কাস্তেখানা টেনে নিয়ে বোঁ বোঁ ক'রে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন। গুণ্ডারা এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারে তা' একেবারেই ভাবে নি। দলের সাত-সাতটা লোক একটি মাত্র লোকের —তাও সে বৃদ্ধ—দাপটে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল। ভয়ে তারা ঘরের এক কোণে হটে গেল।

বৃদ্ধের সঙ্গে ছোট্ট অথচ অদ্ভুত একটা অস্ত্র ছিল। অস্ত্রটি হচ্ছে, একটা ফরাসী মুদ্রা (সো) চিরে দু-অর্ধেক ক'রে ভিতর দিকে খোল করা। একসঙ্গে করলে একটা ছোট কৌটো হ'লো, দেখতে চেহারাটা 'সো'র মতই। এই কৌটোতে খুব ছোট্ট একখানা ধারাল ছুরির ফলা লুকানো। পকেট হাতড়ানর সময় ঐ মহাস্ত্রটা তিনি হাতের মুঠোয় লুকিয়ে ফেলেছিলেন। অবসর বুঝে এই ছুরির ফলা দিয়ে তিনি একটু একটু ক'রে হাতের দড়ি কেটে ফেলেছেন। পায়ের দড়ি কাটবার চেষ্টা করেননি। পায়ের দড়ি কাটতে হ'লে হেঁট হতে হয়। ওদের চোখ

এড়িয়ে হেঁট হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ধরা প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এই অদ্ভুত অস্ত্রটা পরে পুলিসের লোকেরা মেঝের উপর কুড়িয়ে পায়। এ অস্ত্র শুধু দেখা যায় গেলির পাকা পুরনো কয়েদীদের কাছে। অনেক পরিশ্রমে দিনের পর দিন একটু একটু ক'রে এটা তারা তৈরি করে। এটা তাদের জেল-পালানোর সময় খুব কাজ দেয়।

সকলে বেশ ভড়কে গিয়েছে দেখে বৃদ্ধ অনুকম্পার সুরে বললেন—

"সত্যই তোমরা কৃপার পাত্র। শোন, আমি যা বলব না, তা' আমাকে দিয়ে কিছুতেই বলাতে পারবে না। এই দেখ—" ব'লে একটা বাটালি যেটা উনুনের আগুনে লাল হচ্ছিল, সেটা ডান হাত দিয়ে তুলে নিজের বাঁ হাতের বাহুর উপর সেই অবস্থাতেই জোরে চেপে ধরলেন। মাংস পোড়ার দুর্গন্ধে সকলে শিউরে উঠল—পাশের ঘরে মারিয়ুস পর্যন্ত। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। তারপর বাটালিটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন, —"তোমাদের আমি ভয় করিনে, এখন আমাকেও তোমাদের ভয় করার কারণ নেই। যা করতে চাও কর।"

হাতে অস্ত্র নেই, এদেরও সাহস ফিরে এল। আবার সকলে মিলে বৃদ্ধকে আক্রমণ করল। একজন ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, "এইবার ওকে শেষ ক'রে দাও।"

যে তার উত্তর দিল, সে বলল—"সে আর বলতে?"

কথাটা মারিয়ুস শুনতে পেল। সে এখনও স্থির ক'রে উঠতে পারেনি, পিতৃ-আজ্ঞায় থেনারদিয়েকে রক্ষা করবে, না বিপদাপন্ন বৃদ্ধের জীবন রক্ষা করবে। সে সভয়ে লক্ষ্য করল থেনারদিয়ে একখানা বড় ছুরি হাতে নিয়ে ইতস্ততঃ করছে। আর সময় নেই, এখনই কর্তব্য স্থির করতে হবে। বিব্রত হয়ে ঘরের মধ্যে চারিদিক তাকাতে লাগল যদি কোন উপায় আবিষ্কার হয়। হ'লোও একটা। সে দেখল, থেনারদিয়েদের ঘরের আলোর একটা রশ্মি, পার্টিশনের ফাটল দিয়ে তার ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে। ঠিক সেই জায়গায় এপোনিনের হাতের 'টিক্‌টিকি আসছে' লেখা সেই কাগজের টুক্‌রোটা পড়ে আছে। লেখাটা দেখেই মারিয়ুসের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ঐ লেখাটা তুলে নিল। তারপর পার্টিশনের পলেস্তারা একটুখানি ভেঙ্গে নিয়ে কাগজটা দিয়ে পলেস্তারাটুকু মুড়ল। মুড়ে ফাটল দিয়ে গলিয়ে সেটা পাশের ঘরে ফেলে দিল।

মেঝেয় টপ্‌ ক'রে কি-একটা পড়ল দেখে, কে ফেলল—কি পড়ল দেখবার জন্য থেনারদিয়ে-গিন্নী কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে থেনারদিয়ের হাতে দিল। থেনারদিয়ে পড়ে দেখে এপোনিনের হাতের লেখা—"টিক্‌টিকি আসছে"। এপোনিন বাইরে পাহারায় ছিল, থেনারদিয়ে মনে করল সেই পালাতে সঙ্কেত করেছে। আর একটুও দেরি নয়। জানলার সঙ্গে দড়ির মই লাগিয়ে থেনারদিয়ে তার গিন্নীকে নিয়ে দৌড়াল আগে পালানোর জন্য। দলের লোকেদেরও ভয়—পুলিস এসে পড়েছে, তাদেরও

পালাতে হবে। কাজেই তারাও ছুটল দড়ির মই-এর দিকে। কে আগে পালাবে তাই নিয়ে তাদের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি লেগে গেল। প্রত্যেকে চায় সেই আগে যাবে।

তখন একজন বলল—"বেশ, তাহলে এস লটারি ক'রে ঠিক করা যাক, কে আগে যাবে।"

থেনারদিয়ে সে-কথায় রেগে উঠে বলল—"তোমরা তো আচ্ছা আহাম্মক! লটারি করার সময় কই? প্রত্যেকের নাম লিখব, তারপর নামগুলো টুপিতে ভরব, এই করতে করতে পুলিস এসে পড়বে।"

তার বক্তব্য শেষ না হতেই কে একজন দরজার কাছ থেকে ব'লে উঠল—"লটারি করবে, তা' আমার এই টুপিটা নেবে?"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি তার টুপিটা এদের দিকে এগিয়ে দিল। সকলে তাকিয়ে দেখল জাভের ঘরে ঢুকেছে। অমনি ডাণ্ডা, মুগুর, হাতুড়ি যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে জাভেরকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হ'লো। থেনারদিয়ে-গিন্নী আর কিছু না পেয়ে, মেঝের একখানা পাথর তুলে নিয়ে একদিকে সরে দাঁড়াল।

মারিয়ুসকে পিস্তল দিয়ে পাঠিয়ে জাভেরও গুণ্ডার দল ধরবার আয়োজনে থানা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। থেনারদিয়েদের বাড়ীর চারিদিকে পুলিস মোতায়েন রেখে নিজে সে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল। প্রথমেই এপোনিন এবং আজেলমাকে গ্রেপ্তার করবে তার মতলব ছিল। কারণ এরা দু'জন পাহারার

কাজে ছিল—পুলিস আসছে বুঝতে পারলে ভিতরে খবর দেবে। আজেলমা ধরা পড়ে গেল, এপোনিনকে পাওয়া গেল না। গুণ্ডারা এক-একজন ক'রে বাড়ীর ভিতরে গেল। জাভের গাছের আড়াল থেকে সমস্তই লক্ষ্য করল। এরা প্রত্যেকেই নাম-করা পাকা গুণ্ডা। জাভের এদের সকলকেই ভাল ক'রে চেনে। তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও যখন পিস্তলের আওয়াজ হ'লো না, সে অধৈর্য্য হয়ে আর আওয়াজের অপেক্ষা না ক'রে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল।

এদের রকমসকম দেখে জাভের হাসতে হাসতে হাতের টুপিটা আবার মাথায় প'রে বগলের নীচে বেতের লাঠিখানা জাপটে ধ'রে এদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল—

"দাঁড়াও, ঐখানে চুপ ক'রে দাঁড়াও। জানলা দিয়ে পলাতে পারবে না। তোমরা সাতজন, আমার লোক নীচে পাহারায় আছে পনর জন। শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মত ধরা দেওয়া ভাল নয় কি? অনর্থক অভদ্র হয়ে লাভ কি?"

গুণ্ডাদের একজনের কাছে একটা পিস্তল ছিল। সে সেটা থেনারদিয়েকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "জাভের একেবারে শয়তানের দোসর, ওকে বাপু আমি গুলি করতে পারব না। পার তো তুমি গুলি কর।"

থেনারদিয়ে পিস্তল ছুঁড়তে যাচ্ছে, জাভের তাকে বলল, "কেন মিছেমিছি পিস্তল ছুঁড়ছ, গুলি আমার গায়ে লাগবে না।"

পিস্তলের শব্দ হ'লো, আগুনের হল্‌কা দেখা গেল, বারুদ

পোড়া গন্ধে ঘর ভরতি হ'লো, কিন্তু আসল কাজ হ'লো না। জাভের অক্ষত রইল।

একে একে সকলের হাতেই হাতকড়া পরান হ'লো। এইবার বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জাভের ধীরে সুস্থে টেবিলের কাছে ব'সে কালি-কলম-কাগজ গুছিয়ে নিয়ে তদন্তের রিপোর্ট লিখতে বসল। প্রথমেই হুকুম করল—

"এইবার ভদ্রলোককে আমার কাছে নিয়ে এস।"

সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখে ঘরের যেখানটায় তিনি ছিলেন, সেখানে তিনি নেই। কোথাও তিনি নেই। জাভের দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে দেখে, দড়ির মইটা তখনও একটু একটু দুলছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ঐ বুড়োটাই ছিল একেবারে পয়লা নম্বর বদমাইস।"

মারিয়ুস আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার মধ্যে অবাক হয়ে দেখছিল ঐ অদ্ভুত চরিত্রের বৃদ্ধ ভদ্রলোককে। মানুষ এমন অবস্থায়ও এমন অবিচলিত হতে পারে সে এই প্রথম দেখল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর কেউ নন—জাঁ ভালজাঁ।

॥ তেত্রিশ ॥

পরদিন গাভ্‌রোশ এল। মাঝে মাঝে সে এই রকম আসে—তার বাবা মাকে দেখতে। কিন্তু কোথায় তার বাপ-মা! সে তো আর জানে না আগের দিন রাতে পুলিসে তাদের ধরে নিয়ে গেছে। এসে দেখল, দরজা বন্ধ। চীৎকার ধাক্কাধাক্কিতে বাড়ীওয়ালী বিরক্ত হয়ে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই?"

"মা-বাবা কই? তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

বাড়ীওয়ালী আরও বিরক্ত হয়ে জবাব দিল—"এখানে তারা নেই।"

"বাবা কোথায় গেল?"

"হাজতে।"

"মা?"

"হাজতে।"

"বেশ মজা তো!—বোনেরা?"

"জেলখানার পাঠশালায়।"

"বেশ! বহুৎ আচ্ছা!" ব'লেই সে গলা ছেড়ে গান ধরে দিল, আর সেই গানের তালে তালে তিড়িং-মিড়িং ক'রে নাচতে নাচতে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

॥ চৌত্রিশ ॥

কোসেত সন্ন্যাসিনীদের মঠে লেখাপড়া করছিল, এবং জ্যঁা ভাল্‌জ্যঁা ফশেলভ্যাঁর ভাই পরিচয়ে মঠের বাগানে মালীর কাজ নিয়ে ছিল। দু'জনেরই বিনা হাঙ্গামায় দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল— বাইরের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক ছিল না। কোসেতের শিক্ষাকাল প্রায় শেষ হয়ে এল, এরপর তাকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ক'রে আজীবন মঠে বাস করবার ব্রত নিতে হবে। এই সময় জ্যঁার মনে নতুন এক চিন্তা দেখা দিল। তা হ'লো, কোসেতকে নিয়ে। বাইরের জগতের কিছুই তো সে জানল না। মঠের গণ্ডিটুকুই তার যা কিছু। যে সংসার সে পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস-ব্রত নিতে চলেছে, সে-সংসার ভাল কি মন্দ তা' সে না জেনেই পরিত্যাগ করবে !

জ্যঁা ভাল্‌জ্যঁা ভাবতে ভাবতে পরিষ্কার বুঝতে পারল, কোসেতের সম্বন্ধে তার কর্তব্যের ত্রুটি হচ্ছে। সে স্থির করল, তাকে সে মঠ থেকে বাইরে এনে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করাবে। এ যদি না করে সে, তাহলে কোসেতের উপর তার অবিচার করা হবে। একমাত্র ভাববার কথা, তার নিজের সম্বন্ধে। সে হ'লো জেলপালানো কয়েদী, যদি ধরা প'ড়ে আবার জেলখানায় আটক হয়, কোসেতের কি হবে ? ভরসা এই, পুরো পাঁচ বছর বাইরের লোকের সংস্রব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মঠের মাঝে

থাকার ফলে কেউ তাকে আর জঁা ভাল্জঁা ব'লে চিনতে পারবে ব'লে তার মনে হয় না।

এই সমস্ত চিন্তা ক'রে সে কোসেতকে নিয়ে মঠ থেকে বিদায় নিল। বিদায় নেবার উপলক্ষ্য হ'লো বৃদ্ধ ফশেলভঁ্যার মৃত্যু। ফশেলভঁ্যার মৃত্যু হ'লে জঁা মঠের প্রধানার কাছে সসম্ভ্রমে নিবেদন জানাল যে, সে এখন শারীরিক পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম নিতে চায়। ফশেলভঁ্যার মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সূত্রে সে কিছু টাকা পেয়েছে, তাতেই তার শেষ জীবন চলে যাবে। কোসেত পাঁচ বছর আশ্রমের খরচে লেখাপড়া করেছে, তার জন্য সে মঠে পাঁচ হাজার ফ্রঁা দান করতে চায়।

যে মঠে সে নিরুদ্বেগে এবং পরম শান্তিতে কাটিয়েছে, সেই মঠ এবং মঠের গির্জার উপর গভীর শ্রদ্ধাপোষণ ক'রে কোসেতকে নিয়ে জঁা একদিন বাইরে বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে ছিল একটি মাত্র বাক্স। এই বাক্সটা সে সব সময়েই নিজের কাছে রাখত। প্যারির এক নির্জন জায়গায় একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে সে কোসেত এবং একটিমাত্র চাকর নিয়ে ঘরসংসার পেতে বসল। বাড়ীখানার পিছন দিকে একটা দরজা ছিল, তিন জনেই সর্বদা সেই দরজা দিয়েই যাতায়াত করত। এ ছাড়া শহরের মাঝে অনেকটা দূরে দূরে আরও দুইখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে রাখল, কখনও কোন রকম সন্দেহজনক কিছু মনে হ'লে সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে। এই সময় জঁা ভাল্জঁার নাম উল্‌তিমুস্ ফশেলভঁ্যা।

কোসেতের সঙ্গে মারিয়ুসের যে দেখা হয়, তা' এই সময়কার কথা। মারিয়ুস রোজ একই জায়গায় জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁ এবং কোসেতকে বসে থাকতে দেখত, তারপর হঠাৎ একদিন তাদের আর সেখানটায় দেখা গেল না। তার কারণ, জ্যাঁ লক্ষ্য করল, একটি লোক রোজই তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে যায়। তার সন্দেহ হ'লো লোকটা হয়তো পুলিসের গোয়েন্দা হবে—সাবধান হওয়াই ভাল। শহরের অন্য অংশে যে-বাড়ী ভাড়া ক'রে রাখা আছে, কোসেতকে নিয়ে সে সেই বাড়ীতে চলে গেল। কাজেই মারিয়ুস সেই পরিচিত বেঞ্চির উপরে আর তাদের দেখতে পেল না।

এরপর একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে তারই পাশের ঘরে, থেনারদিয়েরের ঘরে আবার এদের দেখা পেল। সেদিন এরা এসেছিল দরিদ্র নাট্যকার ফাবান্তুর দুঃখের কথা শুনে তাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সন্ধ্যা হয়েছে। সমস্ত দিন গাভ্‌রোশের খাওয়া জোটেনি। খুব খিদে পেয়েছে। কোথা থেকে কি ভাবে কি খাওয়ার জোগাড় হতে পারে ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল একজনের বাগানে সে একটা আপেল দেখে এসেছে। একটা মাত্র আপেল, তাতে সমস্ত দিন না খাওয়ার খিদে কতটুকুই বা মিটবে! তবুও একেবারে

কিছু না-খাওয়ার চেয়ে তো ভাল। এই ভেবে সে বাগানের দিকে চলল। সেখানে এসে বাগানের বেড়া পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় ভিতরে কেউ কথা বলছে শুনতে পেয়ে থেমে গেল। এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধা কথা বলছেন। বৃদ্ধ বই পড়তে খুব ভালবাসেন। তাঁদের কথা থেকে জানা গেল, পয়সার অভাবে সেদিন তাঁকে তাঁর শেষ বইখানা বিক্রি করতে হয়েছে ব'লে মনে খুব কষ্ট হয়েছে। বৃদ্ধা চলে গেলেন—বৃদ্ধ সেইখানে মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলেন।

ঠিক এই সময় গাভ্রোশ দেখে দুটি লোক গলিপথ দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের একজন বেশ বলিষ্ঠ যুবক আর একজন বৃদ্ধ, মাথার চুল সব সাদা। তারা কাছে এগিয়ে এলে গাভ্রোশ যুবকটিকে চিনল—তার নাম পার্নাস্সুস। পার্নাস্সুস দেখতে শুনতে বেশ, তার গায়েও বেশ জোর, বুদ্ধি-সুদ্ধিও খুব। কিন্তু হ'লে কি হয়, গুণ্ডামি ক'রে বেড়ায়—লোক খুনও সে করেছে। সুবিধে মত জায়গায় গিয়ে সঙ্গের বৃদ্ধ লোকটির উপর যে সে গুণ্ডামি করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুইজন এগিয়ে আসছে —এর মাঝে ধাঁ ক'রে পার্নাস্সুস বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির উপর লাফ দিয়ে প'ড়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সামান্য একটু ঝটাপটির পরই বৃদ্ধ পার্নাস্সুসকে উল্টে ফেলে একটা হাত তার গলায় এবং হাঁটু দিয়ে তাকে জোরে চেপে ধরলেন। বেচারা পার্নাস্সুসের আর নড়বার চড়বার জো থাকল না।

বৃদ্ধ পার্নাস্সুসকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "বালক, তুমি বোধ-হয় মনে কর এই ভাবে জীবন যাপন করলে, বেশ আরামে বিনা পরিশ্রমে দিন কেটে যায়। তা সম্পূর্ণ ভুল। একদিন যখন ধরা প'ড়ে জেলে যাবে তখন দেখবে সেখানে অনেক বেশী খাটতে হয়। সেই পরিশ্রম যদি স্বাধীন ভাবে—জেলের বাইরে কর, তা হ'লে অনেক ভালভাবে দিন কাটাতে পারবে। শরীরে শক্তি আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে; খেটে খাও, এ পথ ছেড়ে দাও। জেল-খানার জীবন বড় ভয়ানক। বয়স কম আছে, যা বললাম ভেবে দেখো। যাক্—আমার টাকার থলিটা চাও তো এই নাও।" ব'লে থলিটা তাকে দিয়ে বৃদ্ধ চলে গেলেন। পার্নাস্সুস লোকটির ঐ রকম অদ্ভুত আচরণে একেবারে বোকা বনে গেল।—তিনি ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছেন, সে অবাক হয়ে তাই হাঁ ক'রে দেখতে লাগল। এই বৃদ্ধ হচ্ছেন জাঁ ভাল্জাঁ।

গাভ্রোশ সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল। সে এক ফাঁকে চট্ ক'রে পিছন দিক থেকে পার্নাস্সুসের কাছে এসে অন্যমনস্ক পার্নাস্সুসের পকেট থেকে টাকার থলিটি তুলে নিয়ে সরে পড়ল। থলিটি সে ফলের বাগানে সেই বৃদ্ধের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। বৃদ্ধ পেটের দায়ে তাঁর শেষ বইখানা বিক্রি ক'রে তখনও সেই একই ভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে বসেছিলেন। কি-একটা টুপ ক'রে পায়ের কাছে পড়ল দেখে থলিটি তুলে নিলেন। তাতে পাঁচটা লুই ছিল। বৃদ্ধ ভাবলেন, ভগবানই তাঁকে স্বর্গ থেকে এ টাকা দান করেছেন।

আর একদিনের কথা। সেদিনও গাভ্রোশের খাওয়া জোটেনি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সে একটা নাপিতের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শীতে দিব্যি মজা ক'রে হি হি ক'রে কাঁপছে, আর একমনে দোকানের একটা মোমের পুতুল দেখছে। সে যেভাবে পুতুলটার দিকে তাকিয়ে আছে, তাতে হঠাৎ দেখলে মনে হয় পুতুলটা তার ভারি ভাল লেগেছে, তাই ওটা সে হাঁ ক'রে দেখছে। কিন্তু তার আসল মতলব, জানলা দিয়ে নাপিতের দোকান থেকে একখানা সাবান হস্তগত করা। তাহলে, আর-এক দোকানে সাবানখানা বিক্রি ক'রে, তা দিয়ে সে কিছু খাবার কিনে খাবে। এ কাজ সে প্রায়ই ক'রে থাকে। গাভ্রোশ সাবান চুরি করার চেষ্টায় দোকানটার কাছে একটা ল্যাম্প পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এই সময় দেখল দুটো ছোট ছোট ছেলে—একজনের বয়স সাত হবে—দোকানের ভিতর ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে কিছু ভিক্ষে চাইল। দোকানী ছেলে দুটোর দিকে একবার তাকিয়েই তেড়ে মারতে এল, শেষে তাদের ধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বাইরে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। তারা হাঁউ মাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে অন্যদিকে চলতে লাগল। শীতকাল, তার উপর মেঘ করেছে—বৃষ্টি পড়তেও আরম্ভ করল।

গাভ্রোশের গায়ে গরম কাপড় কিছু ছিল না, পেটেও কিছু পড়েনি, পকেটেও কিছু নেই, সে দৌড়ে ছেলে দুটির কাছে গিয়ে বেশ বয়স্ক ব্যক্তির মত মুরুব্বিয়ানা চালে জিজ্ঞাসা করল—

"এই, কি হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?"

ছেলে দুটি আসলে গাভ্রোশেরই ভাই। থেনারদিয়েদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে এদের কথা এর আগে কোথাও পাওয়া যায়নি। কারণ এরা তাদের মা বাপের কাছে থাকত না। খুব ছেলেবেলাতেই এদের তারা অন্য একজন স্ত্রীলোককে দিয়ে দিয়েছিল। তখন তারা মঁফেরমেইতে সরাইখানা চালাত। যে স্ত্রীলোকটি এদের নিয়েছিল, তার নিজের দুটি ছেলে ছিল। অবস্থা ভাল নয় ব'লে মঁসিয়ে জিয়েনরমাঁ কাছ থেকে ছেলে দুটির ভরণপোষণের জন্য মাসিক কিছু বৃত্তি সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু দুটি ছেলেই হঠাৎ মারা যায়। ছেলেরা মারা গেলে, তাদের খাওয়া-পরার জন্য জিয়েনরমাঁ বৃত্তির টাকাও বন্ধ হবে, তাই সে বন্দোবস্ত ক'রে থেনারদিয়েদের এই দুই ছেলেকে নিয়ে গেল। তখন থেকে এরা সেই স্ত্রীলোকটির ছেলে হয়ে গেল। এতে তার বৃত্তির টাকার আয়টা বজায় রয়ে গেল। থেনারদিয়েদেরও লাভ হ'লো, ছেলে দুটোর ভার কমে গেল, অধিকন্তু সেই স্ত্রীলোকটি বৃত্তির টাকার কিছুটা মাসে মাসে তাদের দিত। এই ব্যবস্থায়, আর যাই হোক, থেনারদিয়েদের শিশু দুটির মন্দের ভাল হয়েছিল। নিজের মা-বাপের আশ্রয়ে খাওয়া পরার কষ্ট যা পেতে হ'তো এখানে তা ছিল না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এই স্ত্রীলোকটি এবং থেনারদিয়েদের দল—এদের কাজই ছিল, নানা রকম অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করা। জুয়া, গুণ্ডামি, রাহাজানি, এই সমস্তই এদের আসল পেশা। শেষে পুলিসহাঙ্গামা,

খানাতল্লাস, ধরপাকড়ের চোটে থেনারদিয়েদের সরাইখানা বন্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে একদিন ঐ স্ত্রীলোকটির বাড়ীও খানাতল্লাস হ'লো, এবং তার ফলে পুলিসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। এই ঘটনা যখন হয়, ছেলে দুটি তখন কাছেই অন্য এক জায়গায় খেলা করছিল। ঘরে ছিল না।

খেলা শেষ ক'রে ঘরে ফিরে দেখে ঘর খালি। ঘরের জিনিস-পত্রও নেই, তাদের সে মাও নেই। পাশে একটা জুতো মেরামতের দোকান ছিল। দোকানদার মুচি তাদের হাতে একটা চিরকুট কাগজ দিল, তাতে একটা ঠিকানা লেখা ছিল। পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রীলোকটি এই ঠিকানাটা মুচির কাছে রেখে গিয়েছিল। এতে ছেলে দুটোকে সেই ঠিকানায় যাবার কথা ব'লে গেছে। ঠিকানা-লেখা কাগজটুকু নিয়ে বড়টি ছোটটির হাত ধ'রে রাস্তায় বেরিয়েছে, কারও কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে ঠিকানামত জায়গায় পৌঁছাবে ব'লে। কিন্তু বাইরের ঝড়ো হাওয়ায় ঠিকানা-লেখা কাগজটুকু হাত থেকে কোথায় উড়ে চলে গেছে। এই অবস্থায় গাভ্রোশ এদের দেখতে পায়।

গাভ্রোশের কথায় ছেলে দুটো বলল—"আমরা হারিয়ে গেছি।" তখনও তারা কাঁদছে।

বড় ছেলেটি ওরই মধ্যে একটু গুছিয়ে বলল, "রাত্রে আমাদের থাকবার জায়গা নেই।"

গাভ্রোশ বলল—"তার জন্যে আবার কেউ কাঁদে নাকি? আচ্ছা হাঁদারাম তো! আমার সঙ্গে যাবি?"

ছেলে দুটি রাজী হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। চলতে চলতে গাভ্রোশ জিজ্ঞাসা করল—"হাঁ রে, তোরা খেয়েছিস ?"

"না, সকাল থেকেই কিছু খাইনি।"

"তোদের মা-বাবা নেই বুঝি ?"

"বাবাও আছে, মাও আছে। কিন্তু তারা কোথায় তা তো জানিনে।"

গাভ্রোশ বলল—"তা' অনেক সময় না জানাই ভাল।"

সে ততক্ষণ নিজের ছেঁড়া জামার পকেট হাতড়ে একটা 'সো' বের করল। ছেলে দুটোকে নিয়ে একটা রুটির দোকানে ঢুকে পাঁচ সাতিমের রুটি নিল। রুটিখানা তিন টুকরো ক'রে কেটে,—নিজের জন্য সবচেয়ে ছোট টুকরটা রেখে, ছেলে দুটোকে দু'টুকরো দিল।

পথে পার্নাসুসের সঙ্গে দেখা। গাভ্রোশ এরই পকেট থেকে টাকার থলে তুলে নিয়ে ফলের বাগানে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে ছুঁড়ে দেয়। পার্নাসুস অবশ্য জানত না যে গাভ্রোশই তার পকেটমার—সে-রকম সম্ভাবনার কথা তার মনেও হয় নি। গাভ্রোশের সঙ্গে তখনকার মত যে-কথা হ'লো তাতে জানা গেল, পুলিসে থেনারদিয়েদের দল ধ'রে নিয়ে হাজতে রেখে দেয়। সেখানে থেকে দলের কেউ কেউ ফন্দি-ফিকির ক'রে পালিয়েছে। পার্নাসুস চলেছে আরও দু-একজনের পালানর ব্যবস্থা করতে—সেও ঐ দলের একজন ধুরন্ধর সভ্য।

গাভ্রোশ ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে শহরের নির্জন অংশে

একটা প্রকাণ্ড হাতীর মূর্তির কাছে এসে হাজির হ'লো। চার। ফুট উঁচু হাতীর মূর্তি—পাথর আর কাঠ দিয়ে কাঠামো, তার উপর চুনবালির পলেস্তারা। এটা নেপোলিয়নের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল। মেরামতের অভাবে জলঝড়ে ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, তবুও কাঠামোটা রয়ে গিয়েছে। এরই পেটের মধ্যে গাভ্রোশের শোবার ঘর।

ছেলে দুটোর ভয় ভয় করছে বুঝতে পেরে গাভ্রোশ তাদের সাহস দিয়ে বলল—

"কিছু ভয় নেই। এই দেখ্।" ব'লেই সে হাতীর পলেস্তারা-খসা পা বেয়ে উপরে উঠে গেল! তারপর গর্তমত একটা ভাঙ্গা জায়গায় মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে একেবারে পেটের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে আর একটা ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল।

"এই দেখ্, আমি উঠে এসেছি। তোরাও উঠে পড়্। ভয় কি! আচ্ছা, এই নে, আমার হাত ধর্ দেখি।"

বড়টি কতক ভয়ে—কতক সাহসে, গাভ্রোশের হাত ধরল।

"বেশ, পা-টা এইবার ঐখানটায় দে তো। আরে বোকা! এত ভয় করলে চলে!"

দুজনকে এইভাবে উপরে উঠবার কায়দা-কানুন দেখিয়ে সে তাদের ভিতরে তুলে নিল। এইবার বিছানা ক'রে শুয়ে পড়তে হবে। গাভ্রোশ তার ঘরে, অর্থাৎ হাতীর পেটে, বাতি জ্বালল। বাতিটা দোকান থেকে কিনে-আনা সাধারণ বাতি নয়। সুতো আর রজন দিয়ে নিজের হাতে তৈরি। জ্বাললে

না আলো হয় তার বেশী হয় ধোঁয়া। তবুও বাতি জ্বলতে ভিতরটা অস্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল।

খড়ের গদি, তার উপর কম্বল। এ সমস্ত তার চিড়িয়াখানা থেকে সংগ্রহ করা। অর্থাৎ কম্বলখানা ছিল বানরের, আর গদিটা ছিল জিরাফের—গাভ্‌রোশ চুরি ক'রে এনেছে। সমস্ত বিছানাটা তাঁবুর মত ক'রে ঢাকা দেওয়া আছে তারের জাল দিয়ে। ইঁদুরের উপদ্রব খুব বেশী, তাই এ রকম ক'রে তারের জাল দেওয়া।

আলো নিভিয়ে তিনজনে শুয়ে পড়ল। ওদিকে খুট্ খাট্ খটাং খড় খড় ইঁদুরের নৈশ অভিযান আরম্ভ হয়ে গেল।

ছোটটির ভয় বেশী। সে অনেকক্ষণ চেপে থেকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—

"ও কিসের শব্দ হচ্ছে?"

"ইঁদুরের!"

"ইঁদুর? তা' বেরাল একটা রাখেন না কেন?"

"রেখেছিলাম একটা, ইঁদুরগুলোই তাকে মেরে খেয়ে ফেলল—"

ছোটটির আরও ভয় হ'লো—সে বলল—

"ইঁদুরে বেরাল খেয়ে ফেলল!—আমাদেরও খেয়ে ফেলবে নাকি!"

"আরে না।—দেখছিসনে তারের জাল দিয়ে আমাদের বিছানা কেমন ঘিরে দিয়েছি। নে—আর কথা বলিসনে। আমার হাত ধর্ তো—এইবার ঘুমো।"

গাভ্‌রোশ ছোটটার গায়ের উপর তার হাত বাড়িয়ে দিল। সকলেই এবার ঘুমিয়ে পড়ল। ইঁদুরের হুটোপুটি তাদের সে গভীর ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারল না।

ভোরের দিকে একটা লোক হাতীর পেটের নীচে এসে 'কিকির-কিউ' 'কিকির-কিউ' শব্দ ক'রে পাখীর ডাকের নকলে কয়েকবার ডাকতেই গাভ্‌রোশ ভিতর থেকে সাড়া দিল, "হ্যাঁ যাচ্ছি।" পার্‌নাস্সুস তাকে এ ভাবে সঙ্কেতে ডাকছিল। গাভ্‌রোশ নীচে নেমে এলে সে বলল, "বিশেষ কাজ আছে, এক্ষুণি তোকে যেতে হবে।"

গাভ্‌রোশ তো কিছু-একটা করবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ! তাই সে খুব খুশী হয়েই বলল—"বেশ তো, চল।"

পরক্ষণেই পার্‌নাস্সুসের সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল।

॥ ছত্রিশ ॥

থেনারদিয়ে এবং তার দলের অনেককে জাভের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আপাততঃ সকলকেই জেলের মধ্যে হাজতে রেখে দিল। সময়মত আদালতে তাদের অপরাধের বিচার হবে। জেলখানার ব্যবস্থা তখনকার দিনে খুব ভাল ছিল না। যে-সমস্ত কামরায় কয়েদীদের রাখা হ'ত, তা' যেমন ভাঙ্গাচোরা তেমনি নোংরা। এর উপর সেপাই-শান্ত্রী, এমন কি জেল-দারোগা পর্যন্ত সকলেই

অসৎ প্রকৃতির লোক। টাকা ঘুষ দিয়ে এবং মদ খাইয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। উপরন্তু এদের দলের সকলে এক একজন নামকরা বদমাইস। অতএব একে একে অনেকেই বিচারের আগেই স্বচ্ছন্দে জেল থেকে পালিয়ে গেল। থেনারদিয়ে পালাল সকলের শেষে। ভীষণ দুর্দান্ত ব'লে তাকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল, সেটা একটা দোতলার উপর খাঁচা বলা যেতে পারে—আর সেই খাঁচার সামনে একজন সেপাই গুলিভরা বন্দুকে সঙ্গিন চড়িয়ে সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল।

প্রথমতঃ সে সেপাইকে মদ খাওয়ায়। মদের সঙ্গে অন্য জিনিস মেশান ছিল। তাতেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর ঘরের ছাদ ফুটো ক'রে ছাদের উপর দিয়ে জেলখানার পাঁচিলের মাথায় যখন এল, তখন তার হাত-পা সমস্ত অবশ হয়ে এসেছে। দুর্যোগের রাত। এই রকম জল-ঝড়ের রাত না হ'লে পালানর সুযোগ হয় না। এত যে বৃষ্টি পড়ছিল, থেনারদিয়ে তবুও ঘামছিল। পরনের ইজের জামা তো ছিঁড়ে গেছেই, গা-হাত-পাও ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছিল।

যে-জায়গায় সে ঐরকম অবশ নির্জীব হয়ে পড়ে রইল, সেখানটা তিনতলার সমান উঁচু। পাঁচিলের উপরটা মাত্র দশ ইঞ্চি চওড়া। যারা পাঁচিলের এপাশে অর্থাৎ জেলখানার বাইরে ছিল, তারা প্রথমটা ঠিক করল একটা দড়ি থেনারদিয়ের কাছে ছুঁড়ে দেবে। কিন্তু থেনারদিয়ে বলল, তার হাত অবশ হয়ে গেছে, সে দড়ি লুফে নিতে পারবে না।

—"তবে হাত পা ছেড়ে দাও, আমরা নীচে থেকে ধ'রে ফেলব।"

"সে আমি পারব না।"

"তবে উপায় ?"

উপায় হচ্ছে, একটা দড়ি যদি কেউ গিয়ে দিয়ে আসতে পারে, তবেই তাকে ওখান থেকে নামিয়ে আনা যেতে পারে।

পার্‌নাস্সুসের সঙ্গে গাভ্‌রোশ বেরিয়ে এলে, চলতে চলতে পার্‌নাস্সুস তাকে বলল—

"আমাদেরই দলের একজন জেল থেকে পালিয়ে আসছে। জেলের পাঁচিলের উপর পর্যন্ত এসে আর নড়তে চড়তে পারছে না। এখন কথা হচ্ছে, পাঁচিলের গা দিয়ে একটা নড়্‌বড়ে চিমনি আছে। কোন বয়স্ক লোকের ভার সে-চিমনি বইতে পারবে না। কাজেই একটা বাচ্চা ছেলে চাই, যে সেই চিমনি বেয়ে লোকটির কাছে একটা দড়ি তুলে দিয়ে আসবে।"

গাভ্‌রোশ যে-কোন কাজের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। বিপদকে সে আমলই দেয় না। দুইজনে যখন জেলের পাঁচিলের কাছে পৌঁছল, তখনও বৃষ্টি পড়ছে। সে একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দড়িটা পরীক্ষা ক'রে নিল, তারপর যাকে উদ্ধার করতে হবে তাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিল।

'আরে! এ-যে আমারই বাবা দেখছি।—যাক্‌গে, তাতেই বা কি হয়েছে।" ব'লে দড়িটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধ'রে উপরে উঠে গেল।

এর কয়েক মিনিট পরে থেনারদিয়েও দড়ির সাহায্যে গের দল
খানার সীমানার বাইরে রাস্তায় এসে পড়ল। এখন আর পুভিপলক্ষ্য
পক্ষে তাকে ধরা সোজা কথা নয়। আবার তারা সদলের সঙ্গে
শিকারের সন্ধানে বেরল। থেনারদিয়ের হাতপা একটু ও পিছন
অবশ হয়ে গিয়েছিল। এবার সে চাঙ্গা হয়ে উঠল—আড়ালে
প্রকৃতিগত ক্রূরবুদ্ধি সমস্তই এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। চাইত

গাভ্রোশ দেখল তাকে দিয়ে যে-কাজটুকু করিয়ে নেমী মেয়ে
ছিল তা' হয়ে গিয়েছে, কেউ আর এখন তাকে ভালমন্দ নিষ্ঠভাবে
কথাও জিজ্ঞাসা করল না,—তার বাবা থেনারদিয়েও না। য-কোন

সেও নিজের মনে বলল—"কাজ যা ছিল তা হয়ে গিমারিয়ুস
আমিও এবার পথ দেখি।" ব'লেই জুতো জোড়া প'রে অন্যাসেতের
হন্‌হন্ ক'রে চলে গেল। ...হ থেকে

তখন থেনারদিয়ে বলল, "চল, আজ সেই বাড়ীটন ক্ষতির চেষ্টা
করা যাক, কিছু হয়তো মিলতে পারে।" রাধ করে, সে

দলের একজন বলল, "উহু—ওখানে তোমার এপোনিনও
নিনকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। তার কাছে সন্ধান বলবে না।
বিশেষ সুবিধের নয়।" ন লোক সেই

থেনারদিয়ে বলল—"তা' হোক, বাড়ীটা বেশ ফাঁকাটকের দরজা
নেড়ে চেড়ে দেখতে হচ্ছে—মোটা রকম না মিললেওার্ণ ছায়ামূর্তি
শুধুহাতে ফিরতে হবে না।" নিন।

প্রকৃতই, নির্জন একটা রাস্তা—ততোধিক নির্জন "তুই এখানে
বাড়ী। বাড়ীতে জনদুই স্ত্রীলোক মাত্র বাস করে।

"এখানে—তাই এখানে, এর আর 'কেন' কি! আমি না হয় এই পাথরটার উপর ব'সে আছি—তুমি এখানে কি মনে ক'রে?"

এপোনিন যতই এদের এই ব'লে বিদেয় করে দিতে চায় যে এখানে চুরি করার মত দামী কিছু নেই, ওরাও তত জেদ করতে লাগল, যখন এসেছে একবার দেখেই যাবে। কিন্তু এপোনিন কিছুতেই এদের ভিতরে ঢুকতে দেবে না। সে একা মেয়েছেলে আর এরা ছ' জন নামজাদা গুণ্ডা, প্রত্যেকের হাতেই মারাত্মক সমস্ত অস্ত্র—তবুও সে সেইভাবে ফটক আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইল।

এপোনিনের ঐরকম ভাবগতিক দেখেও এরা যখন ভিতরে ঢুকবে স্থির করল, তখন সে উন্মাদের মত ব'লে যেতে লাগল—

"দেখ, তোমরাও আমাকে চেন, আমিও তোমাদের চিনি—বেশ ভাল ক'রেই। সোজা কথা, আমি চাইনে তোমরা এ বাড়ীতে ঢোক। কাজেই ঢুকতে দেব না। হয়ত বলবে 'কেন?' —আমার ইচ্ছে,—

"ফটক পার হয়ে যেই বাগানে ঢুকবে, অমনি চীৎকার ক'রে লোক ডাকব। সকলকে পুলিসে ধরিয়ে দেব। তোমরা ছয় জন, আমি না হয় একা। তোমরা পুরুষ, আমি না হয় স্ত্রীলোক। তোমাদের হাতে আছে অস্ত্র, আমার না হয় হাতে আছে নখ। আমি বাঘের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা নই তা মনে রেখো। কাউকে আমি ভয় করিনে।"

শীর্ণ কঙ্কালময় দেহ, উত্তেজনায় চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে,

আর মাঝে মাঝে অট্টহাস্য করছে, সে যেন প্রেতের অট্টহাস্য—সমস্ত মিলে তাকে অত্যন্ত ভীষণ দেখাচ্ছিল।

এপোনিনি ব'লে যেতে লাগল—

"আমাকে মেরে ফেলবে সে-ভয় আমি করিনে। ভয় করব—আমি! ফুঃ! আজ খাবার জুটছে না, গায়ে কিছু নেই, কাল হয়ত শীতের চোটে জমে মরে থাকব—আমার আবার ভয়!"

তারপর থেনারদিয়েরের দিকে চেয়ে বলল—

"মাথায় একটা ডাণ্ডা বসিয়ে আজ যদি তুমি আমাকে ফেল, আর কাল কেউ আমার মৃতদেহটা রাস্তায় প'ড়ে দেখতে পায়, তাতেই বা আমার কি? কিংবা দেহটা মরা ব সঙ্গে একসঙ্গে ড্রেন দিয়ে ভেসে যায় আর শেষকালে আবর্জনা এবং আরও দশরকম জন্তু-জানোয়ারের শবের একসঙ্গে শহরের ময়লা ফেলার মাঠে পচতে থাকে, তাতে আমার কি এসে যায়—

"আমার কথা না শুনে, যেই এক পা-ভিতরে ঢুকবে প্রাণপণে একবার মাত্র চীৎকার করব—'ডাকাত, পড়েছে'—বাস্‌ তোমাদের হয়ে গেল।"

এপোনিনের রকম-সকম দেখে সকলে নিজেদের মধ্যে করল—তারপর গুণ্ডাদের দল সেখান থেকে সরে পড়ল।

বাইরে এপোনিনি যে-সময় ঐ ভাবে ফটক আগ ভিতর-বাড়ীর বাগানে মারিয়ুস এবং কোসেতের তখন কথা চলছে—তারা এ ব্যাপারের কিছুই জানল না।

কোসেতের কাছ থেকে সেদিন মারিয়ুস শুনল যে, কোসেত তার বাবার সঙ্গে যে-কোন দিন প্যারি ছেড়ে চলে যেতে পারে। তার বাবা তাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৈরি থাকতে বলেছেন—তারা ইংলণ্ডে চলে যাবে।

মারিয়ুসের কাছে এ সংবাদ খুব সুসংবাদ নয়। কোসেতকে সে ভালবাসে, আর তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না এমন সম্ভাবনা যে থাকতে পারে, তা সে কোনদিন ভেবেও দেখেনি।

তও মারিয়ুসকে ভালবাসে—কিন্তু উপায় নেই। তার খন ইংলণ্ডে চলে যাবেন স্থির করেছেন, তাকেও নিশ্চয়ই ঙ্গে যেতে হবে—এ ভিন্ন আর কি হতে পারে। আবার, লজ্যাঁ যতই মনে করুন তাঁকে আর সেই তুলোঁর জেল-কয়েদী ব'লে কেউ চিনতে পারবে না, তবুও সর্বদা ভয়ে াকতে হয়—জাভের তাঁকে চেনে। আর সেই জাভের ্যারিতেই পুলিসের ইন্‌সপেক্টর। ধরা পড়লে কোসেতের ায় হবে! টাকার অভাব নেই, কাজেই সমস্ত দিক ভেবে চলে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

বিয়েকোসেত যদিও প্রস্তাব করেছিল, মারিয়ুসও কেন তাদের করইংলণ্ডে চলুক না, কিন্তু সে নিতান্তই ছেলেমানুষের মত এক মারিয়ুস ভেবে চিন্তে দেখল—একটি মাত্র সোজাপথ কর সে যদি কোসেতকে বিয়ে করে. তবেই এ সমস্যার টা মীমাংসা হয়।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিয়ম অনুসারে, বিয়ের ব্যাপারে অভি-

ভাবকের মত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। মারিয়ুসকেও তার দাদামশায়ের অনুমতি নিতে হবে। তিনি যদি মত করেন তবেই সে কোসেতকে বিয়ে করতে পারবে।

এই সমস্ত চিন্তা মাথায় নিয়ে মারিয়ুস সে-রাত্রে কোসেতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল। তাকে বলে এল, পরের দিন সে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবে না।

॥ আটত্রিশ ॥

বৃদ্ধ জিয়েনরমাঁ অনেক দিন পর্যন্ত আশা রেখেছিলেন, স আবার তাঁর কাছে ফিরে আসবে। ক্রমে সে আশা ক্ষীণ লাগল। একানব্বই পার হয়ে বিরানব্বই বছরে পড়ে, স সন্ধ্যার পর জিয়েনরমাঁ এই কথাই ভাবছিলেন, ফিরবার মারিয়ুস এতদিনে ফিরে আসত। সে আর আসবে না।

ঠিক এই সময় চাকর এসে খবর দিল, মারিয়ুস তাঁর দেখা করতে চায়। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে মারিয়ুসর এসেছে শুনে বৃদ্ধ চমকে উঠলেন! এ আনন্দের বেগ সহ্য তাঁর পক্ষে কঠিন। সাধারণ লোকে এ অবস্থায় যে ভাবে প্রকাশ করে, তাঁর অভ্যাস এবং প্রকৃতি তা নয়। মারিয়ুস এলে তাকে রুক্ষ মেজাজেই জিজ্ঞাসা করলেন,—

"কি চাই তোমার?"

মারিয়ুস কি বলে কথা আরম্ভ করবে স্থির করতে না (চুপ করেই রইল। জিয়েনরমাঁ এবার জিজ্ঞাসা করলেন,—

॥ উনচল্লিশ ॥

—"বিয়োর ৫ই জুন প্যারিতে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাধারণের যুদ্ধ নিয়মরক্ষার ল। বহু লোক গভর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হয়েছিল। তা' বেশ! রাজাকে তাড়িয়ে শাসনব্যবস্থা সাধারণের হাতে আনবে "ব্যবসাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে। সাধারণের পক্ষে মারিয়ুস "তা' ব বন্ধুরা, আর রাজার পক্ষে রাজকীয় সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ "না।ল। গাভ্রোশও চলল যুদ্ধ করতে। সে রাস্তা দিয়ে "যো আর গলা ছেড়ে গান গাইছে। ছুটতে ছুটতে দেখে "না পুরানো জিনিসের দোকানে একটা পুরানো পিস্তল। চট্ "দোকানে ঢুকেই পিস্তলটা তুলে নিয়ে দোকানদারনীকে বলল "ঠাখুন, আপনার এই পিস্তলটা আমি আপাততঃ ধার নিচ্ছি—" "সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। লড়াইয়ের জন্য হাতিয়ার যোগাড় "ম আর তাকে পায় কে! একদল যুবক, রাইফেল-পিস্তল লড়াই করতে চলেছে, সে তাদের দলে ভিড়ে গেল। যোদ্ধার খিয়েতেই এগিয়ে যেতে লাগল, ততই নতুন লোক এসে দলে যোগ করতে লাগল। ক্রমে দলটা এসে মোড়ের মাথায় একটা সরাই-একজন ম থামল।

বরাবে, যে নেতা তার নাম আঁজোল্‌রা। আঁজোল্‌রা যুবক, ও সুন্দর সুগঠিত দেহ—নেতা হবার মতই চেহারা। এই সরাইখানাটা হয়েছে তাদের কেল্লা। তারই সামনে তখন ব্যারি-

কেড তৈরি করা আরম্ভ হয়েছে। সামনের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ব্যারিকেড হচ্ছে। রাস্তার পাথর, খালি পিপে, লোহার শিক, দরজা, জানালা, চূণবোঝাই একখানা গাড়ী যা হাতের কাছে সংগ্রহ করা গেছে, খাড়া করে করে ব্যারিকেড তৈরি হচ্ছে। গাভ্‌রোশ একাই একশ' হয়ে মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল—এদিকে ছুটছে, ওদিকে ছুটছে, এটা বেয়ে উঠছে, নামছে। সর্বত্র সে আছে, আর সর্বক্ষণ একটা-না-একটা মজার কথা বলে সকলকে বেশ স্ফুর্তিতে রেখেছে।

আঁজোল্‌রাকে বলল, "আমার একটা রাইফেল চাই, আপনারটা আমাকে দেবেন?"

আঁজোল্‌রা হেসে বলল,—"বয়স্কদের সকলের একটা একটা হোক, তারপরে বাড়তি থাকে, নাহয় শিশুদেরও দেওয়া যাবে।"

গাভ্‌রোশ বলল—"আপনি যদি আমার আগে মারা যান, আপনারটা আমি নিয়ে নেবো।"

সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করতে করতে রাত হয়ে গেল। তখনও উভয় দলে তেমন লড়াই বেধে ওঠেনি। বাইরে ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে। ভিতরে সরাইখানার ঘরে টোটা, বারুদ, বন্দুক গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বাইরের দিক থেকে মাঝে মাঝে বন্দুকের গুলি এসে পড়ছে, সে তেমন একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। গাভ্‌রোশ এ পর্যন্ত বাইরে কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এবার সে ভিতরে এসে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। গোটা দুই বাতি জ্বালা হয়েছিল। আলো তেমন প্রচুর নয়—পরিষ্কার কিছু দেখা যায়

না। হঠাৎ গাভ্রোশের চোখে পড়ল—একজন বেশ লম্বা জোয়ান লোক রাইফেল হাতে ভিতরের ব্যবস্থা খুব তন্নতন্ন করে লক্ষ্য করছে। সকলেই জানে ভিতরে যারা এসেছে, সকলেই তাদের দলের লোক। কিন্তু গাভ্রোশের সন্দেহ হ'ল। সে একধারে অন্ধকার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটিকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল। তারপর যেই চিনতে পারল লোকটি কে—সে দৌড়ে দরজার কাছে আঁজোল্‌রার কাছে গেল। আঁজোল্‌রা ওদিকে তাকেই খুঁজছিল তাকে একবার বাইরে পাঠাবে, রাজার সৈন্যরা কোন্‌দিক থেকে কি ভাবে আসছে খবর আনবার জন্য। সে ছোট্ট মানুষ, তার উপর অত্যন্ত চটপটে, সহজেই বিপক্ষদলের চোখ এড়িয়ে কাজ হাঁসিল করতে পারবে।

আঁজোল্‌রার কথায় বাধা দিয়ে গাভ্রোশ তাকে চুপি চুপি বলল—

"ঐ লোকটিকে চেনেন?"

"কেন বলত?"

"ও লোকটি পুলিসের চর—আমি চিনি।"

আঁজোল্‌রা ইসারা করতেই চারজন বলিষ্ঠ লোক এগিয়ে গিয়ে লোকটির কাছে এসে দাঁড়াল।

আঁজোল্‌রা তাকে জিজ্ঞাসা করল—"কে তুমি?"

হঠাৎ এ প্রশ্নে লোকটি চারিদিকে চেয়ে দেখে বুঝল—আত্ম-গোপন করা বৃথা। বলল—"হুঁ, চিনে ফেলেছ দেখছি! আমি একজন সরকারী কর্মচারী।"

"কি নাম তোমার ?"

"জাভের।"

তখনই তাকে ধরে সরাইখানার ঘরের একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হ'ল।

জাভের বিপ্লবীদের ভিতরের খবর সংগ্রহ করতে এসেছিল। আর সকলে ব্যারিকেডের দিকে চলে গেলে, আঁজোল্‌রা জাভেবকে জানিয়ে দিল সরকারী সৈন্যরা ব্যারিকেড দখল করলে তার দশ মিনিট পরে তোমাকে গুলি করা হবে।

"এখনই কেন গুলি কর না ”

"বারুদ যথেষ্ট নেই, অনর্থক খরচ করতে চাইনে।"

"ছোরা আছে ত ? তাই দিয়েই নাহয় মেরে ফেল।"

"তুমি গুপ্তচর। গুপ্তচরের বিচার হবে। আমরা বিচারক; খুনে নই।"

আঁজোল্‌রা গাভ্‌রোশের দিকে তাকিয়ে বলল—"যে কাজ তোমাকে দিয়েছি, সেটা সেরে এস।"

"যাচ্ছি, এবার কিন্তু ইনস্‌পেক্টরের ঐ বন্দুকটা আমাকে দিতে হবে।"

গাভ্‌রোশ তড়াক করে এক লাফে একটা ফাঁকের মাঝ দিয়ে ব্যারিকেডের বাইরে এসে পড়ল।

ক্রমাগত অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারের ফলে সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্রে বিপ্লব বেধে ওঠে। বিপ্লবীর দলে যারা যোগ দেয়, তাদের সকলেরই যে কিছু একটা আদর্শ থাকে তা নয়। বহুলোক

কেবলমাত্র হুজুগে মেতে দলে যোগ দেয়। তারা সকলেই যে ভাল লোক হবে তারও মানে নেই। তাছাড়া, উত্তেজনার মাথায় এরা কখন কি করে বসে তার ঠিক থাকে না।

আঁজোল্‌রার দলের একটি ছেলে সরাইখানার বাইরের দিকে বসে খুব ক'রে মদ খাচ্ছিল। সামনেই রাস্তার আর-একদিকে একটা উঁচু বাড়ী। মদের ঝোঁকে তার মাথায় এল ঐ বাড়ীটার উপরতলার জানলা থেকে বন্দুক চালাতে পারলে বেশ হয়। তক্ষণি সে বাড়ীটার দরজায় আচ্ছা করে ঝাঁকাঝাঁকি আরম্ভ করল। কেউ সাড়া দিল না। সে দরজায় দমাদম ঘা দিতে লাগল। অন্ধকার হয়ে গেছে। এক বৃদ্ধ বাতি হাতে করে উপরের জানালা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন—

"কি চাই?"

"দরজা খোল, আমরা ভিতরে ঢুকবো।"

শহরে গুলিগোলা চলছে, সকলেই জানলা দরজা বন্ধ করে ভয়ে ঘরে বসে আছে। এ অবস্থায় বৃদ্ধ কি সাহসে এদের দরজা খুলে দেবেন। তিনি কিছুতেই দরজা খুলতে রাজি হন না। এ-ও জেদ ধরল, খুলতেই হবে। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলতে অস্বীকার করাতে ছেলেটি বৃদ্ধকে গুলি করল—বৃদ্ধ পড়ে গেলেন।

বন্দুকের শব্দে আঁজোল্‌রা বাইরে এসে এই ব্যাপার দেখে ছেলেটির ঘাড় ধরে বলল—

"ইচ্ছে হয় ত ঈশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা করে নিতে পারো। আর এক মিনিট মাত্র তোমার জীবন আছে।"

তার হাতে পিস্তল—মুখের ভাব কঠোর। ছেলেটি কাঁদা-কাটা করে ক্ষমা চাইল—আঁজোল্‌রা কোন কথাই শুনল না। ঘড়ি ধরে এক মিনিট সময় দেখল। যেই এক মিনিট হ'ল, ঘড়ি পকেটে রেখে, তার মাথায় গুলি করল। তারপর মৃত দেহটা বাইরে ফেলে দিতে বলল। তিনজন লোক এগিয়ে এসে ছেলেটির মৃতদেহ ব্যারিকেডের বাইরে ফেলে দিল।

কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে চুপ করে থেকে আঁজোল্‌রা সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বলে গেল—

"বন্ধুগণ, এ লোকটি যে কাজ করেছে তা যেমন ভয়ানক, আমি যা করলাম তাও তেমনি ভয়ানক, কিন্তু উপায় ছিল না। আমাদের উচ্ছৃঙ্খল হ'লে চলবে না। সাধারণভাবে নরহত্যার যে অপরাধ আমাদের এক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধ। আমি এর অপরাধের যেমন বিচার করেছি, আমার নিজের সম্বন্ধেও বিচার করেছি—নিজেকে আমি কি শাস্তি দিলাম, তাও দেখতে পাবে।

বাহিরে তখন গলির আর-এক প্রান্তে বালক গাভরোশের গলা শোনা গেল—সে মনের আনন্দে গান ধরে দিয়েছে। গান শেষ করে কয়েকবার মোরগের ডাকের নকলে 'কোঁকর্‌-কো-কক্‌-কক্‌' করে ডাক ছাড়ল। আঁজোল্‌রা তার সঙ্গীদের জানিয়ে দিল, ঐ মোরগ ডাকার অর্থ হচ্ছে, আক্রমণকারীরা নিকটেই এসে পড়েছে। সকলে যে যার জায়গায় প্রস্তুত হয়ে থাক আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য—

॥ চল্লিশ ॥

মারিয়ুস বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতে চলল, জাভেরের দেওয়া পিস্তল দুটো তখনও তার পকেটে। শহরের সর্বত্র সকলে ভয়ে চুপচাপ। কোনও বাড়ীতে আলো দেখা যাচ্ছে না, জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। পথে লোকজনের চলাচলও নেই। ব্যারিকেডের কাছাকাছি একটা গলির মোড়ে এসে সৈন্যদের পায়ের শব্দ কানে এল—তারা ব্যারিকেড আক্রমণ করেছে। একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক-কামানের গোলাগুলিতে ব্যারিকেড অনেকখানি ভেঙ্গে-চুরে গেল। তারপর সৈন্যরা বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে সেই ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকে লড়াই বাধিয়ে দিল। বিপ্লবীদলের কয়েকজনকে আহত করল। গাভ্রোশ জাভেরের প্রকাণ্ড বন্দুকটা নিয়ে তাদের দিকে তাক্ করে ঘোড়া টিপ্‌ল। বন্দুকে গুলি বারুদ ভরা ছিল না, কাজেই খট্ করে মাত্র একটা ছোট্ট শব্দ হ'ল। বিপক্ষের দল হো হো করে হেসে উঠল। এইবার তাদের একজন গাভ্রোশকে তাক্ করে ঘোড়া টিপছে, এমন সময় অন্যদিক থেকে একজন তাকে গুলি করল—সে পড়ে গেল। আর-এক গুলি—আর একজন আক্রমণকারী পড়ে গেল।

সকলে চেয়ে দেখল মারিয়ুস্ ব্যারিকেডের ভিতরে এসেছে। তার গুলিতে দু'জন মরল। আক্রমণ অল্পক্ষণের জন্য বাধা পেল। মারিয়ুসের দুই পিস্তলে দুইবার মাত্র গুলি করার মত বারুদ ভর্তি

ছিল। আবার ভর্তি করে নেওয়া দরকার। অন্যদিকে চেয়ে তার ব্যবস্থা করবে, এই ফাঁকে আর একজন সৈন্য তাকে তাক্ করে বন্দুক তুলেছে, অমনি মজুরের মত পোষাক পরা একটি লোক তার একখানা হাত বন্দুকের নালের সামনে উঁচু করে ধরল—গুলি তার হাতেই লাগল, মারিয়ুস রক্ষা পেয়ে গেল। এদিকে সৈন্যদল ব্যারিকেডের উপর এসে পড়েছে, আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না দেখে মারিয়ুস ভিতর থেকে একেবারে বারুদের বাক্সটা এনে ব্যারিকেডের কাছে রাখল! সকলকে বলল—"সরে যাও, আমি বারুদে আগুন লাগিয়ে ব্যারিকেড উড়িয়ে দেবো—সেই সঙ্গে রাজার সৈন্যরাও উড়ে যাবে।"

একজন সৈন্য বলল—"তুমিও ত তাহলে উড়ে যাবে।"

মারিয়ুস তার জবাবে জানিয়ে দিল—সে জন্য সে প্রস্তুত। তার দৃঢ়তা দেখে সকলেই বুঝল, সে যা' বলছে তা করবেও। বারুদের মুখে উড়ে যাবার ভয়ে সৈন্যদল তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে হটে গেল।

এতক্ষণে মারিয়ুস ভেবেচিন্তে কাজ করার সময় পেল। সে এসে পড়বার পর আঁজোল্‌রা তাকেই দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছে। ব্যারিকেডের অবস্থা, এবং অন্যান্য ব্যবস্থা দেখে বেড়াতে বেড়াতে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার কানে এল, কে যেন ডাকছে "মঁসিয়ে মারিয়ুস—" শব্দটা অতি নিকট থেকে আসছে, মুমূর্ষুর নির্বাণপ্রায় দুর্বলকণ্ঠ—"মঁসিয়ে—মারিয়ুস"।

একটি বালক, পরনে তার দরিদ্র মজুরের মত ছেঁড়া পোশাক,

তার নাম ধরে ডাকছিল। রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে। মারিয়ুস্ তার কাছে গেলে সে বলল—' আমি এপোনিন।"

এপোনিন পুরুষের পোশাকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে আহত হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে মারিয়ুস্কে লক্ষ্য করে একজন সৈনিক যখন বন্দুক ছোঁড়ে, এপোনিন তাকে বাঁচাবার জন্য বন্দুকের নলের মুখে হাত উঁচু করে দিয়েছিল। সেই গুলিতে এপোনিনের হাত এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে, পিঠেও গুলি লেগেছে। গুরুতর আঘাতে এপোনিন একটু পরেই মরে গেল। শেষ সময়ে মারিয়ুসকে কোসেতের লেখা একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিখানা কোসেত এপোনিনের হাতে দিয়েছিল মারিয়ুস্কে দেবার জন্য। তাতে লেখা ছিল—

"আমরা আজ রাত্রেই অন্য বাড়ীতে চলে যাচ্ছি। তারপর এই সপ্তাহেই ইংলণ্ডে চলে যাবো। বাবা এই রকম ব্যবস্থা করেছেন। তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না।"

মারিয়ুস্ চিন্তা করে দেখল। কোসেত ইংলণ্ডে চলে যাচ্ছে, তার বাবা তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে দাদামশায়ও এদের বিয়েতে মত দিলেন না। অদৃষ্টের উপর কারও হাত নেই। সে তার পকেট-বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পেনসিল দিয়ে তাতে কোসেতের নামে একখানা চিঠি লিখল—

"আমাদের বিয়ে অসম্ভব। দাদামশায়ের মত চেয়েছিলাম। তিনি মত দেন নি। দশের জন্য অত্যাচারী ফরাসী গভর্ণমেণ্টের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। মৃত্যুর পর আমার আত্মা তোমার আরও নিকটে উপস্থিত থাকবে।"

চিঠি শেষ করে উপরে কোসেতের নাম-ঠিকানা লিখল।

পকেট-বইএর একটা পাতায় লিখে রাখল—

"আমার নাম মারিয়ুস্ পঁমের্সি। আমার মৃতদেহ আমার দাদামশায় মঁসিয়ে জিয়েনরমাঁর কাছে পৌঁছে দিও।"

মঁসিয়ে জিয়েনরমাঁর ঠিকানাও দেওয়া থাকল।

গাভ্রোশকে ডেকে কোসেতের জন্য লেখা চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বলল—"এই চিঠিখানা নিয়ে এখনি ব্যারিকেডের বাইরে চলে যাও। কাল সকালে চিঠিখানা ঠিকানা-মত পৌঁছে দিও।"

মারিয়ুসের ইচ্ছা গাভ্রোশ এখান থেকে চলে যায়। এখানে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। সে বালক, তাকে বাঁচাতে পারলেই ভাল হয়।

গাভ্রোশের ওদিকে ব্যারিকেড ছেড়ে যাবার ইচ্ছে মোটেই নেই। সে বলল, "তা' হ'লে এর মধ্যে তো ওরা ব্যারিকেড দখল ক'রে ফেলবে। আর সেই সময় আমি লড়াই করতে পাবো না যে।"

"আরে না। যে রকম বুঝছি কাল দুপুরের আগে ওরা আর আক্রমণ চালাবে না। তুমি বেরিয়ে পড়, আর দেরি ক'রো না—"

গাভ্রোশ দৌড়ে বেরিয়ে গেল। সে ঠিক করল—যে

ঠিকানায় মারিয়ুস চিঠিখানা পৌঁছে দিতে বলল, সে খুব দূর নয়। তাড়াতাড়ি চিঠি পৌঁছে দিয়ে রাত দু'পুরের আগেই ফিরে আসবে।

কোসেতকে নিয়ে জঁা ভালজঁা অন্য বাড়ীতে এসে তাদের একমাত্র চাকর তুস্যাঁর সাহায্যে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে, এমন সময় অদ্ভুত উপায়ে তার চোখে পড়ল মারিয়ুসকে লেখা কোসেতের হাতের শেষ চিঠিখানা। কোসেত চিঠি লিখে ব্লটিং কাগজ দিয়ে চেপেছে, সেই ব্লটিং কাগজখানা বড় একটা আয়নার সামনে দাঁড় করানো ছিল। চিঠির উল্টো ছাপ ব্লটিং কাগজে পড়েছে, সেইটে আবার আয়নার মধ্যে সোজা হয়ে পড়েছে। জঁা ভালজঁা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ভাবল। তারপর, ক্রমে ক্রমে পর পর ঘটনাগুলো জুড়ে সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা করে নিল। এখন সে কি করবে? একে একে তার মনে পড়ল, রোজ তারা যে-সময় একটা বেঞ্চিতে বসে কথাবার্তা বলত, একটি সুদর্শন যুবকও ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করত। আরো অনেক ছোট-খাটো ঘটনা মনে পড়ল।

বসে বসে ভাবছে এখন তার কর্তব্য কি? এর মাঝে চোখে পড়ল একটি বালক, রাস্তা থেকে ক্রমাগতঃ তাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। ছেলেটি একবার উপরের দিকে তাকাচ্ছে, একবার দরজা ঠেলে দেখছে, দরজা খোলা আছে কিনা। আবার নিজের মনে কি বলছে। জঁা ভালজঁা অনেকক্ষণ থেকে তাকে ঐ ভাবে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—

"কি খোকা, ওরকম করছ কেন বলত?"

"কেন আর কি ! খোকার খিদে পেয়েছে।" ব'লেই গাভ্-রোশ গলার সুর নামিয়ে বলল—"খোকা ! নিজেও তো এক বুড়ো খোকা।"

জঁা ভাল্জঁা একটা পাঁচ ফ্রঁা তার হাতে দিয়ে দয়ার্দ্র হয়ে মনে মনে বলল—'আহা, বেচারার খিদে পেয়েছে !'

পাঁচ ফ্রঁা অর্থাৎ একশ' সো জীবনে তার কখনও হাতে পড়েনি। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমটা তার খুব আনন্দ হ'ল। তার পর হঠাৎ তার সম্ভ্রমজ্ঞান জেগে উঠল। টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—"দেখুন, আমি গরীব হতে পারি, তাই বলে বড়লোকদের দান গ্রহণ করে হাত ময়লা করতে চাই নে।"

জঁা বলল—"বেশ তো তুমি না নাও, তোমার মাকে দিও।"

গাভ্রোশের মন নরম হ'ল। লোকটির মাথার দিকে তাকিয়ে দেখল, মাথায় টুপি নেই—বড়লোকদের যা সর্বদাই থেকে থাকে। তার মন আরও নরম হ'ল। টাকাটা এবার সে পকেটে রেখে দিল। জিজ্ঞাসা করল,—"আচ্ছা, সাত নম্বর বাড়ী কোন্‌টা বলতে পারেন ?"

"কেন বলত ?"

গাভ্রোশ মাথা চুলকাতে লাগল। তার মনে হ'ল, আর বেশী বলা হয়তো ঠিক হবে না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি জঁা ভাল্জঁা অনুমান করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমি একটা চিঠির অপেক্ষা করছি, তুমি কি সেই চিঠি নিয়ে এসেছ ?"

"সে কি করে হয়! আপনি ত আর স্ত্রীলোক নন।"

"আরে, চিঠিখানা হচ্ছে মাদ্‌মোয়াজেল কোসেতের নামে—কেমন তাই তো? আমাকে দাও, আমি নিয়ে তাকে দিচ্ছি।"

গাভ্‌রোশ চিঠিখানা জঁা ভাল্‌জঁার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যারিকেডে ফিরে গেল। ব্যারিকেডে ফিরবার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

॥ একচল্লিশ ॥

মারিয়ুসের চিঠি প'ড়ে, জঁা ভাল্‌জঁার আরও দুশ্চিন্তা হ'ল। সে তখন বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতে গেল। একজন নতুন লোককে ব্যারিকেডের মধ্যে ঢুকতে দেখে, দলের একটি ছেলে আর একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল—"কে ও লোকটি?"

মারিয়ুস জঁা ভাল্‌জঁাকে লক্ষ্য করেছিল, সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আমি চিনি।" কাজেই কারও আর কিছু বলবার থাকল না। আঁজোল্‌রাও তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল, তাদের যোদ্ধা চাই। জঁা ভাল্‌জঁা কিন্তু এমন কোন ভাব দেখাল না যে সে মারিয়ুসকে চেনে। জঁা ভাল্‌জঁাকে এখানে যে ঠিক মত চিনল, সে হচ্ছে জাভের।

এই সময় গাভ্‌রোশও ব্যারিকেডের মাঝে ফিরে এল। মারিয়ুস বিরক্ত হয়ে বলল, "আবার কি জন্য এলে?"

"কেন? আপনিও যে জন্য, আমিও সেই জন্য—লড়াই করতে"।

মারিয়ুস আর কি বলবে, তার ইচ্ছে যে অন্য রকম ছিল সে-কথা তো আর পরিষ্কার করে বলতে পারে না। চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করে জানল, মাদমোয়াজেল কোসেত ঘুমিয়েছিলেন, চিঠিখানা সে বাড়ীর চাকরের হাতে দিয়ে এসেছে। ঘুম থেকে উঠেই চিঠি পাবেন। জঁা ভাল্‌জঁাকে দেখিয়ে মারিয়ুস গাভ্‌-রোশকে জিজ্ঞাসা করল—'ওঁকে চেন?"

"না।" অন্ধকারের মাঝে জঁা ভাল্‌জঁার হাতে চিঠি দেবার সময় সে ভাল করে তাকে দেখতে পায়নি, কাজেই চিনতে পারল না।

ইতিমধ্যে ব্যারিকেডের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলি পড়তে লাগল। ব্যারিকেড রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল। একটা কামানের গোলা পড়ে ব্যারিকেডের খানিকটা জায়গা একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। আঁজোল্‌রা বলল, একটা গদি বা তোষক দিয়ে ফাঁকটা ঢাকা দিতে পারলে হ'ত। তা না হ'লে ঐ ফাঁক দিয়ে ক্রমাগত বন্দুকের গুলি এসে ভিতরে পড়বে। সরাইখানায়,—অর্থাৎ বিপ্লবীদের এখন যেটা কেল্লা হয়েছে,—যে তোষক গদি ছিল তার উপর আহতদের শুইয়ে রাখা হয়েছে। জঁা ভাল্‌জঁা দেখল, সামনে একটা উঁচু বাড়ীতে একটা গদির দুই কোণে দড়ি বেঁধে জানলার সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে—বাইরে গুলি-গোলা চলছে, তারই ভয়ে। গদিটা আড়াল দেওয়াতে বাইরের গুলি সহসা ঘরের মধ্যে যেতে পারবে না।

জাঁ ভালজাঁ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে, ঠিক তাক্ করে একটা গুলিতে একটা দড়ি কেটে দিল। তারপর আর এক গুলিতে আর একটা দড়ি কেটে দিল। গদিটা উপর থেকে রাস্তায় এসে পড়ল। সকলেই মহা উল্লাসে জাঁ ভালজাঁকে তার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের তারিফ করতে লাগল। কিন্তু যেখানে গদিটা পড়ল সেখান থেকে সেটা নিয়ে আসাও সহজ নয়—ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে গুলি এসে পড়ছে। গুলি চলছে, তারই মাঝ দিয়ে গিয়ে জাঁ ভালজাঁ গদিটা পিঠের উপর ফেলে ব্যারিকেডের মধ্যে ফিরে এল। আবার সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল। আঁজোলরা এগিয়ে এসে তাকে জনসাধারণের হয়ে ধন্যবাদ জানাল।

গদিটা ঠিক মত বসিয়ে ব্যারিকেড মেরামত হ'ল। হঠাৎ দেখা গেল সরাইখানার লাগোয়া একটা উঁচু বাড়ীর ছাদের উপরের চিমনির পাশে দাঁড়িয়ে একজন সৈনিক ব্যারিকেডের ভিতর লক্ষ্য করছে। সেখান থেকে ব্যারিকেডের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর। কোথায় কি আছে, লোকজন কত, গোলাগুলি বারুদ বন্দুক কি পরিমাণে আছে বুঝতে পারলে সরকারী সৈন্যদের আক্রমণ করার সুবিধা হবে।

জাঁ ভালজাঁ এক গুলিতে লোকটির মাথার লোহার টুপিটা উড়িয়ে দিল। টুপি ঝন্ ঝন্ করে রাস্তায় এসে পড়ল, লোকটি ভয়ে সেখান থেকে সরে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একজন

সৈনিক সেখানে এসে দাঁড়াল। এবারও জঁা ভাল্জঁা তার টুপি উড়িয়ে দিল—তারপর আর কাউকে সাহস করে সেখানে দাঁড়াতে দেখা গেল না।

বিপ্লবীদলের একজন মন্তব্য করল, "টুপিতে গুলি না করে টুপির মালিককে গুলি করলেই ঠিক হ'ত"। জঁা ভাল্জঁা সে-কথার কোন জবাব দিল না। বন্দুকে তার অব্যর্থ হাত হ'লেও সে হত্যা পছন্দ করে না।

লড়াই এক রকম ভালই চলছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিপ্লবীদের গুলি-বারুদ ফুরিয়ে এল। কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যে রাজার সৈন্যরা যে ব্যারিকেড দখল করে নেবে তাতে আর সন্দেহ রইল না। গাভ্রোশ কাউকে কিছু না ব'লে কোন ফাঁকে ব্যারিকেডের বাইরে গিয়ে মৃত সৈন্যদের কোমর থেকে টোটার বাক্স সংগ্রহ করতে লেগে গেছে। সে মহা উৎসাহে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বাক্সগুলো খুলে যে টোটাগুলো তারা আর ব্যবহার করে উঠতে পারেনি, সেই তাজা টোটাগুলো খুলে খুলে নিয়ে একটা চুব্ড়ি ভর্তি করছে। চুবড়িটা সে সরাইখানার ভিতর থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল।

গাভ্রোশ একে ছোট ছেলে, তার উপর বারুদের ধোঁয়ায় বিপক্ষের কেউ তাকে প্রথমে দেখতে পায়নি। সে কখনও বুকে হেঁটে, কখনও মৃত সৈন্যদের আড়াল দিয়ে ব্যারিকেডের অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে, এমন সময় কি একটা নড়াচড়া করছে দেখতে পেয়ে একজন সৈন্য তার দিকে গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা

গাভ্‌রোশের গায়ে না লেগে লাগল একটা মৃত সৈনিকের গায়ে। গাভ্‌রোশ বিরক্ত হয়ে মুখভঙ্গী করে বলে উঠল,—

"বীরপুরুষরা সব আমাকে মারতে না পেরে মরাদেরই মারতে লেগেছে।"

তক্ষুণি আর একটা গুলি এসে তার কাছেই রাস্তার উপর পড়ল। এর পরের গুলিটা লাগল তার চুবড়িতে— চুবড়ি উল্টে গেল।

গাভ্‌রোশ চেয়ে দেখে একদল সৈন্য তাকে লক্ষ্য করে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়ছে। সে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল। তার এলোমেলো চুলগুলো হাওয়ায় উড়তে লাগল। কোমরে হাত দিয়ে সৈন্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে গান ধরে দিল—

"কুদর্শন লোক নাঁতেয়ারে
দোষ হ'ল সে ভল্‌তেয়ারের *
পালেসোতে মূর্খ-বোকা
সে দোষ হ'ল রুশোরই" †

তারপর সে একটা একটা করে সমস্ত টোটাগুলো কুড়িয়ে আবার চুবড়িতে রেখে, যেদিক থেকে গুলি আসছে সেই দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে আর একটা টোটার বাক্স সংগ্রহ করল।

* ভল্‌তেয়ার—ফরাসী কবি এবং নাট্যকর। বিদ্রূপাত্মক লেখার জন্য বিখ্যাত।

† রুশো—সুইস্‌-লেখক। রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে লেখার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। রুশোর রাজনৈতিক মতবাদের ফলেই ফরাসী-বিপ্লব ঘটে। ভল্‌তেয়ার ও রুশো উভয়েই সমসাময়িক—অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিশালী লেখক।

এই সময় ওরা আর একটা গুলি ছুঁড়ল—সেটাও গাভ্রোশের গায়ে লাগল না।

সে গাইল—

"আইন করি থোড়াই কেয়ার
দোষ হ'ল সে ভল্‌তেয়ারের
ছোট্ট একটা পাখী আমি
দোষ সে ত সব রুশোরই।"

আবার একটা গুলি করল। এবার সে গাইল—

"ফুর্তি আমার লেগেই আছে
দোষ হ'ল সে ভল্‌তেয়ারের
দুঃখ যে মোর দেহের ভূষণ
দোষ সে ত সব রুশোরই।"

তার গান চলতেই থাকল। বার বার যতই তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ছে, ততই সে তাদের দিকে চেয়ে রকম রকম অঙ্গভঙ্গী ও ঠাট্টা তামাসা করতে লাগল—এটা যেন তার কাছে মস্ত একটা মজার ব্যাপার। একবার সে শুয়ে পড়ছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, এক লাফে কোথায় সরে যাচ্ছে, আবার তক্ষুণি ফিরে আসছে। আর তাকে লক্ষ্য করে এক একটা গুলি ছুঁড়লেই সে নাকের উপর বুড়ো আঙ্গুলটা বেঁকিয়ে ধরে কলা দেখাচ্ছে। এদিকে ব্যারিকেডের উপর ক্রমাগত গুলি লেগে ব্যারিকেড কাঁপছে। কিছুতেই তার ভয় নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনি করে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে মনের আনন্দে লুকোচুরি খেলল—তারপর

একটা গুলি তার গায়ে লাগল। আলেয়ার আলো বালক গাভ্রোশ কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেল। তখনই সে উঠে বসল—মুখ বেয়ে তার রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সে দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে, যে তাকে গুলি করল, তার দিকে মুখ করে গান ধরল—

"এই যে এখন ধরা দিলাম
দোষ হ'ল সে ভল্‌তেয়ারের
নাকটা গেল জলের তলায়
দোষ সে ত'—"

গান সে আর শেষ করতে পারল না। আবার একটা গুলি লাগায় ঐখানেই গানটা বন্ধ হয়ে গেল।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

মারিয়ুস দৌড়ে ব্যারিকেডের বাইরে গেল, আরও একজন তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে। গাভ্রোশের মৃতদেহ তারা ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে এল। মারিয়ুসের কেবলই মনে হতে লাগল, গাভ্রোশের বাবা, তার বাবাকে আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে এসেছিল, আর সেও গাভ্রোশকে আনল। তবে, আহত অবস্থায় নয়, একেবারে মৃত অবস্থায়—পিতৃঋণ তাকে এইভাবেই শোধ করতে হ'ল।

গাভ্রোশের কুড়ানো টোটা খুবই কাজে লেগে গেল। সকলে

সেগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ লড়াই চালাল। কিন্তু ওদিক থেকে ক্রমাগত যে পরিমাণে গুলিগোলা চলতে লাগল, তাতে সৈন্যরা যে আর কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যারিকেড ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়বে তাতে আর সন্দেহ মাত্র থাকল না।

আঁজোল্‌রা তখন জাভেরের দিকে চেয়ে বলল—"তোমার কথা ভুলে যাই নি। ব্যারিকেডের মধ্যে সব শেষে আমাদের যে থাকবে, সে ব্যারিকেড ছেড়ে যাবার সময় তোমাকে গুলি করে শেষ করে দিয়ে যাবে।"

একজন বলে উঠল—"না, গুপ্তচরের মৃতদেহ আর আমাদের বীর যোদ্ধাদের মৃতদেহ যে একসঙ্গে থাকবে, সে হবে না। ওকে বাইরে নিয়ে গুলি করা হবে।"

একটি লোক এগিয়ে এসে আঁজোল্‌রাকে বলল—"এই লোকটিকে আমি নিজের হাতে গুলি করতে চাই। এই অনুমতি আমাকে দেওয়া হোক।"

জাভের চেয়ে দেখে, যে এই কথা বলল সে জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁ। বলল—"তাই-ই তো হওয়ার কথা।"

জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁর প্রস্তাবে আঁজোল্‌রার কোন আপত্তির কারণ ছিল না। সে জাভেরকে জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁর হাতে দিয়ে দিল।

ব্যারিকেড আর রক্ষা করা যায় না। আঁজোল্‌রা চীৎকার করে সকলকেই আসতে বলল। যারা যারা ছিল, সকলেই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই সময় জ্যাঁ ভাল্‌জ্যাঁও জাভেরকে নিয়ে ব্যারিকেড থেকে বেরিয়ে গেল। তার এক হাতে পিস্তল

আর এক হাতে জাভের। জাভেরের বাঁধন কিছু কিছু খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে সে তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যেতে পারে।

ব্যারিকেড পার হয়ে এসে তারা একটা গলিতে ঢুকল। সেখানে একটা বাড়ীর কোণে এসে দাঁড়াল, যাতে অন্য কেউ তাদের না দেখতে পায়। জঁা ভালজঁা বলল—

"জাভের, আমি জঁা ভাল্‌জঁা।"

"বেশ, এবার তোমার প্রতিশোধ নেবার পালা—নাও।"

জঁা ভাল্‌জঁা পকেট থেকে ছুরি বের করল। ছুরি দেখে জাভের বলল—"ঐ জিনিসই তোমার হাতে বেশী মানায়, ছুরি দিয়েই আমাকে শেষ কর।"

জঁা ভাল্‌জঁা একে একে তার সমস্ত বাঁধন দড়ি কাটতে লাগল। সবশেষে নীচু হয়ে পায়ের বাঁধন কেটে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"চলে যাও—তোমাকে ছেড়ে দিলাম।"

জাভের কোন অবস্থাতেই অবাক হবার লোক নয়। জঁা ভাল্‌জঁার মুখে "চলে যাও" শুনে জীবনে সে প্রথম অবাক হয়ে গেল। সে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকল। জঁা ভাল্‌জঁা বলল—

"আমি ব্যারিকেডে যাচ্ছি—আর ফেরবার সম্ভাবনা কম। তবুও যদি কোনও গতিকে জীবিত অবস্থায় ফিরি, তাই বলে রাখছি। আমার এখনকার নাম হচ্ছে ফশেল্‌ভঁ্যা। সাত নম্বর রু ত্ব' লো'ম্‌ আরমেতে থাকি। সেখানেই আমাকে পাবে।"

জাভের ভ্রূকুটি করে একটি কথা শুধু বলল—"সাবধান!"

জঁা ভাল্‌জঁা আবার বলল—"যাও, চলে যাও।"

—"কি নাম বলেল ? ফশেলভঁ্যা— রু দ্য' লো'ম্ আরমে ?"

—"হঁ্যা—সাত নম্বর।"

জাভের তার কোটের বোতাম এঁটে অন্যদিকে চলতে লাগল। কয়েক পা এগিয়ে সে ফিরে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে জঁা ভালজঁাকে ডেকে বলল—"দেখ, আমাকে বড় বিব্রত করলে। বরং মেরেই ফেল।"

জঁা সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে হাতের পিস্তলটা আকাশ-মুখো করে একটা আওয়াজ করল। তারপর ব্যারিকেডে ফিরে গেল। সেখানে তখন ভীষণ অবস্থা। সৈন্যরা সংখ্যায় যেমন বেশী, গোলাবারুদও তাদের প্রচুর। বিপ্লবীদের বারুদ সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে, সামনা-সামনি হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়েছে। আঁজোলরা আহত। মারিয়ুস এবং আরও সাত-আট জন আহত। অবশিষ্ট সকলে সরাইখানার ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মারিয়ুস বাইরে। তার কাঁধের কাছে গুলি লেগে একখানা হাত ভেঙ্গে গেছে—সে অজ্ঞান হয়ে গেল। চৈতন্য সম্পূর্ণ লোপ পাবার সময় এইটুকু কেবল সে বুঝতে পারল, একজন বলিষ্ঠ লোক তাকে ধরে ফেলল। সে ভাবল সে বন্দী হয়েছে—নিশ্চয়ই এর পর তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে গেল। আঁজোলরা আহত হয়েও নেতার কর্তব্য বীরের মত পালন করে শেষে শত্রুর সামনে বুক পেতে দিল। একসঙ্গে আটটা বন্দুক থেকে গুলি এসে তাকে সরাই-খানার দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলল। ফুলের মত সুদর্শন যুবকের মাথাটা মাটির দিকে নুয়ে পড়ল।

॥ তেতাল্লিশ ॥

জ্যঁ ভালজ্যঁার বিপ্লবীদলে যোগ দেবার একমাত্র কারণ মারিয়ুসকে রক্ষা করা। তাকে সে সমস্ত সময়ই চোখে চোখে রেখেছিল। সে আহত হয়ে প'ড়ে যাবার সময় জ্যঁা ভালজ্যঁা চকিতের মধ্যে এক লাফে এসে তাকে ধরে ফেলল, এবং অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে লড়াইএর সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে, তাকে নিয়ে পাশেই একটা গলির মধ্যে এসে পড়ল। এখানে তাকে সহসা কেউ দেখতে পাবে না বটে—তবে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সৈন্যরা একবার দেখে ফেলে, তা' হ'লে আর তার পালিয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু কোন্ পথে সে কোথায় পালাবে! গলির শেষে একটা বাড়ী। এগিয়ে যাবার পথও বন্ধ। জ্যঁা ভালজ্যঁা দেখল, রাস্তার পাশে পাথর দিয়ে গাঁথা একটা ড্রেনের মুখ—মুখে লোহার ঝাঁঝরি লাগান। ড্রেন মাটির নীচে দিয়ে চলে গিয়েছে। তাই বেয়ে শহরের ময়লা জল নদীতে গিয়ে পড়ে। ঝাঁঝরি সরিয়ে, জ্যঁা ভালজ্যঁা মারিয়ুসকে কাঁধে নিয়ে ড্রেনের ভিতর নেমে গেল। ঝাঁঝরি যেমন ছিল আবার তেমনি বসিয়ে দিল। ড্রেনের দুর্গন্ধময় জলকাদা ভেঙ্গে, অনেক কষ্টে নদীর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। এখানে ড্রেন এসে নদীতে পড়েছে। আরও ড্রেন এসে এখানে মিশে, ড্রেনের মুখ অনেকটা বড় হয়েছে। শহরের নির্জন অংশ,

জনমানবের চিহ্ন নেই। সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে, সহজেই এই পথ দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু বিপদ হ'ল ড্রেনের শেষ প্রান্তে এসে। এখানে গরাদ-দেওয়া লোহার দরজা বসান। জাঁ ভালজাঁ মনে করেছিল, যে-কোন উপায়েই হোক দরজা খুলে ফেলতে পারবে। প্রথমে দরজার শিক একটার পর একটা ঝাঁকাঝাঁকি করে দেখল কোনটা ভেঙ্গে ফেলা যায় কি না। বৃথা চেষ্টা। মজবুত দরজায় মজবুত তালা লাগান—খোলা বা ভেঙ্গে ফেলা অসম্ভব। এখন উপায়! মারিয়ুসকে তার দুই হাঁটুর উপর রেখে সে মাটিতে বসে পড়ল। এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি জাঁ ভালজাঁর পিছন থেকে এসে তার কাঁধের উপর হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল—

"আধাআধি বখরায় রাজি আছ?"

জাঁ ভালজাঁ চমকে উঠল। এ রকম সময় এ ভাবে ড্রেনের মাঝে এখানে আর কেউ থাকতে পারে, সে তা ভাবতেই পারেনি। সে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল, যে-লোক কথা বলছে, সে থেনারদিয়ে।

দু'জন, দু'জনকে খুব লক্ষ্য করে দেখল। জাঁ ভালজাঁ থেনারদিয়েকে চিনতে পারলেও থেনারদিয়ে যে তাকে চিনতে পারেনি তা বেশ বোঝা গেল। না চিনবারই কথা। রক্ত আর ড্রেনের কাদায় তার যা চেহারা হয়েছে, তাতে তার একান্ত পরিচিত লোকও পরিষ্কার দিনের আলোতে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ।

থেনারদিয়ের নিজের যেমন স্বভাব, সেই ভাবে সে ধরেই নিয়েছে, এ লোকটি তার কোলের উপরের লোকটিকে খুন ক'রে লাস সরিয়ে ফেলতে নদীর ধারে এসেছে।

জাঁ ভাল্জাঁ কোন কথা বলল না। থেনারদিয়ের কথার অর্থ বুঝতেই পারেনি, তার জবাব কি দেবে! 'আধাআধি বখরায় রাজি আছ' তার মানে কি?

থেনারদিয়ে বলল—"লোকটাকে খুন করেছ—বেশ কথা। দরজার চাবি আমার কাছে আছে। তোমারও বাইরে যাবার দরকার। লাসটা জলে ফেলতে হবে তো?"

এতক্ষণে থেনারদিয়ের কথার অর্থ পরিষ্কার হ'ল। জাঁ চুপ করে থেনারদিয়ের বক্তব্য শুনে যেতে লাগল। সে বলে গেল—

"দেখ, তোমাকে আমি জানিনে—চিনিনে। তবুও সাহায্য করতে চাই। কেননা আমাদের উভয়ের একই পেশা—পরস্পর বন্ধু সম্বন্ধ।"

জাঁ ভাল্জাঁকে সে তারই মত একজন খুনে মনে করেছে। সে বলল—

"খুন যখন করেছ, তখন পকেটে কি আছে না জেনে শুনে কিছু আর খুন করনি। অর্ধেক আমাকে দাও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।" বলেই সে তার পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটা চাবি বের করে জাঁ ভাল্জাঁকে দেখাল।

জাঁ ভাল্জাঁ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। সমূহ বিপদের সময় যখন সে নিজেকে একান্ত নিরুপায় মনে করে হতাশ হয়ে

পড়েছে, তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে তার মুক্তিদাতা থেনারদিয়ের মূর্তিতে দেখা দিলেন—কিন্তু কি বীভৎস রূপ নিয়ে!

থেনারদিয়ে একটা দড়িও পকেট থেকে বের করে দিল। জাঁ ভাল্‌জাঁ ঠিক বুঝতে পারেনি, দড়ি দিয়ে আবার কি করতে হবে। থেনারদিয়ে বুঝিয়ে দিল, লাসটা জলে ফেললে ভেসে উঠবে, কাজেই দড়ি দিয়ে ভারি একখানা পাথর বেঁধে দিলে সে ভয় আর থাকবে না।

তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে ফেলা দরকার। থেনারদিয়ে তাগিদ দিল, "কই, কত পেলে দেখি! আমি চাবি দেখালাম, তুমিও এবার টাকা দেখাও!"

—জাঁ নিজের পকেট খুঁজে যা পেল বের করে দেখাল। টাকা খুব সামান্যই কাছে ছিল। থেনারদিয়ে নিজেও বেশ উৎসাহী হয়ে অন্তরঙ্গের মত জাঁ ভাল্‌জাঁ এবং মারিয়ুসের পকেট হাতড়ে দেখলে—আর কিছু পেল না। এই সময় সে কৌশল করে মারিয়ুসের কোটের এক ফালি কাপড়ও ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখল। মতলব, এই ফালিটুকুর সাহায্যে পরে সন্ধান করতে পারবে যাকে খুন করা হয়েছে সে লোকটি কে, এবং যে খুন করেছে সে লোকটাই বা কে?

জাঁ ভাল্‌জাঁ যে টাকা দেখাল, সে টাকাটা সমস্তই হস্তগত করে থেনারদিয়ে দরজার তালা খুলে দিল—জাঁ ভাল্‌জাঁ বাইরে এসে মুক্ত বাতাসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। থেনারদিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ড্রেনের মাঝ থেকে বাইরে এসে প্রথমেই সে মারিয়ুসকে মাটিতে শুইয়ে দিল। নদী থেকে আঁজলা করে জল এনে তার মুখে চোখে দিল। তখনও সে চোখ মেলেনি। মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। জঁা ভাল্‌জঁা তার মুখের উপর ঝুঁকে একদৃষ্টিতে দেখছে, কাজেই সে জানতে পারেনি যে পিছন দিক থেকে এই সময় আর একটি লোক আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে এসেছে। সে জাভের। জাভের তাকে জঁা ভাল্‌জঁা বলে চিনতে পারেনি, তবুও পুলিসের লোকের চোখে ঐ অবস্থায় কাউকে দেখলে সন্দেহ হবার কথা। সে এখানে এসেছিল থেনারদিয়েরর পিছু নিয়ে।

জাভের এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—

"কে তুমি?"

"আমি।"

" 'আমি' কে?"

"আমি জঁা ভাল্‌জঁা।"

দুর্দান্ত পুলিসের ইনস্‌পেক্টর জাভের, চকিতের মধ্যে সাঁড়াশির মত তার দৃঢ় দুই হাত দিয়ে জঁা ভাল্‌জঁার কাঁধ ধরল। তার্‌পর ভাল করে দেখল—হাঁ, ভাল্‌জঁাই বটে। পরিচয় নিজে থেকে না দিলে জঁা ভাল্‌জঁাকে সহজে চেনা যেত না—কাদায় তার যে রকম চেহারা হয়েছিল। জঁা ভাল্‌জঁা যেমন বসেছিল, ঠিক তেমনই বসে রইল। তারপর অত্যন্ত সহজভাবে বলে গেল—

"ইনস্‌পেক্টর জাভের, আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাও। আজ সকালেই আমি তোমার হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, যে ঠিকানা দিয়েছি, সে আমি চালাকি করে ভুল ঠিকানা দিইনি। তবে, একটি মাত্র অনুগ্রহ তোমার কাছে চাই।"

জাভেরের কানে কোন কথাই যাচ্ছিল না। সে অন্যমনস্ক হয়ে আর-কিছু ভাবছিল। তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে বলে উঠল—

"এখন কি করছ? এ লোকটিই বা কে?"

"এর কথাই বলছিলাম। আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে তোমার যা খুশি কর। কিন্তু, একে এর বাড়ী পৌঁছে দিতে একটু সাহায্য কর।"

জাভের 'হাঁ' 'না' কিছুই বলল না। নিজের পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করল। নদীর জলে সেখানা ভিজিয়ে এনে মারিয়ুসের মুখের রক্ত মুছে দিল। এবার সে মারিয়ুসকে চিনতে পারল। বন্দী অবস্থায় যখন সে ব্যারিকেডে ছিল, তখন সকলকেই সে লক্ষ্য করেছে। জাভেরের গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, গাড়োয়ানকে ডেকে দুইজনে ধরাধরি করে মারিয়ুসকে গাড়ীর মাঝে শুইয়ে, শহরের আর-এক দিকে মারিয়ুসের দাদামশায় জিয়েনরমাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

বৃদ্ধ জিয়েনরমাঁ উপরের ঘরে ঘুমচ্ছিলেন। রাত অনেক, বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। জাভের নিজে চাকরকে ডেকে সমস্ত ঘটনা বলল। চাকর তখন মাসী-জিয়েনরমাঁকে জাগিয়ে

ডেকে আনল। তারপর জাভের ও জ্যঁ ভাল্‌জ্যঁ মারিয়ুসকে নিয়ে দোতলার একটা ঘরে শুইয়ে দিল।

জাভের ও জ্যঁ ভাল্‌জ্যঁ নীচে নেমে দুইজনে আবার গাড়ীতে গিয়ে বসল। গাড়োয়ান তার জায়গায় বসে গাড়ী হাঁকিয়ে দিল। জাভের চিন্তামগ্ন। জ্যঁ ভাল্‌জ্যঁ বলল—"ইনস্‌পেক্টর জাভের, আর-একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করবে?"

জাভের রুক্ষভাবেই প্রশ্ন করল, "কি?"

"একটুখানির জন্য একবার বাড়ী যেতে চাই।"

জাভের চুপ করে রইল। সে চিন্তান্বিত। গাড়োয়ানকে হুকুম দিল, "সাত নম্বর রু দ্য লো'ম আর্‌মে চল"। গাড়ী চলতে লাগল।

জ্যঁ ভাল্‌জ্যঁর বাড়ী সরু গলির মাঝে। গাড়ী বড় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে, দুইজনে হেঁটে গলিতে ঢুকল। সাত নম্বরের সামনে এসে জ্যঁ ভাল্‌জ্যঁ দরজায় ঘা দিল। দরজা খুলে গেল। জ্যঁ ভাল্‌জ্যঁ কিছু বলবার আগেই জাভের বলল—

"বেশ, ভিতরে যাও।" তারপর খানিক থেমে, শেষে যেন বেশ চেষ্টা করে কথা সংগ্রহ করে, অযথা জোর দিয়ে বলল— "এইখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

জ্যঁ ভাল্‌জ্যঁ ভিতরে যাবে, আর জাভের বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করবে, কর্তব্যপরায়ণ কঠিন-প্রকৃতি জাভেরের কাছে এতখানি প্রত্যাশা সে করেনি। আসামীকে এতখানি বিশ্বাস এবং এ রকম অনুগ্রহ করা জাভেরের স্বভাব নয়। জ্যঁ একবার তার

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর ভিতরে গেল। দোতলায় উঠেই প্রথমে সে জানালা খুলে গলিতে জাভেরের যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা সেইখানটা তাকিয়ে দেখল। জাভেরকে সেখানে দেখতে পেল না—সে সেখানে নেই।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

জঁা ভালজঁা বাড়ীর ভিতরে গেলে, জাভের গলি থেকে বেরিয়ে গেল। সে অত্যন্ত চিন্তাকুল। তার মাথা হেঁট হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে—হাত ছুটো পিছন দিকে সংলগ্ন। ইনস্‌পেক্টর জাভের চিরদিন মাথা সোজা করে চলে এসেছে, চিন্তাভারে মাথা নুইয়ে পড়া এই তার প্রথম। সোজা পথে হাঁটতে হাঁটতে সেই নদীর পুলের উপর গিয়ে ছুই হাতে আল্‌সের উপর ভর দিয়ে জলস্রোত দেখতে লাগল। স্রোতের জল এইখানে বাধা পেয়ে প্রপাতের মত গর্জন করতে করতে চলেছে। এর মাঝে কেউ পড়ে গেলে, তার আর রক্ষা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

চিন্তা ব'লে কিছুর বালাই জাভেরের কোনদিন ছিল না। সরকারের আইন এবং তার নিজের কর্তব্য, এর বেশী কিছু চিন্তা করার কোন প্রয়োজনই সে বোধ করেনি। আজ তার সন্দেহ জেগেছে কি তার কর্তব্য। সে পুলিসের ইনস্‌পেক্টর, আর জঁা ভালজঁা পলাতক কয়েদী। তার কর্ত্তব্য, জঁা ভালজঁাকে গ্রেপ্তার ক'রে, আদালতে হাজির ক'রে উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা,

কিন্তু সে তার প্রাণদান করেছে—সে কৃতজ্ঞতাই বা সে মুছে ফেলবে কি করে? জাঁ ভাল্জাঁ তাকে হাতের মধ্যে পেয়ে মেরে না ফেলে ছেড়ে দিল কেন? আর সেই বা পুলিসের কর্মচারী হয়ে তাকে অনুগ্রহ দেখাল কেন? তবে কি সে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে জাঁ ভাল্জাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজতে বন্ধ করবে! তাই-ই তো তার কর্তব্য। সে তো তা' পারছে না—কিন্তু কেন? কে তাকে বাধা দিচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পেল না।

বহুকাল পরে, আজ আবার জাভেরের মনের মধ্যে জাঁ ভাল্জাঁ মিলিয়ে গিয়ে, তার জায়গায় মঁসিয়ে মাদ্লিনের ছবি ফুটে উঠল। মঁসিয়ে মাদ্লিন সাধু, তিনি দয়ালু—তাঁকে অশ্রদ্ধা করা যায় না। মঁসিয়ে মাদ্লিন আর জাঁ ভাল্জাঁ তো একই লোক। আশ্চর্য এই, একজন জেলের কয়েদী—আইনের চোখে যে দণ্ডের পাত্র, তাকে সে শ্রদ্ধা করে! জাভের আর ভাবতে পারে না। সরকার, গভর্ণমেণ্ট, আইন-কানুন সমস্তই তার কাছে মীমাংসাহীন সমস্যা। এতদিন সে ছিল সরকারের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর—আইনের রক্ষক। এখন রাজার তৈরি আইন তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল—তারই বা তাহলে বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন আছে! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, অস্পষ্ট আলোতে তার নিজের ছায়াই দীর্ঘকায় প্রেতমূর্তির বীভৎসতা নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর নীচে সেই নদীর জল দুর্বার বেগে গর্জন করে চলেছে।

অকস্মাৎ টুপিটা সে খুলে ফেললো। তারপর একটা লাফ দিয়ে জাভের সেই খরস্রোতে তার দেহ বিসর্জন দিল। পরদিন এক জেলের নৌকোর নীচে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুলিসের কর্তারা সিদ্ধান্ত করল—সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতির ফলে জাভের আত্মহত্যা ক রেছে।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

মৃতবৎ মারিয়ুস্‌কে জিয়েনরম**ঁ**ার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে জাভের ও জ**ঁ**া ভালজ**ঁ**া চলে যাবার পর, বাড়ীময় হুলস্থূল পড়ে গেল। মারিয়ুসের মাসী আগেই উঠে এসেছিলেন। এখন জিয়েনরম**ঁ**া ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি মারিয়ুসকে ঐ অবস্থায় দেখে পাগলের মত হায় হায় করতে লাগলেন। ডাক্তার ডাকা হ'ল। তিনিও শঙ্কিত হয়ে আহত মারিয়ুসকে বারবার নানারকম করে পরীক্ষা করলেন। আঘাত গুরুতর। অতি ক্ষীণ জীবনের লক্ষণ দেখা গেলেও বাঁচাতে পারা যাবে কিনা বলা কঠিন।

অনেক সেবা-শুশ্রূষায়, বহুক্ষণ পরে মারিয়ুস চোখ মেলে চাইল। কোথায় এসেছে সে, কেন এসেছে, কিছুই তার ভাল করে মনে পড়ল না। এরপর কিছুদিন ধরে তার খুব জ্বর হ'ল। জ্বরের সঙ্গে বিকার। চার মাস চিকিৎসা-যত্নের পর, ডাক্তার জানালেন এখন আর জীবনের আশঙ্কা নেই—যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে আরও যথেষ্ট সময় লাগবে। এই সময় একজন বৃদ্ধ লোক রোজ

নিয়মিতভাবে মারিয়ুসের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে যেতেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ বিশিষ্ট ভদ্রবংশীয়ের মত। ইনি জঁা ভাল্‌জঁা—মারিয়ুসের কাছে ফশেল্‌ভ্যাঁ নামে পরিচিত।

জিয়েনরমাঁ এবার আর মারিয়ুসের বিয়ের প্রস্তাবে অমত করলেন না। ফশেলভ্যাঁও উদ্যোগী হয়ে মারিয়ুসের সঙ্গে কোসেতের বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। মারিয়ুস জানত, কোসেত ফশেলভ্যাঁর মেয়ে, কোসেতও এ পর্যন্ত জেনে এসেছে ফশেলভ্যাঁই তার বাবা। অথচ নিজে ফশেলভ্যাঁ জাল-লোক—জেল-পালানো কয়েদী—জঁা ভাল্‌জঁা। কালে যদি কখনও সে-কথা প্রকাশ পায়—ফশেলভ্যাঁ মিথ্যা লোক, কোসেত তার সত্যকার মেয়ে নয়—তা হ'লে মারিয়ুস্ এবং কোসেতের বিয়ে আইনতঃ অসিদ্ধ হয়ে যাবে। উভয়ের ভবিষ্যৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্য পণ্ড হয়ে যাবে। এই সমস্ত বিবেচনা করে ফশেলভ্যাঁ জিয়েনরমাঁকে জানিয়ে দিলেন কোসেত তাঁর নিজের মেয়ে নয়, তাঁর এক ভাইয়ের মেয়ে। অর্থাৎ সেই আসল ফশেলভ্যাঁ যে সন্ন্যাসীদের মঠে মালীর কাজ করত, তারই এক ভাই-এর মেয়ে। সে-বংশের কেউই আর জীবিত নেই, কাজেই কোসেতের এ পরিচয় যে সত্য নয়, তা প্রমাণ করার পথ নেই। জঁা ভাল্‌জঁা, প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঁর ব্যাঙ্কনোট কোসেতকে দিয়ে বলল এ টাকা কোসেতের সম্পত্তি। তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল, বিয়ের সময় টাকাটা তাকে দিয়ে দিচ্ছে। এই টাকাটা মঁফেরমেইর জঙ্গলে পোঁতা ছিল, কোসেতকে দেবার জন্য উঠিয়ে এনেছেন। মঁসিয়ে মাদ্‌লিন

নকল পাথরের কারখানা করে অনেক টাকা উপার্জন করেছিলেন। সে টাকা ব্যাঙ্কেই ছিল, পরে তুলে এনে মঁফেরমেইর জঙ্গলে একটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে পুঁতে রেখেছিলেন। প্রয়োজন মত খরচের টাকা মাঝে মাঝে তুলে আনতেন। এখন সমস্ত টাকাই তুলে আনলেন। বিশপ মিরিয়েলের দেওয়া রূপোর বাতিদান দুটোও ওখানে পোঁতা ছিল। টাকা দিলেন কোসেতকে—বাতিদান দুটো নিয়ে গেলেন নিজের জন্য। অনেকদিন পরে আবার তাঁর ঘরে সেই বাতিদানেতে আলো জ্বলল।

॥ ছেচল্লিশ ॥

বনিয়াদী ঘরের বিয়ে যেমন ধুমধামের সঙ্গে হয়ে থাকে, মারিয়ুস্ এবং কোসেতের বিয়ে সেই ভাবেই নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। ভোজের টেবিলে কিন্তু জঁা ভাল্জঁা শেষ পর্যন্ত থাকলেন না। অসুস্থতার ভান করে ভোজের আগেই চলে গেলেন।

তিনি চান নি যে তাঁর মত একজন পলাতক কয়েদী বিয়ের মত একটা শুভ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। বাড়ীতে যখন ফিরে এলেন তখন তিনি একান্তই ক্লান্ত। জীবনের একমাত্র অবলম্বন কোসেতের সম্বন্ধে শেষ কর্তব্য সমাপ্ত করে আজ তিনি নিতান্তই একাকী। কোসেতের দেরাজ খুলে তার ছেলেবেলার পোশাক বের করলেন—এ পোশাকগুলো দশ বছর আগে মঁফেরমেই

থেকে তাকে নিয়ে আসবার সময় তাকে পরিয়ে এনেছিলেন। কোসেতের সেই পোশাকগুলো একটা একটা করে তাঁর বিছানার উপর ছড়িয়ে দিয়ে গভীর চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে রইলেন—তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পরদিন সকালেই জঁা ভাল্‌জঁা জিয়েনরমঁার বাড়ীতে গিয়ে মারিয়ুসের সঙ্গে দেখা করবার জন্য খবর পাঠালেন। মারিয়ুস তৎক্ষণাৎ ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দের আতিশয্যে এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে গেল। শেষকালে খানিকটা যেন আবদারের সুরেই বলল, এখন থেকে জঁা ভাল্‌জঁাকে তাদের সঙ্গে এই বাড়ীতেই থাকতে হবে। বেশ আনন্দে থাকা যাবে এবং আজ আর তিনি এখান থেকে না খেয়ে যেতে পারবেন না —ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক রাত্রের মধ্যেই জঁা ভাল্‌জঁার চোখ কোটরাগত হয়েছে, তাঁর মুখ ক্লান্তিময়। তা হ'লেও ধীর স্থির। শান্তকণ্ঠে বললেন—

"মঁসিয়ে পঁমেরসি, একটা বিশেষ কথা বলবার জন্য এসেছি। আমি একজন পুরনো জেলখাটা কয়েদী।"

মারিয়ুস প্রথমতঃ তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি।

ক্রমে জঁা ভাল্‌জঁা এক এক করে ধীরে ধীরে বলে গেলেন —"আমি একজন জেলখাটা কয়েদী। গ্যালিতে শাস্তি ভোগ করেছি। কোসেত আমার কেউ নয়। আমিও তার বাবা নই। আমার সত্যকার নাম ফশেলভঁ্যা নয়, জঁা ভাল্‌জঁা। দশ বছর আগে কোসেতকে আমি জানতামও না, চিনতামও না, কোন

সম্পর্কও ছিল না। পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকার উপর আর সকলের যেমন স্নেহ পড়ে, আমারও তেমনি স্নেহ পড়েছিল। তাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি—বড় করে তুলেছি, এতদিন সে আমার জীবনের অনেকখানি জুড়ে বসেছিল। এখন আপনার হাতে তাকে সমর্পণ করে দিয়েছি—সে সুখী হয়েছে। আমার কাজ শেষ হয়েছে।"

মারিয়ুস স্তব্ধ হয়ে সমস্ত শুনল—অবিশ্বাস করার কিছু ছিল না।

কোসেতের সঙ্গে পরিচয়ও তার ছয় লক্ষ ফ্রাঁর অধিকারিণী হওয়া যেমন অভাবনীয় ঘটনা, তেমনি সে ফশেলভ্যাঁর মেয়ে নয় পালিতকন্যা, এ-ও এক আশ্চর্য তথ্য। সবচেয়ে অদ্ভুত, ফঁশেলভ্যাঁ আসলে একজন গ্যালির জেলখাটা পলাতক কয়েদী।

জাঁ ভাল্‌জাঁ বলল—"সমস্তই বললাম, এখন থেকে আমার পক্ষে কোসেতের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা কি ঠিক হবে?"

মারিয়ুস বিবর্ণ মুখে বলল—"না দেখা করাই ভাল"।

"বেশ, তাই হবে," ব'লে জাঁ ভাল্‌জাঁ চলে যাবার জন্য অগ্রসর হ'ল। তখনই আবার ফিরে এসে বলল—"কিন্তু কোসেতের উপর আমার একটা মমতা জন্মে গেছে। একেবারে শিশুকাল থেকে লালনপালন করেছি কিনা। যদি অনুমতি পাই, মাঝে মাঝে এক এক বার দেখে যাবার ইচ্ছে। খুব ঘনঘনও আসব না, এসে বেশীক্ষণও থাকব না। আর বলেন তো সন্ধ্যের দিকে একটু অন্ধকার হ'লেও আসতে পারি।

মারিয়ুস অগত্যা তাকে সন্ধ্যের সময় আসতে অনুমতি দিল।

"আপনার অশেষ দয়া," ব'লে জঁ। ভালজঁ। তাঁকে অভিবাদন করে চলে গেল।

এর পর, মারিয়ুসের অনুমতি পাওয়ায় জঁ। ভালজঁ। নিয়মিত-ভাবে কোসেতকে দেখতে আসতেন। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে যেতেন না। নীচের একটা ঘরে, যেখানে বাড়ীর চাকরবাকরদের অদরকারী জিনিস থাকে, সেই ঘরে বসে অল্প সময়ের জন্য দেখা করে যান। কোসেতের অনেক পীড়াপীড়িতেও কখনও ভিতরে যাননি বা এ বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করেন নি। জঁ। ভালজঁার সত্য পরিচয় কোসেতের কাছে মারিয়ুস গোপন রেখেছিল। কাজেই জঁ। ভালজঁার হঠাৎ এই রকম ব্যবহারের পরিবর্তন তার খুব আশ্চর্য লেগেছিল। ক্রমে এটা তাঁর একটা অদ্ভুত খেয়াল বলেই মেনে নিয়েছিল।

॥ সাতচল্লিশ ॥

মারিয়ুসের মনের মধ্যে দুটো চিন্তা সর্বক্ষণ সজাগ হয়েছিল। তা হচ্ছে, দুটি লোকের কাছে সে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এক থেনার-দিয়ে, যে ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে তার আহত পিতাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বয়ে এনে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিল। আর, যে লোক ৬ই জুন বিপ্লবীদের ব্যারিকেড থেকে তাকে এনে দাদামশায়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এই দুই জনের ঋণ তাকে শোধ করতে

হবে। থেনারদিয়ে কি চরিত্রের লোক তা' সে ভাল করেই দেখেছে—যখন সে জঁদ্রেৎ নামে পরিচিত ছিল। তা' হ'লেও সে তার পিতার প্রাণদাতা এবং পিতার অন্তিম আদেশে সে তার সাহায্য করতে সত্যবদ্ধ। থেনারদিয়ে যে কি নীচ প্রকৃতির মানুষ এবং আসলে সে যে মৃতসৈনিকদের পকেট মেরে বেড়াচ্ছিল, সে-কথা ব্যারণ পঁমের্‌সি জানতেন না। মারিয়ুসও পিতৃআজ্ঞা পালন করা কর্তব্য মনে করে। পিতার প্রাণরক্ষা করার আসল ব্যাপার তার অজানা।

অনেক অনুসন্ধান করেও থেনয়ারদিয়ের কোন খবর সংগ্রহ করা গেল না। মাদাম্ থেনারদিয়ে জেলেই মারা যায়। এপোনিন এবং গাভ্‌রোশ তারই চোখের উপর সরকারের গুলিতে মারা গেছে। কাজেই এ পরিবারের দুটি লোক জীবিত—থেনারদিয়ে এবং আজেল্‌মা। কিন্তু তারা কোথায়?

তারপর, যে লোক তার জীবন রক্ষা করল, সে কে? সেদিনের কথা একটু একটু করে কখনও অস্পষ্ট, কখনও কিছু স্পষ্ট মনে পড়তে লাগল। গুলি লেগে সে পড়ে গেল। সম্পূর্ণ সংজ্ঞালোপ পাবার পূর্বমুহূর্তে কে যেন দৃঢ় বলিষ্ঠ হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলল। এর পরের কথা আর কিছুই সে জানে না। তবে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় ব্যারিকেড থেকে যে তাকে বয়ে এনেছে, সে প্রকাশ্য পথ দিয়ে কিছুতেই আনতে পারেনি। চারিদিকই সরকারের সৈন্যরা ঘেরাও করে ফেলেছিল। একমাত্র পথ লোকচক্ষুর আড়ালে মাটির নীচের ড্রেন দিয়ে।

সেও সহজসাধ্য কাজ নয়। নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে, এ কথা জেনেও কে তাকে ঐ ভাবে ড্রেনের পথে বয়ে এনে দাদা-মশায়ের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল? অনেক খোঁজখবরে গাড়োয়ানের সন্ধান পাওয়া গেল। তার কাছ থেকে জানা গেল, সে পুলিসের নির্দেশমত নদীর ধারে অপেক্ষা করছিল। তারপর পুলিস ইন্সপেক্টর এবং আর-একজন লোক ধরাধরি করে একজন আহত লোককে গাড়ীতে তুলে নেয় এবং সেই ইন্স-পেক্টরের হুকুমেই তাদের নিয়ে জিয়েনরমাঁর বাড়ী পৌঁছে দেয়। এর বেশী আর-কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা গেল না। তার জীবন-রক্ষক কে তা' অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

ফশেলভ্যাঁকে মারিয়ুস যতদিন কোসেতের বাবা বলে জানত ততদিন কোন গোলই ছিল না। হঠাৎ একদিন জানা গেল সে তার পালক-পিতা। সেও একরকম ছিল ভাল। কিন্তু সেই পালক-পিতা যেদিন নিজের মুখে প্রকাশ করল সে জেলের কয়েদী, মারিয়ুসের সে এক শঙ্কটের দিন—আতঙ্কের ভাবও হয়েছিল। এখন তার কর্তব্য কি? কোসেতকে সে একথা জানায়নি। তা হ'লেও ক্রমে তার মনে হ'তে লাগল একজন জেলপলাতক দাগী লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তার মনে পড়ল, সেই এক রাত্রে জঁদ্রেৎদের আড্ডার পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার কথা। ফশেলভ্যাঁ কেন ঐভাবে চুপি চুপি সরে পড়ল, মারিয়ুসের কাছে তা এক জটিল প্রশ্ন হয়ে ছিল। এখন বোঝা গেল, পলাতক কয়েদী, পুলিসের হাতে

পড়লে আবার তাকে তুলোঁয় চালান হ'তে হ'ত। তারপর ব্যারিকেডের কথা। সেখানে তো সে একটুও লড়াই করেনি—বন্দুক হাতে নিয়ে বসেই ছিল। তবে, এসেছিল কেন? নিশ্চয়ই তার শত্রু জাভেরকে হত্যা করার সুযোগ পাবে বলে।

এবার মারিয়ুস কল্পনায় দেখতে পেল, জাঁ ভাল্‌জাঁ জাভেরকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে—তারপর একটা পিস্তলের শব্দ। পুলিস এবং কয়েদীর মধ্যে বিদ্বেষ। প্রতিহিংসাপরায়ণ জাঁ ভাল্‌জাঁ জাভেরকে হত্যা করেছে। তা ছাড়া সমস্ত ঘটনাটার আর কি অর্থ হতে পারে?

কিন্তু এই লোকই কোসেতকে পিতৃস্নেহ দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাকে মানুষ করেছে। তার গচ্ছিত বিপুল অর্থ,—যে অর্থের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানত না, তাও তাকে দিয়ে দিয়েছে। একই ব্যক্তিতে এই রকম সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন চরিত্র কেমন করে সম্ভব হ'ল। সমস্তই যেন হেঁয়ালি। সে যে জেলপলাতক দাগী লোক, সে-কথা প্রকাশ করারই বা তার কি প্রয়োজন ছিল! জাঁ ভাল্‌জাঁর কথাগুলো আবার তার কানে শব্দময় হয়ে উঠল—

"আমি কোসেতের কেউ নই। কোসেত নামে কেউ যে এ জগতে আছে, দশ বছর আগে তা আমি জানতামই না।"

সেই তো বলেছে—'আমি পথচারী পথিক মাত্র'। পথিকের কাজ শেষ হয়েছে, পথ বেয়ে সে চলে গেছে।—

॥ আটচল্লিশ ॥

জঁা ভালজঁা কোসেতের সঙ্গে রোজ দেখা করতে আসে, এতে মারিয়ুস ক্রমেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে ঠিক করেছে, কোসেতকে যে টাকা জঁা ভালজঁা দিয়েছে, সে টাকা সে বা কোসেত কোনদিন নিজের ব্যবহারে লাগাবে না। এ টাকা হয়তো তার সদ্ভাবে উপার্জিত টাকা নয়!

একদিন সন্ধ্যায় এসে জঁা ভালজঁা শুনল কোসেত বাড়ীতে নেই, মারিয়ুসের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। সেদিন আর তার কোসেতের সঙ্গে দেখা হ'ল না—জঁা ভালজঁা পরিষ্কার বুঝতে পারল এ বাড়ীতে তার আসা-যাওয়ার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

অবশ্যম্ভাবীকে সে মাথা পেতে মেনে নিল—কোসেতের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিল। কিন্তু তবুও অভ্যাসমত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জঁা ভালজঁা নিয়মিত সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই একই পথ ধরে জিয়েনরমাঁর বাড়ীর কাছাকাছি পর্যন্ত এসে ফিরে যেত। ফিরবার পথে তার ক্লান্ত পা আর যেন চলতে চাইত না। দম ফুরিয়ে গেলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলার বেগ কমতে কমতে শেষে একেবারে যেমন নিশ্চল হয়ে যায়—তারও তেমনি থামবার দিন এসে পড়েছে।

একদিন জঁা ভালজঁা রাস্তায় বেরিয়ে তিন পা চলে আর

চলতে পারে না। ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই তার শেষ বাইরে যাওয়া। পরের দিন শোবার ঘর থেকে বাইরে এল না। তার পরের দিন বিছানাতেই শুয়ে থাকল।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

জাঁ ভালজাঁর জীবনদীপ নির্বাণপ্রায়। বিছানায় পড়ে আছে, উঠতে কষ্ট হচ্ছে। নিজেই হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল, স্পন্দন খুব ক্ষীণ, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত। এত দুর্বল যে নড়তে পারে না। বেশ বুঝতে পারল শেষ মুহূর্ত তার নিকটবর্তী হয়ে আসছে। অতি কষ্টে সে বিছানায় উঠে বসল। প্রথম-জীবনে-পরা তার মজুরের পোশাক সে পরল। তারপর কোসেতের ছেলেবেলার পোশাকগুলো বিছানার উপর ছড়িয়ে দিয়ে, বিশপের দেওয়া বাতিদানি দুটোতে নতুন মোমবাতি লাগিয়ে বাতি দুটো জ্বালিয়ে দিল—যদিও তখন দুপুর বেলা এবং বাইরে প্রচুর সূর্যের আলো। দিনের বেলাতে এইভাবে বাতি জ্বলতে দেখা যায় শুধু রোমান ক্যাথলিক মৃতের শিয়রে।

কোসেতের পোশাকগুলো একদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সে কেমন যেন উদাস হয়ে গেল—মৃত্যুর শীতলতা যেন তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। খুব চেষ্টা করে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কম্পিত হাতে কোসেতের নামে একখানা চিঠি লিখে রাখল।

চিঠিতে সে তাকে তার শেষ আশীর্বাদ জানাল। চিঠিখানা সম্পূর্ণ করা আর শক্তিতে কুলাল না—হাত থেকে কলম পড়ে গেল। নিজের মনে সে বলে উঠল—"কোসেত, আর তো আমি তোমাকে দেখতে পাব না,—আমার শেষ সময় উপস্থিত। ভগবান, ভগবান, আজ আমি সম্পূর্ণ একাকী—কেউই আমার কাছে নেই—"

ঐ দিন একটি লোক মারিয়ুসের বাড়ীতে এসে, চাকরের হাতে একখানা চিঠি দিল মারিয়ুসকে দেবার জন্য। চিঠিখানা হাতে নিতেই, তা থেকে একটা উৎকট তামাকের গন্ধ মারিয়ুসের নাকে এল। এ গন্ধ তার পরিচিত। ঠিক এই গন্ধ সে পেয়েছিল জঁদ্রেতের চিঠিতে, যে চিঠি সে এপোনিনের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল। অনেক পুরনো কথা হ'লেও গন্ধটা যেন তার নাকে লেগেছিল। হাতের লেখাও একই লোকের—লিখনভঙ্গীও সেই এক।

পত্রলেখক সেই থেনারদিয়ে। পিতার অনুজ্ঞা পালন করবার জন্য যাকে সে অনেক দিন ধরে খোঁজ করেছে।

চিঠিতে লেখা ছিল—

"মহামান্য ব্যারণ মহাশয়,—

কোনও বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার নিকট একটি গোপনীয় তথ্য আছে। এই বিশেষ ব্যক্তি আপনার পরিবারভুক্ত লোক। এই তথ্য এক্ষণে আমি আপনাকে প্রদান করিতে চাই। ইহা দ্বারা আপনি এবং আমি উভয়েই লাভবান হইবার ইচ্ছা করি। ইহাতে আপনি আপনার সম্মানিত পরিবার হইতে এক ব্যক্তিকে বহিষ্কার করিয়া দিতে পারিবেন, যে ব্যক্তির আপনার পরিবার-

ভুক্ত হইয়া থাকিবার কোনও অধিকার নাই। আমি ব্যারণেসের কথা বলিতেছি। পবিত্র আশ্রমে পাপীর স্থান নাই, তাহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় পিছন দিকের ঘরে অপেক্ষা করিতেছি।"

চিঠিতে নাম সই করা ছিল 'থেনার'। চিঠির গুরুগম্ভীর শব্দ, তামাকের গন্ধ, নাম সই, এই সমস্ত থেকে মারিয়ুস নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল, এ লোক থেনারদিয়ে ভিন্ন আর কেউ নয়। দেরাজ থেকে কিছু টাকা নিয়ে পকেটে পুরে চাকরকে বলল—"লোকটিকে ভিতরে নিয়ে এস।"

যে লোক ঘরে ঢুকল তার চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মারিয়ুসকে কিছু বিব্রত হতে হ'ল। কারণ এ লোকের চেহারা থেনারদিয়ের মত নয়। দিব্যি পরিপাটি সাজগোজ, চোখে চশমা, আঁচড়ানো পাতানো চুল, ঘড়ি ঝোলানোর ফিতে, যেন সত্যি সত্যিই তাতে ঘড়ি বাঁধা আছে। হাতে একটা পুরানো টুপি। কিন্তু মজার ব্যাপার, জামার বোতামগুলো নিখুঁত ভাবে লাগানো হ'লেও সেটা যেন তার নিজের নয়, অন্য কোনও লোকের।—এত ঢলঢলে যে এ জামা তার নিজের মাপের মোটেই নয়।

প্যারিতে এক ইহুদির একটা পোশাকের দোকান ছিল। সদর রাস্তার উপর প্রকাশ্য দোকান নয়—পুরানো একটা বাড়ীর ভিতরের একটা ঘরে অপ্রকাশ্য দোকান। তার ব্যবসায় ছিল,

যত চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, গাঁটকাটাদের নিয়ে। পাদরী হাকিম কারবারী লোক সাহিত্যিক প্রভৃতি সকল্ ধরনের লোকের পোশাকই তার কাছে ভাড়া পাওয়া যেত। ভাড়ার টাকা দিয়ে যে কোন বদমাইস লোকই তার দোকানে গিয়ে সম্ভ্রান্ত লোকের খোলস নিতে পারত। যে লোক ভাড়া নিত, পোশাক তো আর তার গায়ের মাপ নিয়ে তৈরি নয়। কাজেই কারও গায়ে পোশাক হয়তো ঢলঢলে হ'ত, আবার কারও গায়ে আঁট হ'ত।

মারিয়ুস প্রথমটা তাকে না চিনতে পারলেও, কথা বলার ধরণ-ধারণে চিনতে পারল এ থেনারদিয়ে। থেনারদিয়ে আরম্ভে ছুটো চারটে আজেবাজে একথা সেকথা বলে শেষে কাজের কথা আরম্ভ করল।

"আমার চিঠি নিশ্চয়ই দেখেছেন ?"

"হাঁ কিন্তু,—গুপ্ত তথ্যটা কি ? আর আমারই বা তাতে কি ?"

থেনারদিয়ে বলতে লাগল—

"আপনার বাড়ীতে একটি লোক আছে—সে ডাকাত খুনে। তার আসল নাম হচ্ছে জঁা ভাল্জঁা।"

মারিয়ুস সংক্ষেপে জবাব দিল, "তা জানি।"

"লোকটা হচ্ছে পুরানো দাগী কয়েদী।"

"তা-ও জানি।"

"আমি বললাম বলেই জানলেন।"

"না—আগে থেকেই জানতাম।"

"হ'তে পারে, আপনার কথার প্রতিবাদ করতে চাইনে।

কিন্তু মাদাম্ ব্যারণেস্ (অর্থাৎ কোসেত) সম্বন্ধে আমি যা জানি —তা' আর কেউই জানে না। অত্যন্ত গোপনীয় কথা। মাত্র বিশ হাজার ফ্রাঁ—খুব সস্তায় আপনাকে সে তথ্য বিক্রি করতে প্রস্তুত আছি।"

"তোমার ওই অত্যন্ত গোপনীয় কথাও আমি জানি এবং আরও অনেক কিছু জানি। যেমন ধর না তোমার নাম থেনার নয়, থেনারদিয়ে।"

"আমার নাম থেনারদিয়ে!"

"শুধু থেনারদিয়ে কেন, জঁদ্রেৎ, ফাবান্ত আরও কত কি! তুমি অতি বদলোক। যাক্—এই নাও," বলে মারিয়ুস একখানা পাঁচশ ফ্রাঁর নোট তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

থেনারদিয়ে সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে বার বার মারিয়ুসের বদান্যতায় ধন্যবাদ দিতে লাগল। সে ভেবেছিল, কোসেত এবং জাঁ ভাল্জাঁর আসল পরিচয় ফাঁস করে মারিয়ুসকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু মারিয়ুসের কাছে সে নিজেই বেকুব বনে গেল।

মারিয়ুস বলে গেল—

"থেনারদিয়ে, তুমি ভেবেছিলে খুব আচ্ছা রকম গুপ্ত খবর দিতে পারবে। কিন্তু দেখ, আমারও গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার পথ আছে। তোমার চেয়ে বেশীই খবর রাখি। জাঁ ভাল্জাঁ ডাকাত—সে মঁসিয়ে মাদ্লিনের টাকা,—তাঁর বিপুল অর্থ লুঠ করেছিল। খুনে, কেননা ইন্সপেক্টর জাভেরকে সে খুন করেছে —কেমন তাই না?"

থেনারদিয়ে হেঁট হয়ে বসেছিল, মাথা তুলে হেসে বলল—"সদাশয় ব্যারণ মশায়—যা বলছেন তা সম্পূর্ণ ভুল—"

"ভুল !"

"নিশ্চয়ই ! আর যা-ই হোক, কাউকে মিছিমিছি দোষী মনে করাটা পছন্দ করিনে। জাঁ ভাল্‌জাঁ কখনই মঁসিয়ে মাদ্‌লিনের টাকা ডাকাতি করে নেয়নি, কেননা মাদ্‌লিন এবং জাঁ ভাল্‌জাঁ একই লোক। আর জাভেরকেও সে খুন করেনি, জাভের আত্মহত্যা করেছে।"

থেনারদিয়ে পকেট থেকে একটা বড় রকমের খাম বের করল। তার মাঝ থেকে ভাঁজ-করা দুইখানা পুরানো খবরের কাগজ বের করে মারিয়ুসের হাতে দিল। একখানা কাগজ ১৮২৩ সালের ২৫এ জুন তারিখের। মেয়র মাদ্‌লিনকে জাঁ ভাল্‌জাঁ ব'লে গ্রেপ্তার করার পর, এই কাগজে তার বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল। আর একখানা কাগজ ১৮৩২ সালের ১৫ই জুনের। জাভেরের আত্মহত্যা করার কথা এবং তার মৃতদেহ এক জেলে-নৌকোর নীচে পাওয়ার কথা এই কাগজে ছাপা হয়েছিল। আর ছিল—জাভের তার উর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে যে স্বীকার-উক্তি করে, সেই স্বীকার-উক্তি। স্বীকার-উক্তিতে সে বলেছে—সে ব্যারিকেডের মাঝে বন্দী হয়েছিল। তারপর একজন বিপ্লবীর সহৃদয়তায় মুক্তি পায়। সে তাকে গুলি করবার নাম করে বাইরে নিয়ে যায়—কিন্তু বাইরে এনে সত্যসত্যই গুলি না করে, আকাশের দিকে পিস্তল ছুঁড়ে তাকে মুক্তি দেয়।

জঁা ভাল্‌জঁা সম্বন্ধে মারিয়ুস এতদিন যে ধারণা পোষণ করে এসেছিল, তা' যে একেবারেই ভুল এখন সে তা পরিষ্কার বুঝতে পারল। সে নিঃসন্দেহে জানতে পারল জঁা ভাল্‌জঁা কোসেতকে যে টাকা দিয়েছে, তা তার অসৎ ভাবে উপার্জনের টাকা নয়। আর বুঝতে পারল যে জঁা ভাল্‌জঁা এক মহান চরিত্রের লোক।

থেনারদিয়ে বলে গেল—"মহানুভব ব্যারণের উপকারের জন্যই জঁা ভাল্‌জঁার সমস্ত সংবাদ অনেক পরিশ্রম করে সংগ্রহ করেছি। সে দস্যু, নরহন্তা। তবে, আপনি ভুল করে যে ব্যাপারে তাকে জড়িত মনে করেছেন সে-ব্যাপারে নয়। খুব অল্পদিনের কথা। এ কথা একা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না--কোন খবরের কাগজেও ছাপা হয়নি।"

মারিয়ুসের কাছে থেনারদিয়ের কথা হেঁয়ালির মত মনে হ'ল। মাদলিনের টাকা লুট করেনি--তবুও সে দস্যু, জাভেরকে হত্যা না করেও সে নরহন্তা! কথাটা বোঝা শক্ত।

থেনারদিয়ে বলল—

"প্রায় এক বছর হবে, ১৮৩২ সালের ৬ই জুন শহরে যেদিন বিপ্লব হয়, একটা লোক শহরের বড় ড্রেনের মাঝ দিয়ে—যে ড্রেনটা রাস্তার নীচে দিয়ে গিয়ে সেইন নদীতে পড়েছে—সেই ড্রেন দিয়ে আসছিল। এ লোকটি আর কেউ নয়—জঁা ভাল্‌জঁা। পলাতক কয়েদী। তার কাঁধের উপর একটি মৃতদেহ। খুন করে লাস নদীর জলে ফেলে দিতে এসেছিল।"

থেনারদিয়ে ঐ দিনের ঘটনার এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলল—

"জাঁ ভালজাঁ যাকে খুন ক'রে তার টাকাকড়ি আত্মসাৎ করেছিল,—সে লোকটি যে কে তা আমি জানতে পারিনি। তবে সে যে খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে তা' তার পোশাক-পরিচ্ছদে জানা গিয়েছিল—যদিও রক্ত লেগে সমস্তই অত্যন্ত বিকৃত হয়েছিল। এইবার বেশ বুঝতে পারছেন কেন সে ডাকাত নরহন্তা। কাকে সে খুন করেছে তাও হয়তো একদিন জানা যেতে পারে। সে-পথও সহজ করে রেখেছি।"

এই বলে থেনারদিয়ে পকেট থেকে একটা কালো রঙের কাপড়ের ফালি বের করে মারিয়ুসের সামনে ধরল।

বলল—"এই কাপড়ের ফালি আমি সেই নিহত যুবকের কোট থেকে কেটে রেখেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুবকটি নিশ্চয়ই কোন বিদেশী ধনী। জাঁ ভালজাঁ তাকে খুন করে তার টাকাকড়ি সব নিয়ে নিয়েছে।"

কালো কাপড়ের ফালিটা দেখেই মারিয়ুস চিনতে পারল এ তারই কোট থেকে নেওয়া। তার শরীরের সমস্ত রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, উত্তেজনায় শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল। জাঁ ভালজাঁ নিজের জীবন বিপন্ন করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। জাভেরকে সে খুন করেনি। তার অর্থ নিজের প্রতিভা এবং পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত। ব্যারিকেডে বিপদের মধ্যে এসেছিল কেবলমাত্র তাকেই রক্ষা করার জন্য।

থেনারদিয়ের কথা শেষ হতেই মারিয়ুস বলে উঠলণ করে ভাল্‌জাঁ যাকে খুন করেছে, সে লোক কে জান?—আর্ বুঝতে দেখ আমার সেই কোট," ব'লেই একটা রক্তমাখা সেতকে কোট বের করে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। থেন্কা নয়। হাত থেকে কাপড়ের ফালিটা নিয়ে ছেঁড়া জায়গায়চরিত্রের দেখিয়ে দিল ফালিটা ঠিক ঠিক লেগে গেছে।

এরপর থেনারদিয়ের আর কথা বলার মুখ রইল নাশারের আমতা আমতা করতে লাগল।

মারিয়ুস আরও দেড় হাজার ফ্রাঁর নোট একরকম তার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল—

"তুমি অত্যন্ত নীচ—শয়তান—মিথ্যাবাদী পিশাচ। যাকে তুমি হীন প্রতিপন্ন করতে এসেছিলে, তোমার কথাতেই সে যে অতি মহান তা প্রমাণ হয়ে গেল। তুমি কি, তা আমি ভাল করেই জানি।"

মারিয়ুস তাকে আরও অনেক টাকা দিয়ে ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে বলে দিল। তুই দিন পরে সে তার মেয়ে আজেল্‌মাকে নিয়ে আমেরিকা রওনা হয়ে গেল। মারিয়ুস তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু আমেরিকা গিয়েও সে সদ্ভাবে জীবন যাপন করেনি। মারিয়ুসের দেওয়া টাকা দিয়ে সেখানে ক্রীতদাসের ব্যবসায় আরম্ভ করে।

॥ পঞ্চাশ ॥

থেনারদিয়ে মারিয়ুসের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মারিয়ুস দৌড়ে কোসেতকে সংক্ষেপে সমস্ত বলে এবং সেই মুহূর্তেই ছ'জনে জাঁ ভাল্‌জাঁর সংবাদ নিতে রওনা হয়। অনেকদিন ধরে তারা তাকে অবহেলা করে এসেছে—নিতান্ত একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে।

জাঁ ভাল্‌জাঁ হতাশ হয়ে যে-সময় নিজের মনে বলছিল—শেষ দিন তো এসে পড়ল—আর তার কোসেতের সঙ্গে দেখা হ'ল না—ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ করে শব্দ হ'ল।

জাঁ ভাল্‌জাঁ দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলল—"ভিতরে এস!"

দরজা ঠেলে কোসেত এবং মারিয়ুস ভিতরে ঢুকল।

জাঁ ভাল্‌জাঁ আনন্দের আতিশয্যে উঠে বসল—সমস্ত শরীর তার কাঁপছে। জীর্ণ দেহে জীবনীশক্তি বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই—কেবল নিষ্প্রভ চোখ ছুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"কোসেত—তুমি?—সত্যিই তুমি!—হে দয়াময়!"

কোসেতও 'বাবা', 'বাবা' বলতে বলতে তার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরম আদরে একান্ত যত্নে জাঁ ভাল্‌জাঁর দীর্ঘ রুক্ষ অবিন্যস্ত শুভ্র চুলগুলো পাতিয়ে সমান করে দিতে লাগল।

কোসেত অনেকদিন পর্যন্ত জঁা ভাল্‌জঁার কোন খবর না পেয়ে মনে করেছিল জঁা ভাল্‌জঁা হয়তো শহরে নেই। কারণ, আগেও সে মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যেত। মারিয়ুসের কাছে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জবাব পেত না—জঁা ভাল্‌জঁা সম্বন্ধে মারিয়ুসের বিশেষ কোন উৎসাহ ছিল না—বরং সে মনে করত কোসেতের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। জঁা ভাল্‌জঁা যে অসুস্থ এবং তার মৃত্যুর দিন নিকটবর্তী, একথা কারও মনে হয়নি।

জঁা ভাল্‌জঁা মারিয়ুসের দিকে চেয়ে বলল—"মারিয়ুস, তুমি এসেছ? তুমিও তা' হ'লে আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ।" মারিয়ুস অনুশোচনায় বিচলিত হয়ে পড়ল—তার চোখ ফেটে কান্না আসতে লাগল।

বলল—

"আমার জন্য আপনি কি না করেছেন, ব্যারিকেডে গিয়ে সর্বক্ষণ আমার উপর পিতৃস্নেহের সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তারপর শহরের ড্রেন পূতিগন্ধময়, সাক্ষাৎ নরক—প্রতিপদে বীভৎস মৃত্যু—তার মধ্যে, প্রতি মুহূর্তে যমের গ্রাস হ'তে আমাকে রক্ষা করেছেন। সমস্ত জীবন আপনার পায়ের কাছে পড়ে থাকলেও, তার কণামাত্র শোধ হবে না। দেবদূত আপনি—আমাকে ক্ষমা করুন।"

ভাবাবেগে মারিয়ুস অনেক কথা বলে গেল। শেষে এই বলে তার কথা শেষ করল—

"আর আমরা এক দিনের জন্যও আপনাকে কাছছাড়া করব

না। আপনি কোসেতের পিতা, আমারও পিতা। এ বাড়ীতে এভাবে আর থাকা চলবে না। আমাদের সঙ্গে, আমাদের বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাব। আজই – এখনই—কাল আর এখানে থাকা নয়—”

“কাল আর এখানে থাকব না, তা ঠিক।—তবে, তোমাদের বাড়ীতেও নয়।”

“তার মানে? না—না আর আপনাকে বিদেশেও বেড়াতে যেতে দেব না।” মারিয়ুস মনে করল, মাঝে মাঝে যেমন বাইরে চলে যান সেই রকম বুঝি কোথাও যাবার কথা হচ্ছে।

কোসেতও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, “ইচ্ছেয় না যাও, জোর করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাব। তোমার জন্য ঘর ঠিক তোমার মত করে সাজিয়ে রেখেছি! যে জিনিসটি যেমন চাও। এবার আর ‘না’ করতে পারবে না।”

জঁা ভাল্‌জঁা একটিও কথা না বলে, নিস্তব্ধ হয়ে কোসেতের কথা শুনে যেতে লাগল। কোসেতের এক-একটি কথা যেন তার কানে সঙ্গীতের ধারার মত প্রবেশ করছিল—কথার অর্থ-বোধের আগ্রহ তার বিন্দুমাত্র ছিল না—শুধু কণ্ঠস্বরের আনন্দময় অনুভূতি। জঁার চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল—আস্তে আস্তে দুই বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। জঁা ভাল্‌জঁা মাঝপথে সে-অশ্রুবিন্দু দুটির গতি রোধ করে হাসি দিয়ে তা প্রকাশ করল।

এই সময় কোসেত জঁা ভাল্‌জার হাত দুটো নিজের হাতের

মধ্যে নিয়ে চমকে উঠে বলল—"উঃ কী ঠাণ্ডা! এত ঠাণ্ডা মানুষের হাত হয়! তোমার কি অসুখ করেছে?"

"অসুখ? আমার? না—বেশ ভালই আছি—তবে—"

"তবে,—কি?"

"আমি তো চললুম!"

মারিয়ুস এবং কোসেত দুই জনেই ভয়ে বিচলিত হয়ে উঠল। কোসেত বলল—না না, "তোমার মরা হবে না।—আমি বলছি তোমাকে বাঁচতেই হবে।"

মারিয়ুস বলল—"সে হবে না—শরীরে এখনও যথেষ্ট শক্তি আছে। এ ভাবে কি কেউ মারা যায়! আমি ক্ষমা চাচ্ছি—নতজানু হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি—আপনাকে বাঁচতে হবে। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছেন—আর কষ্ট পেতে দেব না। আমরা আপনাকে আমাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

এই সময় ডাক্তার ঘরে এলেন। ইনি কয়েকদিন থেকে জঁা ভালজঁাকে দেখছেন। জঁা ভালজঁা নিজে ডাক্তার দেখানর কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। তার ঝি এক রকম জোর করেই ডাক্তার আনিয়েছে। তার আগ্রহে জঁা আর আপত্তি করেনি।

ডাক্তারকে সহাস্যে অভিবাদন জানিয়ে কোসেত এবং মারিয়ুসকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—"এই আমার ছেলেমেয়েরা।"

মারিয়ুস এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জঁা ভালজঁার অবস্থার কথা

জিজ্ঞাসা করতেই তিনি যেভাবে ইঙ্গিত করলেন তাতে মারিয়ুসের সন্দেহ থাকল না যে তার শেষ সময় উপস্থিত।

প্রদীপ নিভে যাবার আগে যে রকম শেষবারের মত অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জঁা ভাল্‌জঁাও সেই রকম জোর করে উঠে দাঁড়াল—এটা তার মৃত্যু যন্ত্রণার বাহ্যিক প্রকাশ।

দেওয়ালে একটা ক্রুশ-বিদ্ধ যিশুর মূর্তি ঝুলছিল, বেশ সুস্থ সবল মানুষের মত সেটা নিজেই পেড়ে নিল। মূর্তিটা টেবিলের উপরে রেখে, কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়ল—তার মৃত্যু-যন্ত্রণা আরম্ভ হ'ল। এ যন্ত্রণা একবার আসে আবার কিছুক্ষণের জন্য বিরাম দেয়—এমনি ধারা বার বার হতে থাকে, যে পর্যন্ত না জীবদেহে মৃত্যুর শীতলতা এসে তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে।

জঁা ভাল্‌জঁার ঝি কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, "ধর্ম-যাজক কাউকে ডেকে আনব?"

উত্তরে জঁা ভাল্‌জঁা বলল, "আমার নিজের ধর্মযাজক আছে—আর কাউকে ডাকবার প্রয়োজন নেই।"

জঁা ভাল্‌জঁার পৃথিবী-বাসের শেষদিনে, তার এই মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে বিশপ মিরিয়েলের আত্মাকে দেখতে পেয়েছিল।

তখন আকাশে তারা ছিল না—সূচিভেদ্য অন্ধকার! সেই অন্ধকারের মধ্যে এই মহামানবের মহাপ্রয়াণ ঘটল।

মৃত্যুর সময় জঁা ভাল্‌জঁা কোসেত ও মারিয়ুসকে বলে গিয়েছিল—

আমি গরীব, আমার সমাধিও গরীবের মত করে দিও।

সমাধিটা যেন কবরখানার অপ্রকাশ্য দিকে হয়। একখানা পাথর মাত্র খাড়া ক'রে সমাধির জায়গাটা চিহ্নিত করে রেখো। পাথরে কোন নামধাম লেখা থাকবে না।

*　　*　　*

শহর ছাড়িয়ে, অট্টালিকাময় সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে দূরে কুশ্রী এক কবরখানার এক কোণে একটা দেওয়ালের পাশে একটা সমাধি। চারিদিকে ঘাস ও আগাছা। মাথার উপর একটা 'ইউ' গাছ ঝুঁকে পড়েছে। সমাধির উপরে যে পাথরখানা পোঁতা, কালক্রমে তা ক্ষয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। কেউ কোন-দিন সেখানে যায় না—সূর্যের আলোও তার উপরে অতি সামান্যই পড়তে পারে।

পাথরে কোন নাম ক্ষোদাই করা নেই। বহু বহু দিন আগে কেউ তার উপর পেন্‌সিল দিয়ে চার ছত্র কবিতা লিখে দিয়েছিল বৃষ্টির জলে ধুয়ে, আর ধুলোয় ঢেকে সে-লেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—

"নিদ্রিত সে। নিষ্করুণ ভাগ্য আর দুঃখের পসরা বয়ে
কাটাল জীবন। মৃত্যুকালে পাশে নাহি ছিল দেবদূত।
জীবনের আলো হ'তে মরণে পশিল বারেক না ফেলি দীর্ঘশ্বাস
দিবালোক নেভে যথা সন্ধ্যার আঁধারে।"

— শেষ —